বঙ্গাখ্যায়িকা

প্রস্তাব চতুষ্টয়।

অর্থাৎ অভিনব সাহিত্যেতিহাস

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস

প্রণীত।

কলিকাতা।

৭ নং উল্টাডিঙ্গি রোড শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়ের

সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্র।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৩৩।

সম্প্রদান।

প্রাণোপম

শ্রীমান্ হিরণ্ময় প্রামাণিক বাপাজী

নিখিল মঙ্গল নিলয়েষু।

সৌভাগ্য সম্পন্ন সবিত্তাপত্য ব্যক্তিগণ, স্নেহ বিস্ফারিত লোচনে বিবিধ শিল্প সংযুক্ত অমূল্য রত্নরাজি রচিত সুচারু ভূষণে ভূষিত স্নেহাস্পদ অঙ্গজ-রূপ পঙ্কজ যতবার অবলোকন করেন, সেই সেইকালে তাঁহাদিগের অন্তঃ-করণে অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় এক এক অভিনব আনন্দানুভব হইয়া থাকে। আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ অনপত্য প্রযুক্ত সেই সুদুর্লভ সুখে বঞ্চিত হইয়াও কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখিত হই নাই, যেহেতু বহু মূল্য রত্নাদির অভাবে প্রযত্না-তিশয় সহকারে সাধুশব্দ রূপ সুরভিত বিবিধ প্রসূন চয়ন করত স্বকপোল কল্পিত কল্পনা সূত্রে যথা সাধ্য "বঙ্গাখ্যায়িকা" অভিধানে এক অভিনব কাব্যরূপ মাল্য রচনা করিয়া (পরবংশাশ্রয়ী দণ্ডাশ্রমীর দণ্ডের ন্যায় আমার গৃহাশ্রমের এক মাত্র আশ্রয়ীভূত তুমি, বাল স্বভাবসুলভ ফলিতা ফলিত বস্তু বিচার বিগ্রহে মদীয় করস্থ সুরম্য অরম্য প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যে কোন বস্তুই হউক না কেন, অবলোকন করিলেই জিঘৃক্ষা পরবশ চিত্তে গ্রহণ করি-বার নিমিত্ত আধোচ্চারিত সুমধুর কোমল কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা কর ও এ নিমিত্ত অসন্দিগ্ধ মনে) তোমার প্রসারিত সুকোমল করকমলে সম্প্রদান করিলাম। ভরসা করি করুণাকর সর্ব্বনিয়ন্তার অমিত অনুগ্রহে যথাক্রমে সুবুদ্ধি ও সৌভাগ্যের সহ নিরাপদে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যথা সম্ভব সময়ে অনব-হার্য্য আর্য্যপ্রসাদী মাল্য অভিজ্ঞানে নিজ কণ্ঠে সংস্থাপন করিলেই সালঙ্কৃত স্ব-পুত্র বদন সন্দর্শনের সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব এবং স্বীয় কৃত আয়াস সমূহ সফল জ্ঞান করিব।

সদাশুভাভিকাঙ্ক্ষীন।

বিজ্ঞাপন।

আত্মজ সদৃশ কতিপয় স্নেহাস্পদ বিদ্যোৎসাহী জনগণ কর্ত্তৃক মৎপ্রতি সুক-ঠিন এক অভিনব কাব্য রচনার গুরুতর ভার অর্পিত হওয়ায়, উহা স্বীয় সাধ্যাতীত হইলেও বন্ধুগণের অলঙ্ঘনীয় অনুরোধে প্রবৃত্ত হইয়া কবিগণের প্রদর্শিত পথে গমন করত দেখিলাম, অস্বাভাবিক কোন বিষয় দর্শনে অথবা শ্রবণে দ্রষ্টার বা শ্রতার মনে যতদূর আনন্দানুভব হইয়া থাকে স্বাভাবিকে সেরূপ হয় না এনিমিত্ত পাঠকগণের চিত্ত-রঞ্জনের নিমিত্ত অত্রস্থ মহানুভব চৈতন্য বংশাবতংশ সুপ্রসিদ্ধ সদ্বক্তা মৃত "হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" মহোদয় কর্ত্তৃক বিন্যস্ত বাক্যাবলীর মর্ম্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রসঙ্গানুসারে স্বকপোল কল্পিত কল্পনায় স্থানে স্থানে স্বভাবের রমণীয়তা, এবং স্থান বিশেষে অকপট মিত্রতা, অদূর দর্শিতা, অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা, নারীগণের অসতীত্তা ও পতি পরায়ণতা এবং ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবিতা প্রভৃতি কারণে ভূতপূর্ব্ব ঘটনাঘটন সকল গল্পচ্ছলে কতিপয় উদাহরণ ও বিজ্ঞান সাগর সার সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত সৌর জগৎ বিবরণ সহ এবং সাধ্যানুসারে ভাষার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত একশব্দ বারম্বার ব্যবহার না করিয়া কোন২ স্থানে সেই সেই অপ্রকটিত সাধুশব্দে "বঙ্গাখ্যায়িকা" অভিধানে অয়মভিনব কাব্য বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু রচনা বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কেন না, "অধুনা সেই সুদূরপরাহত সুকঠিন রচনা সমুদ্ভব ফল" ক্ষীর-পায়ী কুণ্ডলিনী এবং লবণাম্বুপায়ী কাদম্বিনীর উদ্গীরণের ন্যায়, দোষ এবং গুণগ্রাহী পাঠকগণের সরস রসনা লতিকা গর্ভে বিরাজ করিতেছে। সে যাহা হউক, মাদৃশ অনভিজ্ঞ রচয়িতৃগণ, নিজ বিরচিত রচনায় ভূতপূর্ব্ব ও অভূত পূর্ব্ব রচয়িতৃগণের চির অনায়ত্ত নির্দ্দোষ রচনার যদি প্রত্যাশা করে সে কেবল স্বকীয় প্রবল অজ্ঞতার কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তবে ভরসার মধ্যে পণ্ডিত বর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ইহার আদ্যোপান্ত অবলোকন করত মুদ্রাঙ্কিত করণের অনুমতি প্রদান করায় তথাপি শঙ্কিত মনে সুধীবর সরল হৃদয় গুণগ্রাহক পাঠকগণ সমীপে বিবিধ অনুনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, মদীয় ভ্রম বা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত যে সমস্ত দোষাশ্রিত রচনা যুষ্মদীয় বিজ্ঞান বিলোচনে বিলোকিত হইবে সাধুজন সমাচরিত সংশোধন করিয়া কৃতার্থ করিতে কৃপণতা করিবেন না।

শান্তিপুর। রামনগরপল্লী
সম্বৎ ১৯৩৩। ১৫ই আষাঢ়

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস।

মঙ্গলাচরণ।

—:০:—

গ্রন্থারম্ভে সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন মন্দার দাম বিভূষণ বালার্ক বরণ দ্বিরদ বদন এক রদন পঙ্কজ আসন মূষিক বাহন ভক্ত মনোরঞ্জন রিপুভয় ভঞ্জন নিখিল কারণ বিকসিত পঞ্চদল কোকনদচরণ স্মরণ বন্দন করণ অনন্তর বন্ধুগণের অর্পিত গুরু ভারে আক্রান্ত হইয়া,

ভীত মনে ডাকি গো তোমায় কোথা মাতঃ
বাগ্বাদিনি সনাতনি শ্বেতবর্ণা সতি।
অকৃতি কুমতি নিজ সন্তানের প্রতি
দয়া করি স্থিতিকর হৃদয় পঙ্কজে।
ডাকি সজল নয়নে, না জানি মিনতি,
প্রণতি ও চরণে, গতি হীনে ভারতি!
নিজগুণে নিস্তার দুস্তর পারাবারে।

——

বঙ্গাখ্যায়িকা।

উপক্রমণিকা।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত মনোহরপুর নাম্নী নগরীতে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ বংশজকুলোদ্ভব কলত্রাপত্য বিহীন "বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য" নামক, স্থবির সর্ব্বজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় সন্দর্শন করিলেন, যেন এক বৃষভারূঢ় শ্বেতকায় শূলপাণি, সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, হে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! কি জন্য এ স্থানে থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছ। আনন্দময়ের আনন্দ ধামে গমন করিলে, পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়া অনায়াসে পরকালে নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইবে। অকস্মাৎ চন্দ্রচূড় বদন বিনিঃস্থত সুধাভিষিক্ত বচনাকর্ণনে তদীয় নিদ্রাভঙ্গ হইল। উন্মীলিত নেত্র ব্রাহ্মণ, সমীপবর্ত্তি মঙ্গল মূর্ত্তির অদর্শনে মণিহারা ফণীর ন্যায় খিদ্যমানান্তঃকরণে ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে কুমুদিনী কান্ত, নিজ সহচর নক্ষত্রনিকরের সহিত প্রখরকর প্রভাকর ভয়েই যেন অসীম গগণ গর্ভে অদৃশ্যমান হইলেন। প্রভাতীয় সুশীতল সমীরণ স্পর্শে হর্ষোৎফুল্ল-চিত্ত পিকগণ, ললিত তানে বিভুগুণ গান করিতে লাগিল। পূর্ব্ব দিগঙ্গনা, রক্তিম বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন,

সহাস্য বদনে সুপ্তোত্থিত জনগণের ক্ষুব্ধ মনে আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্থির করিলেন, অধুনা আনন্দ ধামে গমন করিয়া ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতির শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল, কে বহন করিবে? নিজে স্থবির শক্তি নাই ধনও নাই যে, কাহাকে বেতন দিয়া সঙ্গে লইয়া যাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ পথে পতিত হইল। তৎপল্লিস্থ "রামানন্দ" নামক বাগ্বিদগ্ধ এক নরসুন্দর সুত যাহার ত্রিকুলে কেহই ছিল না, সে সর্ব্বদা দেশ ভ্রমণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি, আমার সঙ্গে গমন করে তাহা হইলে বিশ্বেশ্বর বাসনা সফলা করেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া কচারি ভবনে গমন করিলেন।

রামানন্দ, ব্রাহ্মণকে স্বভবনে আগমন করিতে দেখিয়া অবিচলিত ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করণানন্তর কর-পুটে নিবেদন করিল, প্রভো! কি মানসে প্রপতিত চরণ রেণু দ্বারা অধীনের আলয় পবিত্র করিলেন, প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করিতে কৃপণতা করিবেন না। রামানন্দের এবম্বিধ সম্মান সূচক সম্বর্দ্ধনে সর্ব্বজ্ঞ সন্তোষিত হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পিত সমুদয় বিবরণ সবিস্তরে বর্ণনা করিলেন। অভীষ্টবাক্য শ্রবণে হৃষ্টান্তঃকরণে রামানন্দ কহিল, মহাশয়! অধীনের চির অভিলাষ সফল করিবার আজ্ঞা করিতেছেন, ইহাতে আজ্ঞাধীনের কোনও আপত্তির সম্ভাবনা নাই। তবে আমার একটি পণ আছে, সেইটি পুরণ করিতে পারিলেই বিনা বেতনে চিরক্রীত দাস হইয়া ত্বদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে বাধ্য হইব।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ বিষণ্নবদনে কহিলেন, বাপু হে: যদি, পণ প্রদানে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে কি, একাল পর্য্যন্ত উদ্বাহ কার্য্যে উপেক্ষা করিয়া অপত্যোৎপাদনে ক্ষান্ত থাকিতাম?

রামানন্দ, ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, সে পণ নহে? আমি যখন যাহা দৃষ্ট করিয়া তাহার কারণ জানিবার প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিব, তৎক্ষণাৎ তাহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া আমার শ্রবণ লালসা শ্রুতিযুগলকে চরিতার্থ করিতে হইবে, নতুবা সেই পর্য্যন্তই সম্বন্ধ। স্থবির এতদ্বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি কি, আমার সর্ব্বজ্ঞ নামটি বিস্মৃত হইয়াছ? এই ত্রিপুর মধ্যে আমার অবিদিত কিছুই নাই। ভূত ও ভবিষ্যতকে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। তুমি যখন যে, বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া তোমার সন্দিগ্ধ চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিব। তখন রামানন্দ, স্বীয় অভিলাষ সফল করিবার বাসনায় সর্ব্বজ্ঞের সমস্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে যাত্রা করিল।

যথাক্রমে গমন করিতে করিতে গগণমণ্ডলের মধ্যদেশবর্ত্তি মার্ত্তণ্ড দেবের প্রচণ্ড কিরণ জালে দশদিগ্ দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। দ্বিজকুল আকুল হৃদয়ে নিজ নিজ কুলায়ে চঞ্চু ব্যাদান করিয়া নিস্তব্ধে নিশাগমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মরীচিকা প্রতারিত কুরঙ্গগণ, বারি

পানের নিমিত্ত বৃথা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তৃষিত চাতক গণের চিৎকার শব্দে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ একে স্থবির তাহাতে অবিশ্রান্তে পথশ্রান্তে শ্রমবারিসিক্ত কলেবরে পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া, রাম! একটু জল দেও এই বাক্যটি বলিয়াই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পথিপার্শ্বস্থিত এক মহা মহীরুহ মূলে নিপতিত হইলেন। শ্রান্তিহর পাদপ, অবিশ্রান্ত নিজ পত্র ব্যজনী দ্বারা বীজন করিতে লাগিল।

রাম, জল দিবার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নূতন স্থানের নূতন ব্যাপার সকল নিরীক্ষণ করিতেছে, এমত সময়ে দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় এক যুবক, রোরুদ্যমান সদ্যো জাত এক শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া স্নেহ পূর্ণ বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে করিতে গমন করিতেছে; দৃষ্ট করিয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় পিপাসিত সর্ব্বজ্ঞের নিকট আসিয়া কহিল; মহাশয় এ দৃষ্টি করুন্ এবং উহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার ব্যাকুলিত হৃদয়কে সান্ত্বনা করুন্। সর্ব্বজ্ঞ, তাহার এই নিষ্ঠুর বাক্যে কাষ্ঠীভূত হইয়া কহিলেন; বাপুহে! অগ্রে একটু জল আনিয়া দেও, আমি পানান্তে সুস্থির হইয়া ইহার বৃত্তান্ত সবিস্তরে পরি কীর্ত্তন করিতেছি। তবে আপনার দ্রব্যাদি রহিল, আমি বিদায় হইলাম। রাম, এই নিদারুণ উত্তর করিলে, ব্রাহ্মণ কি করেন, বিষম সঙ্কট দেখিয়া কহিলেন; রামানন্দ তবে, কহিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করও।

মল্লভূম প্রদেশে বীরভূম নগরীতে বীরেন্দ্র সেন নামে প্রবল পরাক্রান্ত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত অতুলৈশ্বর্য্য শালী এক নরপতি আছেন। যাঁহার পরাক্রমে বারম্বার পরাভূত হইয়া, নিকট বর্ত্তি বৈরি রাজগণ, সাংসারিক রাগকে বিরাগদ্বারা পরাজিত করিয়া এক কালে সৈন্য সংহারি সমর বাসনা পরিত্যাগানন্তর অহিংসা পরম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজের প্রধান অমাত্য পরিণাম দর্শীর পুত্র দূর দর্শীর সহ শৈশব কালাবধি সমবয়স্ক রাজ-কুমারের একত্র ভোজন, শয়ন, উপবেশন এবং অধ্যয়নাদি করাতে উভয়ের অকপট প্রণয় পাশে উভয়েই বদ্ধ হইয়াছিলেন। একদা কৃতবিদ্য উভয় যুবক, তুরঙ্গম আরোহণে মৃগ অন্বেষণে এক গোত্রীয় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। সেই জন শূন্য কমনীয় কান্তার শোভা সন্দর্শনে যুবরাজ, বিমোহিত হইয়া কহিলেন; সখে! বুঝি সৃষ্টি কর্ত্তা নির্জ্জনে বসিয়া এই নিভৃত কাননের নিরুপম শোভা সৃষ্টিকরিয়া থাকিবেন।

আহা! তরুগণ, হরিদ্বর্ণ পত্র রূপ নীল বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপ সহাস্যাননে, বায়ু বিকম্পিত শাখাবাহুভঙ্গি করিয়া শ্রান্ত জন গণকে যেন, আহ্বান করিতেছে। দেখ দেখ, সখে! ঐ দেখ, অটবী চারিণী তটিনী, বক্র ভাবে গমন করিয়া কেমন সরল ভাবে জন্তু গণে বারি বিতরণ করিতেছে। কল্লোলিনীর কলেবর কম্পিত হওনা শঙ্কায় আশুগতি সদাগতি; মৃদুগতি গমন

শোভার ভাণ্ডার বিলোকন করিতেছে। বয়স্য? দেখ দেখি, কেমন পর্ব্বত বিনিঃসৃত উৎস বারিধারা সকল সত্বর গমনে সরিৎকে আলিঙ্গন করায় উহাদিগকে আর স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। শিখরি শেখর বিহারিণী কাদম্বিনী, কেমন ধূম্রাকারে অনল অন্বেষণ কারিদিগকে বারম্বার প্রতারণা করিতেছে। বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত পক্ষিগণ, কেমন সুললিত তানে মনোহর গান করিয়া অবিরত আরণ্য গণকে বিমুগ্ধ করিতেছে। পয়ঃপানাকাঙ্ক্ষী করেণু যূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ করভগণ, কেমন নৃত্য করিতে২ আসিতেছে। সখে! এ দেখ, আমাদিগকে দেখিয়া মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া দ্রুত গমনের পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং শাবকগণ ভীত হইয়া সচকিত ভাবে অনিমেষ নেত্রে কেমন আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। অনপকারী অহিংসক শঙ্কিত শাবকগণকে দেখিয়া মদীয় মনঃ স্নেহ রসে বিগলিত হইতেছে। আহা! কি রূপে উহাদিগের কোমলাঙ্গে বাণ বিদ্ধ করিয়া নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিব। সর্ব্ব স্রষ্টার সৃজিত নিরপরাধী পশু হত্যার প্রয়োজন নাই।

সখে! চল কমনীয় কাননের ও অন্য অন্য স্থানের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করি। আমরা শৈশব কালাবধি একাল পর্য্যন্ত রাজ ভবনে বন্দীর ন্যায় বাস করাতে সর্ব্ব স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল কিছুই দৃষ্টি করিনাই ও কোন্ স্থানের কি রূপ ব্যবহার এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নরপতি

গণ, কি রূপে রাজ্য প্রতিপালন করেন, তাহার কিছুই বিদিত নহি। পিতার বার্দ্ধক্য হইয়াছে, কোন্ দিন স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তৎকার্য্য বহনের গুরুতর ভারার্পণ করিবেন; তাহা হইলে আর কুত্রাপি গমন করিতে পারিব না।

অতএব দেশ ভ্রমণের এই উপযুক্ত অবসর, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করা সুসাধ্য নহে। এ জন্য আমি দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করি, তুমি উত্তর পূর্ব্বাভি মুখে গমন করও তদনন্তর দর্শনীয় সমস্ত দেশ সন্দর্শন করত সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া চতুর্দ্দিকের বৃত্তান্ত পরস্পর বর্ণনা করিলেই যুগপৎ উভয়ে সমস্ত দিক্ ভ্রমণের ফল লাভ করিতে পারিব। এই রূপ কথোপকথনে গমন করিতে করিতে যুবরাজ, পিতৃরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভিন্ন এক রাজ নগরীয় প্রান্তে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ মূলে উপনীত হইয়া কহিলেন। যিনি, অগ্রে প্রত্যাগমন করিবেন, তিনি এই বৃক্ষ কাণ্ডে স্বনাম অঙ্কিত করিয়া নিকটস্থ নগরীতে অধিবাস করিবেন। তদনন্তর উভয়ে সম্মিলিত হইয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিব। এই রূপ সুনিয়ম সংস্থাপন সহকারে উভয়ে অভীপ্সিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ, সৃষ্টি কর্ত্তার নানাবিধ সৃষ্টি ও ভিন্ন ভিন্ন নরপতিগণের সুশোভিত নগর, বিবিধ জনপদ, উপবন, গহনকানন, নদ, নদী, সরোবর, ধরাধর, গিরি, কন্দর, উপত্যকা, জলশূন্য বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-তৃণাদি বিরহিত

বালুকাময় মরু ভূমি প্রভৃতি সমুদয় স্থান সন্দর্শন করত সানন্দে বেলা ভূমি অতিক্রম করিলেন। তদনন্তর উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর সন্দর্শনের নিমিত্ত রম্ভারোহি রচিত এক ভেলা আরোহণ করিয়া অবিশ্রান্ত স্বীয় কর ক্ষেপণির সাহায্যে পশ্চিম সাগর গর্ত্তস্থ অস্তাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। আয়াসের কি, আশ্চর্য্য মহিমা! অসাধ্যও সুসাধিত হইয়া থাকে। অধ্যবসায়ী রাজকুমার, পল্লল পারের ন্যায় অসীমার্ণব অবতরণ করিয়া বিশ্রামাশয়ে সেই লঙ্কাচলের এক কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রস্তর বিনির্ম্মিত সোপান সংযুক্ত এক সুরম্য সুরুঙ্গা সন্দর্শন করত সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, এটি নাগরাজের পাতালপুর প্রবেশের দ্বার হইবে, যাহাহউক এতন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাসুকির আবাস অবলোকন করা কর্ত্তব্য। এই রূপ স্থির করিয়া সতর্কভাবে কম্পিত কলেবরে সুড়ঙ্গ বর্ত্মে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন।

যথাক্রমে শত সোপান অবতরণ করিয়া অন্ধকারময় এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ পাদ নিঃক্ষেপ করিতে করিতে এক স্বর্ণময় প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হিরণ্ময় বৃক্ষ সকল মণিময় ফলভরে, নত শিরে যেন, আগন্তুকে নমস্কার করিতেছে। মধ্য প্রদেশে দুইটি সরোবর-একটির পয়ঃপঙ্কিল দ্বিতীয়টির স্ফাটিক হইতেও স্বচ্ছ।

উভয় সরোবরের মধ্য ভূমিতে এক কীলকে সুবর্ণশৃঙ্খলা-বদ্ধা এক বানরী, কর দেশে কপোল সংস্থাপন করিয়া হৃত. সর্ব্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় নিস্তব্ধে যেন· কিছু চিন্তা করিতেছে। রাজকুমার, পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া ছিলেন, দ্রুত বেগে জলাশয়ে গমন করিয়া সুনির্ম্মল বারি পানে পরিতৃপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, যুবরাজ, কৌতুক করণ মানসে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া শাখামৃগীর মস্তকোপরি প্রক্ষেপ করিবা মাত্র উহার বানরী বপু বিলুপ্ত হইয়া এক দিব্যাঙ্গনা স্থির সৌদামিনী সদৃশা পরমা কামিনীর প্রতিমা হইল। তদ্দর্শনে যুবরাজ, সশঙ্কিত হইয়া কর পুটে নিবেদন· করিলেন দেবি! আপনি কে? পরিচয় প্রদান করিয়া আমার অস্থির চিত্তকে সুস্থির করুন্। তখন তড়িদ্বর্ণা ঈষদ্ধাস্যে অভয় প্রদান করত কহিলেন। অয়ি ভীরো! ভয় কি? আমি স্বর্গ বিদ্যাধরী, দেবরাজ বাসবের নর্ত্তকী, ঐ যে যেং সুবর্ণ বিনির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম্যদৃষ্ট হইতেছে, উহা দেবরাজ পুরন্দরের নাট্যশালা। নিত্য নিশাকালে সচীসহ সচীনাথ, দেবগণে· পরিবৃত হইয়া ঐ গৃহে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরাগণের গীত বাদ্য ও নৃত্য শ্রবণাবলোকন করেন্।

কথিত তৌর্য্যত্রিক কারিগণের মধ্যে যদি, কাহার তাল, মান ভঙ্গ কিম্বা রাগের রূপান্তর হয়, তবে দেব-রাজের ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। তৎক্ষণাৎ তাহার গাত্রে ঐ সরোবরের মায়াময় পঙ্কিল বারি প্রদান করেন্। জল প্রভাবে কীশ কায় হইলে· তাহাকে শৃঙ্খল

দ্বারা কীলকে বদ্ধ করিয়া রাখেন। এবং কৃত ক্রোধের উপশমে এই মন্ত্র পূত স্বচ্ছ সলিল তদীয় গাত্রে প্রক্ষেপ করেন্। মায়া যুক্ত বারি বলে বিরূপী স্বরূপত্ব লাভ করিলে দেবরাজ, পূর্ব্ববত্ তাহাকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্। হে নির্ব্বোধনর! তুমি কি, কাল প্রেরিত হইয়া অথবা আপনি জীবন ভার বহনে অসমর্থ প্রযুক্ত উহা পরিত্যাগ করিবার মানসে এস্থানে আসিয়াছ? যদি, জীবন রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র স্পর্শ না করিয়া উপায়ান্তরে ঐ পঙ্কিলবারি আনয়ন করত আমার গাত্রে প্রক্ষেপ কর ও; সলিল প্রভাবে কপি কায় হইলে আমাকে পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিও।

যুবরাজ, এতদ্বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিবেন কি, দেব তৌর্য্যত্রিক শ্রবণাবলোকনের বলবতী আশার উপদেশ ক্রমে নর্ত্তকীর চরণে পতিত হইয়া বিনয় বচনে কহিলেন; জননি! নিজ সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া সুর সদনে এক নিশা যাপনে যদি আজ্ঞা করেন্, তাহা হইলে সুদুর্ল্লভ সুর সঙ্গীত শ্রবণ করত জীবন ধারণের সার্থকতা সম্পাদন করি। নৃপ নন্দনের বিনয়গর্ভ বচনাকর্ণনে বিদ্যাধরী, পরিতুষ্টা হইয়া কহিলেন; তবে তুমি ত্বরায় আমাকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত করিয়া, নৃত্যাগারের মধ্যবর্ত্তি ত্রিদিবনাথের শূন্যগর্ভ সিংহাসনাভ্যন্তরে প্রবেশ করত সংগোপনে অবস্থান করিও; অবিলম্বে তোমার অভিলাষ সফল হইবে। প্রভাত সময়ে

সভাভঙ্গ হইলে দেবগণ, স্ব স্ব স্থানে পুনর্গমন করিবেন; তৎকালে তুমিও আপন অভিপ্রেত প্রদেশে প্রস্থান করিও।

যুবরাজ, যুবতীর আদেশানুসারে সমীপবর্ত্তি শাখীর ভগ্নীকৃত সদল এক ক্ষুদ্র প্রশাখাগ্র সংলগ্নিত পঙ্কিল বারি বিন্দু বিদ্যাধরীর গাত্রে নিঃক্ষেপ করিলেন। জলস্পর্শ মাত্র নর্ত্তকীর বিলুপ্ত কীশকায় পুনঃ প্রকটিত হইল; তখন তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া যুবরাজ, বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত শিল্প সংযুক্ত সুরম্য সৌধাভিমুখে গমন করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলেন; কোন স্থানে স্নানীয় কোন স্থানে পানীয় এবং কোন স্থানে দেব প্রত্যবসিত দ্রব্য সকল প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে। রাজকুমার, আলয় হইতে বহির্গত হওনাবধি রিত্যানুসারে স্নান, পান, ভোজনাদি দৈহিক কার্য্য কিছুই সমাধা হয় নাই; দেবালয়স্থ অনিবারিত দ্রব্য সকল যদৃচ্ছা উপভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া বিবিধ শিল্প সংযুক্ত পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন।

সমস্ত দিন পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া মলিন বদনে দীন ভাবে দিননাথ, অস্তাচল শেখরে উপবেশন করিলেন। প্রভাকরের হীন প্রভাদৃষ্টে চির বৈরিণী তমস্বিনী, স্বীয় বলে দিগ্বলয় অধিকার করিল। যামিনী পতি, যামিনী সহ যামিনী যাপনে গগণ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দেবগণের আগমনের অধিক বিলম্ব নাই জানিয়া

যুবরাজ, সিংহাসনাভ্যন্তরে প্রবেশিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেবানুচর গণ আসিয়া কেহ গৃহ মার্জ্জন, কেহ আসন বিন্যাসন, কেহ প্রভাকর মণি সকল তমোময় গৃহে সংস্থাপন, কেহ ভিত্তি স্থিত চিত্রপট পরিস্কৃত, কেহ মণিময় প্রতিমূর্ত্তি সকল পাংশুবিরহিত করিতে লাগিল। এইরূপে নিযোজ্যগণ, নিয়মিত কার্য্য সকল নিষ্পন্ন করিলে; সচীসহ সচীনাথ, সুরগণে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপাস্থ স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করত সভার আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিলেন।

আজ্ঞানুবর্ত্তি গায়ক, বাদক এবং নৃত্যকীগণ, স্বীয় স্বীয় অসামান্য গুণ গ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়া ত্রিদিব বাসিগণের মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। নৃপনন্দন, অশ্রুত পূর্ব্ব অদৃষ্ট পূর্ব্ব গীত ও নৃত্য শ্রবণাবলোকন করিয়া; স্পন্দ বিরহিত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নিমেষ শূন্য নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুঃখের কাল এক মুহূর্ত্ত যুগসহস্রের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু সুখের নিশা সত্বরেই অবসান হইয়া থাকে। দেখিতে দেখিতে নিশা সহ নিশানাথ, সমস্ত নিশা জাগরণে ঈষদসিত বদনে সঙ্কুচিত নয়নে শয়ন করিবার মানসেই যেন, অস্তাচলের নির্জ্জন প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পতি সোহাগিনী কুমুদিনী, অনাথিনী হইয়া, প্রভাতীয় সমীরণ স্পর্শে যেন, শঙ্কিত মনে কম্পিত কলেবরে দল রূপ অবগুণ্ঠনে বদনাচ্ছাদিত করিয়া তুহিন পতন ছলে রোদন করিতে লাগিল। অরুণ,

উদিত হইয়া অর্কের আগমন বার্ত্তা প্রচার করিলে, বায়ু বিকম্পিতা দর বিদলিতা কমলিনী যেন, ঈষদ্ধাস্য বদনে অসম্মতি প্রকাশের নিমিত্ত সাঙ্কেতিক বাক্য রূপ আন্দোলিত শিরে, কুমুদাসব পানোন্মত্ত রিরংসু মধু করকে বারম্বার নৈরাশ করিতে লাগিল। সুরসঙ্গীতের অনুকরণ করণ মানসেই যেন, পিকগণ, প্রফুল্লিত মনে প্রভাতীয় তানে সুললিত গানারম্ভ করিল। খঞ্জন গঞ্জ-নাক্ষী নর্ত্তকী দিগের নিকট নৃত্যোপরাভব হইয়াই যেন, কলাপিগণ, কাননে প্রবেশ করত কেকারবে মনস্তাপ প্রকাশ করিতে লাগিল। এবম্বিধ সময়ে সুরপতির ইঙ্গিতে সঙ্গীত সভাভঙ্গ হইল। দেবগণ, স্বীয় স্বীয় অভি-প্রেত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অবসর কাল প্রাপ্তে রাজকুমার, সিংহাসনাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলেন। গমনানুমতি গ্রহণ করিবার মানসে সরসী কূলে কীশ রূপা বিদ্যাধরীর নিকট গমন করিলেন। রূপান্তরিতা নর্ত্তকীর স্বরূপত্ব লাভের নিমিত্ত স্বচ্ছ সরোবর হইতে সুনির্ম্মল সলিল গ্রহণ করত তদীয় দেহে নিঃক্ষেপ করিলেন। জলস্পর্শমাত্র মহাবল পরাক্রান্ত এক গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তি হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিল: কি আশ্চর্য্য! দেবোদ্যানে তৃণতুল্য নরের উদ্ভব দেখিতেছি! রে দুরাত্মন্! তুই; কি সাহসে সুরসদনে প্রবেশ করিয়াছিস্? রাজকুমার, বিদ্যাধরীর বৈষম্যে সক্রোধ গর্ব্বিত এক অপরিচিত ভীষণাকার গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শনে বাতাহত কদলি কাণ্ডের ন্যায় কম্পিত কলেবরে ধরাতলে নিপতিত হইয়া

বিগলিত অশ্রুজলে গন্ধর্ব্বের চরণ ধৌত করিতে লাগি-লেন। সহসা গিরি গর্ভে উৎসোদ্ভবের ন্যায় রোরুদ্যমান প্রণত রাজকুমারকে নিতান্ত শঙ্কিত ও পাদাবনত দেখিয়া ক্রোধান্ধ গন্ধর্ব্ব হৃদয়ে অকস্মাৎ করুণা প্রবাহ প্রবাহিত হইল। তখন সুপ্রসন্ন বদনে অভয় বচনে কহিলেন; বৎস! গাত্রোত্থান করিয়া নিজ পরিচয় সহ আগমনের কারণ বিদিত করিলে, যথা সাধ্য উপকার করণে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না।

যুবরাজ, আশাতীত গন্ধর্ব্বের অনুগ্রহে আনন্দিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে নিবেদন করিলেন। তখন রাজকুমারের অপরি মেয় পরিশ্রমের ও অসম সাহসের বিস্তর প্রশংসা করিয়া গন্ধর্ব্ববর, কহিলেন; যুবরাজ! কল্য দিবাভাগে তুমি যে, বিদ্যাধরীকে দেখিয়া-ছিলে, রজনী যোগে দেব রাজ, তাহার প্রতি অক্রোধ হইয়া মায়াকৃত তদীয় পশুবপু বিমোচন করিয়া দিয়াছেন। এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া মায়া প্রভাবে কীশকায় করত তদনুরূপ শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তোমার সৌকুমার্য্য বদন সুধাংশু সন্দর্শনে এবং অমৃতাভিষিক্ত বচনাকর্ণনে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রহণ করও, বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন করত এক অঙ্গুরীয়ক প্রদানানন্তর কহিলেন। আমার কঠোর তপস্যায় পরি-তুষ্ট হইয়া দেবাদি দেব দয়াময় আশুতোষ, সর্ব্বকাম প্রদ এই অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া ছিলেন; যাহা তুমি অনায়াসে

লভ্য করিলে। এক্ষণে আমাকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত করিয়া অনতি বিলম্বে এই ভয়াবহ সুরোদ্যান হইতে যদৃচ্ছা গমন করও।

রাজকুমার, পূর্ব্ববৎ পঙ্কিল বারিপ্রভাবে গন্ধর্ব্বকে কীশ রূপী করত পূর্ব্বানুরূপ শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর আশাতীত ফল লাভে হর্ষোৎফুল্ল মনে লব্ধাঙ্গুরী সাদরে গ্রহণ করত তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সেই সোপান সংযুক্ত সুড়ঙ্গ বর্ত্ম হইয়া বহির্গত হইলেন। শ্রুত পূর্ব্ব সর্ব্বকাম প্রদ সেই অঙ্গুরীয়ক পরীক্ষার জন্য সম্বোধন করত কহিলেন; অঙ্গুরি! বল দেখি এক্ষণে তুমি কাহারবশ্য? অঙ্গুরীয়ক, এতদ্বাক্য শ্রবণমাত্র কহিল; স্বামিন্! আমি সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মানসোদ্ভব হওয়াতে প্রথমতঃ তাঁহারই অধীন ছিলাম। এক দিবস প্রজাপতি, পশুপতির ষোড়শোপ-চারে পূজা করেন, আভরণ দান কালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে ভুতনাথের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলাম। তদনন্তর গন্ধর্ব্বের তপস্যায় আশুতোষ পরিতোষ হইয়া তদীয় হস্তে আমাকে অর্পণ করিলে, আমি তদবধি গন্ধর্ব্বাধীন হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ-কুমারের হস্তগত হইয়াছি; যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন; তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।

অঙ্গুরীয়কের বিনয় গর্ভ বচন শ্রবণে রাজকুমার, সবিস্ময়ে সন্তোষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন; তবে শীঘ্র আমাকে এক বিমান চারী ঘোটক প্রদান করও।

আজ্ঞানুবর্ত্তি অঙ্গুরীয়ক, অনতি বিলম্বে সুলক্ষণ সম্পন্ন আকাশগামী এক অশ্ব অর্পণ করিল। যুবরাজ, তদারোহণে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভুত পূর্ব্ব সেই সাঙ্কেতিক স্থানে উপনীত হইলেন। স্বীয় সখার আগমনের কোনও চিহ্ন বৃক্ষ কাণ্ডে লক্ষিত না হওয়ায় সাঙ্কেতিক স্থান, নিজ চিহ্নে চিহ্নিত করিলেন। বিশ্রামাশয়ে নগর প্রান্তে এক সুরম্য সরসী কূলে মুকুলিত বকুল মূলে উপবেশন করিয়া, কমলাকরের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। আহা! সরসীজা ভাবে সেই সরোবরের অণুমাত্রও শোভার অভাব হয় নাই। যে হেতু আকণ্ঠ জলমগ্না মহিলা গণের বিকসিত বদন সরোজে, নয়ন রূপ ভৃঙ্গদ্বয় কি রূপে অবিবাদে আসবপান করিতেছে, দেখিয়া যুবরাজের মনে বারম্বার ভ্রান্তির উদয় হইতে লাগিল। অপিচ কেহ কেহ মুক্ত কেশে অবগাহন করায়, ভাসমান কুন্তল রাশি দৃষ্টে সরোবর-সলিল, শৈবালে পরিপূর্ণ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সরসীর সরসীকর সম্পৃক্ত সমীরণ সেবনে বিগত ক্লম হইয়া, অপরিচিত স্থানে কি রূপে কোথায় অবস্থান করিবেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে সূক্ষ্ম শুক্লাম্বরা, মধ্যক্ষীণা, পীনোন্নত পয়োধরা, কুন্দ কুসুম দশনা, বিম্বোষ্ঠাধরা, ইন্দীবর নয়না, পঞ্চবিংশতিতম বর্ষীয়া; বিধবা, বিনালঙ্কারে লাবণ্য ভূষণে সুশোভিতা, পুষ্প পাণি এক মালাকার রমণী, গজেন্দ্র গমনে সরসী পুলিনে উপনীতা হইল।

নিত্য কুসুম ক্রেতাদিগকে পুষ্প প্রদান করত হৃদয় বাসী মনসিজের ন্যায় বকুল মূল বিহারী অপরিচিত আগন্তুকের অলৌকিক সৌকুমার্য্য ও নিরুপম রূপ সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, কটাক্ষ পাতে তাঁহার মনোহরণ করিবে কি, নিজমনঃ অপহৃত হইল। রাজকুমারের বদন সুধাংশু-ক্ষরিত সুধাভিষিক্ত বচন শ্রবণাভিলাষে মালিনী, কুসুম বিক্রয় ছলে শনৈঃ শনৈঃ যুবরাজের নিকট উপনীত হইয়া কলকণ্ঠে কোকিল বিনিন্দি কণ্ঠে কহিল; আপনি কোন্ দেশকে বিরহানলে সন্তাপিত করিয়া আগমন করিয়াছেন। যদি, বাসস্থানের নির্ণয় না হইয়া থাকে, তবে অধীনার নির্জ্জন বাসে বাস করিলে বাসনা সফলা হয়।

মালাকার পত্নীর ভাব ভঙ্গি দৃষ্টে ও বাক্ কৌশল শ্রবণে যুবরাজ (স্বগত) রকমটা বড় ভাল অনুভব হইতেছেনা, সাবধান হইতে হইবে এবং অনার্য্যা কামিনীর নিকট মাদৃশ রাজকুমারের যথার্থ পরিচয় প্রদান করা যুক্তি যুক্ত নহে। প্রকাশ্যে এই অসহায় অপরিচিত স্থানে আপনি যে রূপ সস্নেহে আবাসের আশ্বাস প্রদান করিলেন; তাহাতে দূরবর্ত্তিনী স্নেহময়ী জননীর চির স্নেহ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে মাতৃসমা মাতৃষ্বসা জ্ঞান হইতেছে। আপনি ও আমাকে ভগ্নীপুত্র বলিয়া জ্ঞান করিবেন। আমার নাম "পরিব্রাজক," এতদ্ভিন্ন অন্য পরিচয়ের প্রয়োজনাভাব। আপনার আলয় কোন্ বর্ত্মে যাইতে হইবে, বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

যুবরাজের বচন চাতুর্য্যে মালিনী, মনোগত অভিলাষে বঞ্চিতা হইয়াও দর্শন সুখানুভব রূপ অর্দ্ধ ফললাভ করিতে পারিব, ইত্যভিজ্ঞানে স্বীয় সংকল্পিত বাসনায় এক কালে নৈরাশ্য না হইয়া নবীন নাগর সহ নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। অগ্রগামিনী পথ প্রদর্শিকা মালিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজকুমার গমন করিতে লাগিলেন।

অনতি দূরে নানা বর্ণ রঞ্জিতঃ-সুরভি কুসুম কুসুমিতঃ-ভৃঙ্গ ঝঙ্কার পরিপূরিত এক বৃক্ষ বাটিকাভ্যন্তরীণ তৃণাচ্ছা-দিত অস্ট পটলে প্রবেশিয়া মালিনী, কহিল; বাপু পরি-ব্রাজক! তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া পথশ্রান্তি দূর করও। দেব পূজার সময় অতীত প্রায় হইল, আমি রাজ সদনে কুসুম ও মাল্য দিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিতেছি।

পরিব্রাজক সহ কথোপকথনে দেব পূজার সময়াতীত হওয়ায় মালিনী, দ্রুতপদে রাজ বাটীর দেব মন্দিরে এবং অন্তঃপুর বর্ত্তিনী রাজ্ঞীর নিয়মিত কুসুম ও দাম দিয়া, নৃপ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজ বালা, মালিনীকে দেখিবা মাত্র ক্রোধ কষায়িত লোচনে কহি-লেন। কুসুম মাল্য কি অদনীয় দ্রব্য যে, ভোজন কালে আনিয়াছিস্? রে-পর-পুরুষাসক্ত নির্লজ্জগণিকে! তুই জানিস্ না? অদ্য ইহার প্রতিফল প্রদান না করিয়া কখনই জল গ্রহণ করিব না। পরিব্রাজক কারারুদ্ধ হইলে সকল আশা বিফল হইবে একারণ তাঁহার আগমনের কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুকা হইয়া ও তৎকালে রাজ

কুমারীর ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত মালিনী, শঙ্কিত মনেও কম্পিত কলেবরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিল; ভর্ত্তৃদারিকে! পরাধিনারা কি কখন আর্য্য কার্য্যে উপেক্ষা করিতে পারে? আমি আপনকার কার্য্যেই নিযুক্তা ছিলাম। অদ্য বিদেশী এক যুবক নগরীতে আসিয়াছেন, তাঁহার আকার ইঙ্গিতে রাজ তনয়ই অনুভব হয়; যদি, আপনার পণে প্রবৃত্ত করিতে পারি একারণ তাঁহাকে সযত্নে আপন আবাসে রাখিয়া আসিতেই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। দাসী, রাজকুমারীর চিরাধীনা যাহা ইচ্ছা হয় করুন্।

মালিনীর প্ররোচন বচনে সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ অবিচলিত চিত্ত ঋষি দিগেরও মনে ভ্রান্তি জন্মে। রাজ বালা ভুলিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি: বৈদেশিক যুবককে পণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত মালিনীর আগমনে বিলম্ব হইয়াছে, শ্রবণ মাত্র ক্রোধের উপশম হইল। রাজবালা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন; তবে তুমি স্বালয়ে শীঘ্র গমন করও এবং আগন্তুক যাহাতে পণ প্রদানে প্রবৃত্ত হয় তাহা করিও। মালিনী (স্বগত) রামবল, এখনত বাঁচ্লেম্ পরে "যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতং,, তাহাই হইবে। প্রকাশ্যে শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধির উপায় চেষ্টা করিতেছি, বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সত্বর গমনে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করত মালিনী, চিরপরিচিতার ন্যায় পরিব্রাজকের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল। অদনীয় দ্রব্য আনয়ন জন্য পরিব্রাজক

প্রদত্ত সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তে হৃষ্টান্তঃকরণে সংগোপনে উহা নিজ মঞ্জুসামধ্যে রাখিয়া, কএকটি তাম্র মুদ্রা বসনাঞ্চলে বন্ধন করিয়া লইল। দ্রুতপদে বিপণি মধ্যে প্রবেশিয়া পণ্য জীবীর নিকট হইতে সুলভ মূল্যে যথা কথঞ্চিৎ ভক্ষণীয় দ্রব্যক্রয় করত পরিব্রাজকের নিকট আনিয়া দিল। যুবরাজ, ভোজনান্তে চতুষ্পাদসংযুক্ত কাষ্ঠ ফলক বিনির্ম্মিত শয্যাধারে পরিস্কৃত শয্যায় শয়ন করিলেন; মালিনী, তাল বৃন্তদ্বারা বীজন করিতে লাগিল এবং উহার নয়ন রূপ চকোরদ্বয়, সুধাকর সদৃশ সুকুমার কুমারের কমনীয় কান্তিরূপ পীযুষ, যেন অনন্য মনে পান করিতে লাগিল।

যুবরাজ, অপরাহ্ণে সুপ্তোত্থিত হইয়া মালিনীর সহ নানা বিধ কথার প্রসঙ্গে "চপলা" নামে তন্নগরীয় নৃপ নন্দিনীর অসামান্য রূপ ও তিনি সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে দিন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ যিনি তাহা প্রদান করিতে পারিবেন, তাহাকেই বিবাহ করিবেন। যিনি পণ-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া অসমর্থ হইবেন, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ থাকিয়া তদীয় নিত্য স্নানীয় বারি প্রদান করিতে হইবে। এই রূপ অসঙ্গত পণের ঘোষণা শ্রবণেও, অলৌকিক রূপ সম্পন্না রাজ বালাকে গ্রহণ করিবার মানসে উন্মত্ত প্রায় হইয়া, শত শত রাজপুত্রও সমৃদ্ধি সম্পন্ন সার্থবাহ সুতগণ, ঐ অনিশ্চিত পণ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রতারিকার

রত্ন জিষ্ণু মোহান্ধ মন্মথিগণ, এককালে হত সর্ব্বস্ব হইয়া, পরিশেষে কারাবদ্ধ হইয়াছেন। রাজকুমারীর অলৌকিক রূপ ও অসঙ্গত পণের কথা শ্রবণ করত ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন; কি আশ্চর্য্য! লঘু চেতসা যুবতী যাচিত সপ্তাহের পণপ্রদানে পার্থ ও সার্থ সুত সকলেই পরাস্ত হইয়াছে; কিন্তু তুমি যাইয়া রাজবালাকে বলও তিনি শত বৎসর নিত্য নূতন যাহা চাহিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিব।

পরিব্রাজক কারারুদ্ধ হইলে সকল আশা বিফল হইবে, মনে করিয়া মালিনী-কহিল; বাপু পরিব্রাজক! কোন্ সুবুদ্ধিমান আপন পদে পরশু আঘাত করে। অথবা কেহ কি, ইচ্ছাপূর্ব্বক হলাহল পান করিয়া থাকে? যে, তুমি আপন বিপদকে আপনি আহ্বান করিতেছ? রাজকুমার কিঞ্চিৎ ক্রোধিত হইয়া কহিলেন; তুমি জাননা? বিফলাকাংক্ষী সেই সমস্ত ভূত পুর্ব্ব অযোগ্য বন্দীগণের ন্যায় আমি কোনও বিষয়ে অসমর্থ নহি! নৃপজাকে জানাইতে যদি, তোমার সাধ্য না হয়, সমাগত শর্ব্বরী অবসানে স্বয়ং সর্ব্বাধিকারি সদনে গমন করিয়া পণ-প্রদানের অঙ্গীকার করিব। মালিনী যখন দেখিল, পরিব্রাজক, স্বীয় সঙ্কল্পিত দূরারোহ অঙ্গীকার রূপ অবনী রুহারোহণে কোন মতেই নিবর্ত্ত হইলেন না, তখন বিষণ্ণ বদনে কহিল; হে মুমূর্ষো! ভুজঙ্গ বিবরে অঙ্গুলি প্রদানে যদি, একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, নিশ্চয় কহিতেছি নিশাবসানে ভূপতি ভবনে গমন

করিয়া আপনার কৃত অঙ্গীকার রাজবালার শ্রবণ গোচর করিব। অদ্য নিশ্চিন্ত হইয়া আপনি নিদ্রাসুখানুভব করুন্।

রাজকুমারীর অপরূপ রূপের কথা শ্রবণাবধি রাজ-কুমারের চিত্ত এরূপ চঞ্চল হইয়াছিল; যে, এক নিশা যুগ সহস্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নিদ্রাভাবে সমস্ত যামিনী জাগরণ করিয়া, প্রভাত না হইতেই মালিনীকে রাজ বাটীতে পাঠাইলেন। রাজ কন্যা, মালাকার পত্নীর মুখে আগন্তুকের অঙ্গীকার শ্রবণে প্রফুল্লিত মনে কহিলেন; মালিনি! তবে অঙ্গীকৃত আগন্তুকে কহিবে, অদ্য দশ সহস্র রৌপ্য পাত্র সহ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে। শ্রুতমাত্র মালিনী, বিষণ্ণ বদনে স্বসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজবালার অসঙ্গত আদেশ প্রেরক সমীপে প্রকাশ করিল। রাজ-কুমার শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন; মাসি! ইহার নিমিত্ত তোমার চিন্তা করিতে হইবেনা, বলিয়া অবিলম্বে আজ্ঞানুবর্ত্তি অঙ্গুরীয়কের নিকট প্রার্থনা করিবা মাত্র দৈবাভরণ, তৎক্ষণাৎ দশ সহস্র রৌপ্য পাত্র সহ কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। অঙ্গুরীয়কের আশ্চর্য্য শক্তি দৃষ্টে মালিনীর মন বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইল। তখন পরিব্রাজক কহিলেন; মাসি! বাহক আনিয়া রাজকুমারীর আদেশ প্রতিপালন করিয়া আইস।

মালিনী, প্রফুল্ল চিত্তে বাহকদ্বারা মুদ্রাপূর্ণ পাত্র লইয়া সত্বর রাজবালাকে প্রদান করিল। দ্বিতীয় দিবস সহস্র ভার কপোতডিম্বাকার গজ মুক্তা, তৃতীয় দিবস সহস্র ভার কৃষ্ণবর্ণ হীরক, চতুর্থ দিবস সহস্র ভার পীত বর্ণ-হীরক, পঞ্চম দিবস সহস্র ভার রক্তবর্ণ হীরক এবং ষষ্ঠ দিবস সহস্র ভার শুভ্র বর্ণ হীরক রাজকুমারীর আদেশানুসারে যুবরাজ, স্বাপ্য ধনের ন্যায় বিনাপত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন। রাজবালা, এই রূপে ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত আদেশিত অমূল্য রত্ন রাজি প্রাপ্তে পরিব্রাজকের অমানুষিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া, এত দিনের পর বুঝি পরাধীনা হইতে হইল! চিন্তা করত তদ্বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত যোজিকাকে কহিলেন; যদি, মিথ্যা বাক্য দ্বারা প্রবঞ্চনা করও তাহা হইলে যথোচিত দণ্ড বিধান করিব। সত্য করিয়া বল দেখি, পরিব্রাজক এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য রত্ন রাজি কোথা হইতে কি রূপে সংগ্রহ করিয়া স্বকরস্থ দ্রব্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রদান করেন। মালিনী, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল; ভর্তৃ দারিকে! আপনার নিকটে মিথ্যা কহে এমত সাধ্য কাহার। পরিব্রাজকের এক অঙ্গুরীয়ক ভিন্ন অন্য সম্বল কিছুই দৃষ্ট হয় না।

এতদ্বাক্য শ্রবণে না জানি সে অঙ্গুরী কেমন, দেখিবার নিমিত্ত ব্যাগ্রতাতিশয় সহকারে রাজবালা কহিলেন; সেই অঙ্গুরীটি যদি, একবার আমাকে দেখাইতে পারও

করিব। মালিনী, পারিতোষিকের প্রলোভে দ্রুতপদে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করত দেখিল, শয্যাবশায়ী কুমার, মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে স্বপ্ন সুখানুভব করিতেছেন। জাগরিত হইলে কি জানি অঙ্গুরী দর্শান বিষয়ে যদি, তাঁহার অনভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আশাতীত পুরস্কার লাভে নিরাশ হইতে হইবে; বিবেচনায় শনৈঃ শনৈঃ নিদ্রিত পরিব্রাজকের অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক লইয়া অবিলম্বে রাজকুমারীর প্রসারিত করে প্রদান করিল। রাজবালা, অঙ্গুরীয়ক অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন; মালিনি! এরূপ মনোহর অঙ্গুলি ভূষণ কখন দেখি নাই! মহারাণীকে একবার দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি; বলিয়া রাজ্ঞীর পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুমারীর কমনীয় করে অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই অপূর্ব্ব সর্ব্বকামপ্রদ সুদর্শন অঙ্গুরীয়ক সন্দর্শনে রাজ্ঞী, চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন; এই অনুপম অঙ্গুরী কাহার? এই প্রশ্ন শ্রবণ মাত্র অঙ্গুরী, আপনার পুর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়া কহিল; এক্ষণে রাজবালার হস্তগত হইয়াছি, যাহা আজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিব। অঙ্গুরীয়কের অচিন্তনীয় বাক্‌শক্তি ও অঙ্গীকরণ শ্রবণ করত সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরিব্রাজক, ঐ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সকল যে তদ্দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তত্তানুসন্ধানী নৃপনন্দিনীর অনায়াসেই উপলব্ধি হইল। আর চিন্তা নাই মনে করিয়া চপলা, চঞ্চল পদে স্বপ্রকোষ্ঠে

এক অঙ্গুরী গ্রহণানন্তর সেই কৃত্রিম অঙ্গুরীয়ক সহ স্বীকৃত পুরস্কার মালিনীকে প্রদান করিলেন। পারিতোষিক প্রাপ্তে মালিনী, আনন্দিত মনে আবাসে পুনরাগমন করত নিদ্রিত পরিব্রাজকের করশাখায় যথাস্থানে গৃহীত অঙ্গুরী পুনঃ সন্নিবেশিত করিয়া রাখিল। পরিব্রাজক, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যুবরাজ, সপ্তম দিবস অরুণোদয়ে সুপ্তোত্থিত হইয়া মনে মনে কতই ভাবী সুখানুভব করিতে লাগিলেন। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হস্তগত হইলে অভীপ্সিতের অন্তঃকরণ যে রূপ প্রফুল্লিত হয়, সেই রূপ হর্ষ বিকসিত মনে মালিনীকে কহিলেন; মাসি! অদ্য পণ পূরণের শেষ দিন, রাজবালা, এক্ষণে অসঙ্গত কি প্রার্থনা করিবেন, বলিতে পারি না। কিন্তু যাহা চাহিবেন তাহাই দিব সে জন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি শীঘ্র ভোজনের আয়োজন করও, আহারান্তে প্রস্তুত হইয়া থাকি। রাজ কিঙ্করগণ, আগত প্রায়; অদ্যকার পণ প্রদত্ত হইলেই মহারাজের সহ সাক্ষাৎ করিয়া বিনা পত্তিতে প্রজাপপুত্রীর পাণিপীড়ন করিব। এই রূপও রাজ বালার সহ প্রথম সাক্ষাতে যে রূপ কথোপকথন করিবেন, অনন্য মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে নরেন্দ্র সুতার সন্দেশবহ, আসিয়া করিল; পরিব্রাজক! আশাতীত আপনার প্রদত্ত ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত যথা যাচিত পণপ্রাপ্তে রাজকুমারী, কথনাতীত

শক্তি সম্পন্ন আপনার সুবর্ণ বিনির্ম্মিত এক প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিলেই অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারিবেন। সপ্তম দিবসের পণ, না জানি, রাজবালা দেব দুর্ল্লভ কি দ্রব্য চাহিবেন; ভাবিয়াছিলেন। দূত মুখে সামান্য এক প্রতিমূর্ত্তি চাহিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সগর্ব্বে রাজকুমার কহিলেন। এই যৎসামান্য প্রার্থনা, রাজবালার উপযুক্ত হয় নাই। এই লইয়া যাও বলিয়া যুবরাজ, অঙ্গুরীয়কের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রতিমূর্ত্তি লাভের নিমিত্ত যত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; অঙ্গুরী, প্রার্থিত প্রতিমা প্রদান করা দূরে থাক্ একটি উত্তর প্রদানও করিল না। যে রূপ জীবন শূন্য দেহের নিকটপ্রার্থনা বিফল হয়, তদ্রূপ সর্ব্বকাম প্রদ অঙ্গুরীয়কের বৈমেয়ে সামান্য অঙ্গুরীয়কের নিকট যুবরাজের প্রার্থনা নিস্ফল হইল। রাজদূতগণ, যখন দেখিল পরিব্রাজক, পণ প্রদানে অসমর্থ হইলেন। তৎক্ষণাৎ পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া নৃপনন্দিনীর পুর মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। যুবরাজ বিনাপত্তিতে স্বীয় অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর প্রতারণায় প্রতারিতা হওয়ায়, পরিব্রাজকের বিপদের মূলীভূতা যে, আপনি তখন জানিতে পারিয়া মালিনী, আপনাকে যথোচিত ধিক্কারও বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিল।

দূরদর্শী, স্বীয় সখা যুবরাজের নিকট বিদায় হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বাভিমুখে পর্য্যটন করিতে করিতে নানা

হইলেন। সপ্তাশ্ব সংযোজিত বল্গা হস্ত অরুণ পরিচালিত এক চক্র বিমানারোহী উদয়োন্মুখ সহস্র রশ্মির সমীপবর্ত্তি আতপ তাপে তাপিত হইয়া সচিব সুত, স্নিগ্ধ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে সমীপবর্ত্তি সুরভি কুসুমিত এক নিভৃত লতাকুঞ্জ অবলোকন করিয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র, উদর সংলগ্ন শ্বেতশ্মশ্রু, ধরণী চুম্বি লম্বিত জটাভার, ত্রিবলী পরিশোভিত ললাট দেশ, অনশন প্রভাবে চর্ম্মাবৃত শৈলময়দেহ, ভস্মরাগ রঞ্জিত কলেবর এক যোগিবর মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে অভয় প্রদান করত কহিলেন; কি আশ্চর্য্য! সদাশ্রমাগত ব্যক্তিকেও কি, কেহ ভয় প্রদর্শন করে!! হে ভীরো! ভয় কি? নিকটে আইস, এই নর. শূন্য প্রদেশে কোন শ্বাপদ পশু কিম্বা যক্ষ রক্ষ ভুত পিশাচ প্রভৃতি দেব দানব অথবা কাল কর্ত্তৃক কেহ আক্রান্ত হইলেও আমি তপোবল প্রভাবে শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিব; কেহ তাহার অণুমাত্রও অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইবে না।

সচিব পুত্র, সেই প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি ও করুণা রসের প্রবাহ স্বরূপ অভয় দাতা যোগীন্দ্রকে অবলোকন করত যুগপত্ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভুত হইয়া তচ্চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করণানন্তর করপুটে নিবেদন করিলেন। প্রভো! আমি সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী ভগবান ভাস্করের অদূরবর্ত্তি আতপ তাপে.. তাপিত হইয়া

আপনার সুশীতল আশ্রমাশ্রয় গ্রহণ আশয়ে আগমন করিতেছি, কোনও শ্বাপদ কর্তৃক উত্তেজিত কিম্বা শঙ্কিত হই নাই; প্রত্যুত সৌভাগ্য ক্রমে আপনার প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল হইয়াছে। তখন যোগীশ্বর, অভ্যাগতকে আশ্রম অভ্যন্তরে লইয়া আতিথ্য প্রদানানন্তর স্বাগত সম্ভাষণে সমধিক সমাদর প্রকাশ করিলেন। দূরদর্শী, উপযুক্ত অবসর পাইয়া কহিলেন; মহাভাগ! অবিশ্রান্ত কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানী পরিভ্রমণ করত পাদপুট এক কালে গমন শক্তি রহিত হইয়াছে। দূরবর্ত্তি স্বদেশে কিরূপে প্রতিগমন করিব, এই চিন্তায় সর্ব্বদা শোণিত পরিশুষ্ক হইতেছে। দূরদর্শীর কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্ত উদাসীন, এক গুটিকা হস্তে করিয়া কহিলেন; এই লও ইহা বক্ত্র মধ্যে রাখিলে অলক্ষে বিমান বর্ত্মে অনায়াসে যদৃচ্ছা গমনে সমর্থ হইবে। সচিব সুত অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন গুটিকা প্রাপ্তে, ইহা হইতে উদয় গিরি আগমন আয়াসের ফল লাভ আর অধিক কি হইতে পারে! চিন্তা করত যোগীন্দ্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দূরদর্শী সিদ্ধ গুটিকা প্রভাবে পবন পরিচালিত নীরস অংশুকের ন্যায় মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই উভয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। বৃক্ষ কাণ্ডে সাঙ্কেতিক চিহ্ন লক্ষে বন্ধু, প্রত্যাগমন করিয়াছেন, অনায়াসেই উপলব্ধি হইল। সখার অনুসন্ধানের নিমিত্ত সত্বর

সমীপবর্ত্তি সেই সুরম্য সরসী কূলে উপনীত হইলেন। সচিবপুত্রকে দেখিয়া নগরীয় নারীগণ, পরস্পর কহিতে লাগিল; আহা! সম্প্রতি যে, বৈদেশিক পরিব্রাজক, কারারুদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার সদৃশ এই অপরিচিত যুবককে দেখিতেছি। এখন তাঁহার ন্যায় রাজবালার বিততীকৃত বিতংশে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেই আর কোন অংশে, তত্তুলনার অভাব হয় না। এই অচিন্তনীয় অশনি তুল্য বাক্য শ্রবণে, হায়! সখা কি, কারারুদ্ধ হইয়াছেন! না জানি তবে কত কষ্টই ভোগ করিতেছেন! এই চিন্তায় তাঁহার শোণিত শুষ্ক ও বদন পাণ্ডুবর্ণ হইল; অশ্রুজলে বারম্বার বদন প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন।

এবম্বিধ সময়ে মালিনী, কুসুম লইয়া সরসী পুলিনে উপনীতা হইল। পরিব্রাজকের অনুরূপ অপরিচিত রোরুদ্য মান_যুবকের অকস্মাৎ রোদনের কারণ জানিবার জন্য মালিনী, চিরপার চিতার ন্যায় ম্লান বদনে কহিল; যদি, আমার জীবন দান করিলে, আপনার এই ভয়ঙ্কর শোকের অণুমাত্র ও উপশম হয়; তুচ্ছ প্রাণ প্রদানে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিব না। মায়াবিনীর মায়াময় বচন শ্রবণে দূরদর্শী, বিবেচনা করিলেন; এখন অনুতাপের সময় নহে। সখার অনুসন্ধান ইহার দ্বারা হইলেও হইতে পারে; এই আশয়ে মালিনীর নিকট আত্ম শোকের বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিলেন। শ্রবণমাত্র মালিনীর নির্ব্বাপিত শোকা-

নল পুনরুদ্দীপিত হইল। অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ গদ স্বরে পরিব্রাজকের আগমনাবধি কারারুদ্ধ হওন পর্য্যন্ত সমস্ত কহিয়া মালিনী, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

সুচতুর দূরদর্শী, প্রবোধ বাক্যে মালিনীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম ; অদৃষ্ট পূর্ব্ব সুরম্য নগর সন্দর্শন করত অবিলম্বে আপনার আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করিব। এই রূপে মালিনীকে আশ্বাসিত করিয়া মিত্র দর্শন লালসা দূর দর্শী, সখার অনুসন্ধান প্রাপ্তে হর্ষ ও বিষাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, অনতি বিলম্বে গুটিকা প্রভাবে অলক্ষিতে রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অপরিচিত স্থানে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কারাগারে প্রবেশ করিয়া, রোদিত সখার কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উভয়ের অবিরল অশ্রু-ধারা দৃষ্টে বোধ হইল, উভয় মস্তকাদ্রি সম্ভূতা লোচন প্রশ্রবণ বিনিঃসৃতা অশ্রুধারা রূপ উভয় সরিৎ সম্মিলিতা হইয়া, অসংখ্য রাজপুত্রগণের পতিতাশ্রু রূপ সাগর সঙ্গমে যেন, দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। পরস্পর সম্মিলনে বাক্যালাপ করিবেন কি, রোদন জনিত শ্লেষ্মায় কণ্ঠাবরোধ হওয়ায়, কেবল সস্পৃহ লোচনে উভয়ের বদন উভয়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শোকের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে রাজ কুমার, প্রিয় সখা সমীপে আপন বিপদ বৃত্তান্ত বলিতে

উদ্যত হইয়া লজ্জাবনত বদনে সজলনয়নে কেবল ধরাতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সুচতুর দূরদর্শী, যুবরাজের ভাবভঙ্গিলক্ষে অনুভব করিয়া কহিলেন। সখে! আপনার কিছু বলিতে হইবেনা, আমি সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে কি রূপে কোথায় অঙ্গুরীলাভ করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে কারামুক্তির যদি, কোন উপায় করিতে পারি; এ নিমিত্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার চঞ্চল চিত্তকে সান্ত্বনা করুন্। তখন যুবরাজ, অস্তাচলে গমন করিয়া মায়াময় পয়ঃপূর্ণ সরোবর সন্দর্শনাবধি যে রূপে গন্ধর্ব্বের অনুগ্রহে সর্ব্বকামপ্রদ অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎসমুদয় সবিস্তারে পরিকীর্ত্তন করিলেন। দূরদর্শী আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, সখে! আর চিন্তানাই; সত্বর কারামুক্তির উপায় অবধারণ করিতেছি। এই রূপ আশ্বাস-বাক্যে যুবরাজকে সান্ত্বনা করিয়া, গুটিকা প্রভাবে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অস্তাচল অভ্যন্তরীয় সুরোদ্যানে উপনীত হইলেন। দুইটি ক্ষুদ্র পাত্রে মায়াযুক্ত উভয় সরোবরের বারিপূর্ণ করত গ্রহণ করিয়া, অনতিবিলম্বে কুমারীর কারাগারে প্রত্যাগমন করিলেন। সচিব সুত, সঙ্গোপনে পঙ্কিল পয়ঃ পূর্ণপাত্র মিত্রকরে প্রদান করিয়া কহিলেন; সখে! আপনি ইহার গুণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন। কল্য রাজনন্দিনীর. স্নানীয় উদক দান কালে এই মায়াময় বারি কিঞ্চিৎ তাঁহার গাত্রে নিঃক্ষেপ করিবেন। তাহা হইলেই প্রতারিকা স্বীয়

কৃত প্রতারণার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। বারি প্রাপ্তে যুবরাজের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কার্য্য কুশল দূরদর্শী, দীর্ঘকাল সাপেক্ষ কার্য্যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে কৃত কার্য্য হইয়া কুমারের কারামুক্তির অপেক্ষায় মালিনীর নির্জ্জন নিকেতনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইলে বন্দীরাজ পুত্রগণ, নিত্য নিয়মানুসারে বারি আনিয়া স্বর্ণকুম্ভ সকল পরিপূর্ণ করিলেন। রাজ বালা, দ্বিরদ গমনে সহাস্য বদনে কটাক্ষ শর সন্ধানে রাজপুত্রগণে বিমুগ্ধ করিতে করিতে স্নানমঞ্চে আসিয়া মণিময় পীঠোপরি উপবেশন করিলেন। চিরক্রীত দাসের ন্যায় এক কালে শত শত সাধুও রাজপুত্র, পূর্ণকুম্ভ হস্তে করিয়া নৃপনন্দিনীর চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়-মান হইলে, তৎকালে পুরুষোত্তমের স্নানযাত্রা অপেক্ষাও সমধিক সমারোহ বোধ হইতে লাগিল। ঈর্ষা পরতন্ত্র বিধাতা, কাহারও অধিক কাল সুখ সম্ভোগ সহ্য করিতে পারেন না, এই নিমিত্তই যেন, বীরেন্দ্র রাজ অঙ্গজকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। তদীয় কুম্ভ বিনিঃসৃত মায়াময় বারি বিমিশ্রিত জলধারা স্পর্শ মাত্র রাজকুমারী, সপুচ্ছ এক কীশ রূপিনী হইলেন। তখন বানরী স্বভাব সুলভ চঞ্চল ভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক লম্ফে স্নান মঞ্চের শেখর দেশে আরোহণ করিলেন।

অকস্মাৎ নৃপনন্দিনীর রূপান্তরিত হওয়ায় রাজ পুত্রগণ, সবিস্ময়ে অনিমেষনেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যাকুলিত হইয়া অপত্য স্নেহ পরতন্ত্র রাজা ও রাজ্ঞী, নন্দিনীর স্নানালয়ে উপনীত হইলেন। কীশ রূপা কন্যাকে ধৃত করিবার জন্য রাজা, ব্যগ্রতাতিশয় সহকারে যত তাহার নিকটে গমন করেন, অভিনব বানরী, এক সৌধ শেখর হইতে শেখরান্তরে গমন করিয়া বারম্বার জনক জননীকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। মহারাজকে শ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন চিত্ত দেখিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধি রাজমন্ত্রী, একটি কদলী লইয়া বানরীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রম্ভালোলুপা শাখামৃগী, অভীপ্সিত ফল দৃষ্টে এক লম্ফে অবনীতলে অবরোহণ করত দ্বিতীয় লম্ফে মন্ত্রি বরের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিল। পশু স্বভাব সুলভ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দশনায়ুধা বানরী, নিষ্কারণ স্বীয় নিশিত দন্তাঘাতে অমাত্যের নাসাকর্ণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অনতি বিলম্বে বিস্তর দন্ত ও নখাঘাত সহ্য করিয়া রাজ অনুচরগণ, পশুরূপা রাজ কুমারীকে ধৃতকরত এক নিভৃত নিকেতনে রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

অশ্রুত পূর্ব্ব অদৃষ্ট পূর্ব্ব রাজ কন্যার আকস্মিক অদ্ভূত পীড়া শান্তির নিমিত্ত নানা দেশীয় ভিষক, ওঝা, গ্রহাচার্য্য এবং তান্ত্রিক প্রভৃতি অগদঙ্কারগণ, স্বীয় স্বীয় শিক্ষিত বিদ্যানুসারে চিকিৎসা, গ্রহশান্তি এবং স্বস্ত্যয়ণাদি ব্যাধি শান্তির বিবিধ উপায় করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভূপতি যখন দেখিলেন, রোগ উপ-

শম হওয়া দূরে থাক্ ব্যাধির নির্ণয়ই কেহ করিতে পারিলেন না। তখন অস্থির মতি অবনী পতি আত্মজার আরোগ্য বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া ঘোষণাদ্বারা স্বীয় অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। যথা,, এই অভুত পূর্ব্ব ব্যাধি যিনি আরোগ্য করিতে পারিবেন; তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য সহ স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিব। যিনি, রোগনাশে অক্ষম হইয়া কেবল লোভ বশতঃ অকারণ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। প্রতীক্ষিত দূরদর্শী, দূর হইতে ঘোষণা শব্দ শ্রবণ করত আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

অমাত্য নন্দন, অনতি বিলম্বে নৃপনিকেতনে উপনীত হইয়া, ভূপতি সন্নিধানে কর পুটে নিবেদন করিলেন। মহারাজ! ঘোষণ কারীর বাক্য যদি সত্য হয়; আমি অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিতেছি, রাজকুমারীকে অবশ্যই আরোগ্য করিব। সিংহাসনাসীন গম্ভীরাকৃতি নরপতি, নিবিড় নীরদ স্বনে কহিলেন; না পারিলে যে, দণ্ড হইবে তাহা শ্রবণ করিয়াছ। যদি সাধ্য হয় চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হও; নতুবা মৃত্যু সূতির গর্ভাধানের ন্যায় কেবল পররাজ্য জিঘৃক্ষা পরতন্ত্র হইয়া অকারণ আপনি আপন, জীবন নাশের কারণ হইওনা। তোমার সুকুমার কলেবর সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে দয়া ও স্নেহের উদয় হইতেছে। দূরদর্শী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন; মহারাজ! অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই সুবুদ্ধি মানের

কার্য্য নহে। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি, রাজ-বালাকে অবশ্যই আরোগ্য করিব। নবীন চিকিৎসকের সগর্ব্ব বচন শ্রবণ করত নরপতি, সক্রোধে সচিবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন। অমাত্য! এই অবোধ ভিষককে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাও এবং প্রহরিগণকে সতর্ক ভাবে স্বকার্য্য করিতে কহিবে। লোভ পরতন্ত্র যুবা যেন, পলায়ন করিতে না পারে।

সচিব সহ সচিব সুত, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করত নানা বিধ উদ্ভিজ্জ, পত্র, পুষ্প, ফল, মূল লইয়া মহাড়ম্বর পূর্ব্বক কীশ রূপা রাজ নন্দিনীকে ঔষধি সেবন করাইতে লাগিলেন। এক একবার মন্ত্র পূত করত পশু অঙ্গে ফুত্কার প্রদান করিয়া কৌতুক করিবার নিমিত্ত দূর হইতে এক দণ্ডদ্বারা কখন উহার শিরোভাগে কখন নিতম্ব দেশে কখন লাঙ্গুলাগ্রে আঘাত্ করিতে লাগি-লেন। চঞ্চলা বানরী, কখন মুখভঙ্গিমা করত ক্রোধে প্রতিঘাত্ করিবার নিমিত্ত কৌতুকীর নিকট আগমন, কখন শঙ্কা প্রযুক্ত দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে বিস্তর আয়াস প্রকাশ করিয়া অবশেষে সুরো-দ্যানস্থ মায়াময় স্বচ্ছ সলিল সংযুক্ত সুস্নিগ্ধ পয়ঃপূর্ণ এক ঘট, অঙ্কিত যন্ত্রোপরি সংস্থাপন করিলেন। ঋত্বিক গণের ন্যায় দূরদর্শী, পবিত্রাসনে আসীন হইয়া সংস্থাপিত ঘট সমীপে ষোড়শ উপচারে পূজা ও বলি-দান এবং হোমাদি করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা রাজ

মন্ত্রীকে কহিলেন; ঐ দেখুন, আরাধিত দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে, সাবধান কেহ যেন, এগৃহে আগমন না করেন। ত্রিরাত্র গত হইলে ঘটস্থিত বারিদ্বারা রূপান্তরিতাকে অভিষেক করাইবেন, তাহা হইলেই মহৌষধ প্রভাবে কীশকায় বিলীন হইয়া অবিলম্বে তদীয় ভূত পূর্ব্ব বিলুপ্ত মনোরম মানবী বপু পুনঃ প্রকটিত হইবে। মন্ত্রিবর এতদ্বচনাকর্ণনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ভিষককে কহিলেন; তবে কথিত ত্রিরাত্র আপনি স্থানান্তরে গমন করিতে পারিবেন না। দূরদর্শী, অমাত্য বাক্যে অঙ্গীকার করিলে সচিব শ্রেষ্ঠ, প্রহরিগণে সতর্ক করিয়া রাজ সন্নিধানে প্রত্যাগমন করত করপুটে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন।

দূরদর্শী, বন্দীর ন্যায় রাজ অবরোধে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইলে অমাত্যের সহ রাজা ও রাজ্ঞী, নন্দিনীর পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দূরদর্শী, পুরমধ্যে প্রবেশোন্মুখ রাজাকে দূর হইতে দর্শন করত সংস্থাপিত ঘট সন্নিধানে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অলিক স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তোত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করণানন্তর মহৌষধ স্বরূপ স্থাপিত ঘটস্থিত মায়াবারি লইয়া কীশরূপা রাজ অঙ্গজার অঙ্গে প্রদান করিলেন। দৈববারি প্রভাবে অবিলম্বে বানরী বপু বিলুপ্ত হইলে রাজবালা, স্বকীয় আকার স্বীকার করত লজ্জাবনত বদনে সমীপ বর্ত্তিনীজননীর

ভিষকের অভুত পূর্ব্ব অলৌকিক শক্তি সন্দর্শনে সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা ও রাজ্ঞীর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। আনন্দ সূচক সুমধুর বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। অবনী-পতি, অনিবারিত স্বীয় দ্বারদেশে প্রবিষ্ট অসংখ্য দরিদ্র দিগকে অজস্র অর্থ ও বুভুক্ষুগণে ভক্ষিতব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময় সন্দর্শন করিয়া দূরদর্শী কর-পুটে নিবেদন করিলেন; মহারাজ! আপনি অনাহূত ব্যক্তিগণে আশাতীত দান করায় আপনার সৌভাগ্য সুধাংশুর সুনির্ম্মল যশঃ কৌমুদী, বিশ্বনিন্দুকগণের ধ্বান্তময় বদন বিবরেও দ্যোতমান্ হইয়াছে। অধুনা সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া স্বকৃত প্রতিজ্ঞা সফলা করুন্। তখন অপরিচিত কুলশীল ব্যক্তিকে কি প্রকারে কন্যাদান করি? অথবা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিলেইবা কি রূপে সত্য ধর্ম্ম রক্ষা হইবে! উভয় সঙ্কট দেখিয়া রাজা, দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সুবুদ্ধি শিখর সচিব সুত, বাহ্যাকার দৃষ্টে রাজার আন্তরিক ভাব অনুভব করিয়া কহিলেন; হে নরোত্তম! সত্য ব্রত পরায়ণ ব্যক্তিগণ, প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া থাকেন, আপনাকে তদ্বিপরিতাচারী দেখি তেছি! যাহা হউক সে জন্য আপনার চিন্তা করিতে হইবে না। আমার সম্মতি ক্রমে রাজকুমারীর কারাবদ্ধ বীরভুমাধিপতি মহারাজ বীরেন্দ্রকুমারকে কন্যা

সম্প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পারাবারের সত্য ধর্ম্ম প্রতি-
পালন রূপ সাধুসেব্য তটে আরোহণ করুন।

বীরভূমাধিপতি মহারাজ বীরেন্দ্র সেন সুতের নাম
শ্রবণমাত্র অতি মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সচিব সুতের
হস্তধারণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি নরপতি অন্তঃপুরস্থ কারা-
গারে প্রবেশ করিলেন। অসংখ্য রাজপুত্রগণের মধ্যে
দূরদর্শীর অঙ্গুলি সঙ্কেতানুসারে যুবরাজের পরিচয় প্রাপ্তে
মহারাজ, সাদরে তদীয় করধারণ করত প্রথমতঃ আলি-
ঙ্গন ও বারম্বার মুখ চুম্বন এবং মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, বিস্তর
অনুনয় ও বিনয়ের সহ কহিলেন; কি জন্য আপনি পরি
চয় প্রদান না করিয়া কথনাতীত কারাক্লেশ ভোগ
করিতেছেন। আমি ভরসা করি আপনার পিতা, আমার
এই অজ্ঞাত দুষ্কর্ম্মের অপরাধ কখনই গ্রহণ করিবেন না।
আমি অর্দ্ধ রাজ্য সহ কন্যা সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া
চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম; অধুনা সাম্রাজ্য সহ
অদত্তা দুহিতা দান করিয়া শান্তি তটে আরোহণ করত
সদা সুখে বিচরণ করিব। অজাত পুত্র প্রযুক্ত দুঃখ, আর
আমাকে নৈরাশ্যনীরে নিমগ্ন করিতে সমর্থ হইবে না;
বলিয়া মহারাজ, ভাবী জামাতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক
সভামণ্ডপে প্রত্যাগমন করত উভয়ে একাসনে আসীন
হইলেন।

ভূপতি, হর্ষোৎফুল্ল বদনে প্রধান অমাত্যকে কহি-
লেন; মন্ত্রিন্! এক সুযোগ্য গ্রহাচার্য্য দ্বারা শুভলগ্ন
সুস্থির করিয়া বৈবাহিক ক্রিয়ার উপযোগী সামগ্রী সমূহ

অবিলম্বে আয়োজন করও এবং রাজকুমারীর উদ্বাহ উপলক্ষে আনন্দোৎসব করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব সাধারণ প্রজাগণের গোচরার্থে ঘোষণাদ্বারা প্রচার কর ও, অদ্যাবধি এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষণকালের নিমিত্তেও কেহ যেন, নিরানন্দে কালযাপন না করে। যাহার যে, কোনও দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, অনিবারিত রাজভাণ্ডার হইতে তৎক্ষণাৎ লইয়া যায়। কার্য্যদক্ষ মন্ত্রিবর, অনতি বিলম্বে রাজানুজ্ঞাত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। নগরী মধ্যে অহোরাত্র নৃত্য গীত বাদ্য ভোজন পান ব্যতীত অপর কোন ও কার্য্য রহিল না। গ্রহাচার্য্য পরিগণিত শুভলগ্নে রাজা, সালঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করিয়া জামাতাকে কহিলেন; বৎস! এক্ষণে বরদক্ষিণা গ্রহণ করিয়া আমার দুহিতা দান ক্রিয়া সফলা করুন্। অভীপ্সিত অবনীশ আজ্ঞা শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র দূর হইতে দূরদর্শী, করপুটে কহিলেন; মহারাজ! মালিনীকে প্রতারণা করিয়া রাজবালা যে, অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দৈবাভরণ প্রত্যর্পণ করাই ইহার উপযুক্ত দক্ষিণা।

রাজকন্যা কি রূপে কাহার নিকট অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিশেষ নরেশ কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। দূরদর্শী কোন্ অঙ্গুরী প্রদান করিতে কহিতেছেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভিষক্ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া অঙ্গুরীপ্রদান না করিলে যদি, পুনর্ব্বার কীশকায় হয়; ইত্যাশঙ্কায় লজ্জাবনত বদনে রাজকুমারী, সুবর্ণ চম্পক

কোরক সদৃশ স্বীয় অঙ্গুলি পরিশোভিত গৃহীত অঙ্গুরী, উন্মোচন করত পিতৃ হস্তে সমর্পণ করিলেন। অম্ভোজন্ম জনির মানসোদ্ভব নিরুপম অঙ্গুরী অবলোকন করিয়া রাজা, সবিস্ময়ে কহিলেন; এঅঙ্গুরী কাহার? এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র অঙ্গুরী, আপনার পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়া কহিল; এক্ষণে মহারাজের হস্তগত হইয়াছি, যাহা, আজ্ঞা করিবেন বিনাপত্তিতে প্রতিপালন করিব। অশ্রুত পূর্ব্ব অদৃষ্ট পূর্ব্ব সেই অপ্রাণ অঙ্গুরীয়কের বাক্‌শক্তি শ্রবণে সভাস্থ সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া রহিল। রাজা, জামাতাকে অঙ্গুরী অর্পণ করিয়া কহিলেন; কুমার! আপনার বস্তু আপনি পাইলেন, ইহা কখনই বরদক্ষিণা রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। অধুনা মদধিকৃত সমস্ত রাজ্য বরদক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করত সহধর্ম্মিনী সহ দীর্ঘায়ু হইয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে সাম্রাজ্য সুখ সম্ভোগ করুন্।

রাজার কুলাচার অনুসারে কন্যা সম্প্রদান ক্রিয়া সুসম্পন্না হইলে, বর কন্যা বাসর গৃহে প্রবেশ করিল। যুবরাজ, বাসরগৃহে আসর কারিণী, পুরবাসিনী ও প্রতিবাসিনী নারীগণের সহ তৎকালোচিত্ রহস্য জনক কথোপকথনে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ইত্য, বসরে অপলজ্জ ললনাগণের প্রগল্ভতা দর্শনেই যেন, পিকগণ, কলরব ছলে উহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এবং সর্ব্ব সাক্ষী তরুণ অরুণ, তরুণীগণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রক্তিমনেত্রে নিরীক্ষণ করাতেই যেন, উহারা

শঙ্কিত হৃদয়ে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিল। যুবরাজ, প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। এই রূপে নিত্য দিবা ভাগে কখন রাজসভায় কখন সখা সহ কথোপকথনে এবং যামিনী যোগে পুরমধ্যে প্রবেশিয়া নবপ্রণয়িনী সহ প্রেমালাপনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা রজনীযোগে রাজকুমার, সহ ধর্ম্মিনী সহ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। এমত সময়ে স্বপ্নে সন্দর্শন করিলেন যেন, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা, পুত্রের অদর্শনে অহোরাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া অন্ধ হইয়াছেন। উভয়ের চর্ম্মাবৃত শৈলময় দেহ দর্শন করিলে বোধ হয় যেন, এইবার প্রশ্বাস সহ প্রাণ বায়ুর নিঃশেষ হইবে। এই রূপ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া অস্থিরচিত্ত যুবরাজ, হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ সুতীক্ষ্ণ শূলের ন্যায় ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিবামাত্র নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায়, সবিস্ময়ে রাজকুমারী, কহিলেন; স্বামিন্! দাসী যদি, কোনও অজ্ঞাত অপরাধ করিয়া থাকে কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক যদি, কোনও রূপে আপনি উপেক্ষিত হইয়া থাকেন; উচিত দণ্ড করিয়া দণ্ডধরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন্। অনার্য্য অজ্ঞান অশক্ত ভীরু ব্যক্তির ন্যায় রোদন করা কি, ভবাদৃশ রাজকুমারগণের উচিত কার্য্য? যে, আপনি লঘুচেতা সামান্য ব্যক্তির ন্যায় নিরন্তর বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র পদবিতে পরিচিত করিতেছেন।

সতীর সান্ত্বনা বাক্যে রাজকুমার, রোদনে ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন; প্রিয়ে! আমার নিকট কেহ কোন ও অপরাধ করে নাই। প্রত্যুত স্বীয় পিতা মাতার নিকট আপনি সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছি! যেহেতু পিতার অজ্ঞাতে বহু দিবস পর্য্যন্ত নানা দেশ পর্য্যটন করত তাঁহাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক তোমার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছি। পিতা, আত্মজের অনুদ্দেশে অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে অন্ধ হইয়া, অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট দেহে আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অনাহারে অহোরাত্র মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অচিন্তনীয় অমাঙ্গল্য দুঃস্বপ্ন সন্দর্শনাবধি মদীয় হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়াছে। যদি, আমার সহচারিণী হইবার বাসনা থাকে তবে শীঘ্র আপন পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আইস। সুযাত্রিক ঊষা সময়ে স্বীয় জনক জননী দর্শনে স্বদেশে যাত্রা করিব। কার্ম্মুক মুক্ত শরের ন্যায় আমার গতিরোধে কেহ সমর্থ হইবেনা। অলিক স্বপ্নে ভ্রান্ত কান্তকে নিতান্ত অশান্ত দেখিয়া রাজকুমারী, নিশাবসানের প্রতীক্ষা না করিয়াই সুপ্ত-জননী সন্নিধানে উপনীতা হইলেন। চঞ্চল চরণা চপলার সুমধুর সিঞ্জিত রবে রাজ্ঞীর সঙ্কুচিত নয়ন ইন্দীবর বিকসিত হইল। অসময়ে আত্মজাকে ঈক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে প্রথমতঃ অনাময় তদনন্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে; নবোঢ়া রাজবালা, শ্বশুরালয়-গমনানুমতি গ্রহণ করিবেন কি, অশ্রুপূর্ণ সস্পৃহ লোচনে স্নেহময়ী জননীকে

নিস্পন্দে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকার ইঙ্গিতে আত্মজার মনোগত অভিলাষ জানিতে পারিয়া রাজ্ঞী ও রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা, কলত্রাপত্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া জামাতাকে আহ্বান করত কহিলেন; বৎস! কন্যা সহ সমস্ত রাজ্য আপনাকে প্রদান করিয়া, আমি বৈষয়িক কার্য্য হইতে এককালে বিরত হইয়াছি। আপনি স্থানান্তরে গমন করিলে প্রজাগণ অনাশ্রিত হইয়া, বাতাহত শিশির কালীয় নীরস পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। তখন যুবরাজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন; হেরাজন্! একবার সেই স্বপুত্র বিরহ কাতর স্বীয় জনক জননী সন্দর্শন করিয়া, সত্বর আপনার অলংঘনীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। রাজকুমার যখন কোনও প্রকারেই স্বীয় সঙ্কল্পিত স্বালয় গমনেচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না; তখন রাজা, বিষাদিত মনে নানা বিধ রত্ন, অলঙ্কার, বিবিধ সূত্র বিনির্ম্মিত বস্ত্র, হয়, হস্তী, দাস, দাসী এবং অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া কন্যা সহ জামাতাকে বিদায় করিলেন।

যুবরাজ, স্বীয়সখা দূরদর্শী সহ এক দ্বিরদোপরি আরোহণ করত শুভক্ষণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকুমারী, বস্ত্রাবৃত এক সুবর্ণ দোলারোহণ করত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারের আদেশানুসারে সকলেই দ্রুত

পদে অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিল। একদা রজনী মুখে এক অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশিয়া গমন করিতে করিতে তমস্বিনীর প্রগাঢ়তর তমঃপ্রভাবে সকলেই অন্ধের ন্যায় চরণ সঞ্চালন করিতে লাগিল। সৈন্য ও বাহকগণ, কে কোন্ দিকে যাইতেছে, জানিতে না পারিয়া দূরদর্শী কহিলেন; কুমার! যাবত্ রজনী প্রভাত না হয়, তাবত্ এই স্থানেই অবস্থিতি করিলে ভাল হয়। রাজকুমার, সচিব সুতের সদভিপ্রায়ে অনু-মোদন করিলে, সেই সন্ত্রাস সঙ্কুল গহন কাননে শিবির সন্নিবেশিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে পথশ্রান্ত সসৈন্য নৃপনন্দন, সহধর্ম্মিণী সহ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই-লেন। তৎকালে নিদ্রিতগণের যুগপত্ নাসানাদে প্রাবৃট্কালীয় ভেকাবলী কলকলী পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় বনস্থলী, আকুলিত হইতে লাগিল। মোহ কর্ত্রী নিদ্রা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হৃত চৈতন্য প্রহরিগণ যেন, শয্যাবশায়ী হইয়াছে; দৃষ্টি করত সুচতুর দূরদর্শী,শাণিত শস্ত্রপাণি হইয়া অতি সাবধানে স্বয়ং প্রহরিতা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যথাক্রমে সেই ঝিল্লীরব সমন্বিত বীরগণ প্রতীক্ষিত নিশীথ সময় সমুপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর শার্দ্দূলগণের সিংহনাদে ভীত হইয়া অপরাপর আরণ্য পশু নিচয় প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ দ্রুতবেগে পলায়ন করায় বোধ হইল যেন, শঙ্কিত ব্যক্তির সবেগ স্পন্দিত হৃদয়ের ন্যায় কান্তার অভ্যন্তর নিরন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত শ্বাপদ আক্রামকগণের

আক্রমণে, দুর্ব্বলাক্রান্ত জন্তু নিবহের সকরুণ রোদন ধ্বনি শ্রবণ করত নিরুপায় অগচ্ছগণ, নীরবে নীহার পতন ছলে যেন, বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। খদ্যোত মালা বিভুষিত তরুগণ, বায়ু ভরে আলিঙ্গিত লতিকাকে যেন, বারম্বার প্রত্যালিঙ্গন করিতে লাগিল। বায়ু বিকম্পিত বিটপ বিহারী বিচেতন বিহঙ্গমগণ, কম্পিত কলেবরে প্রবোধিত হইয়া পতনাশঙ্কায় এক একবার কলকণ্ঠে যেন, পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। এবম্বিধ সময়ে সন্নিবেশিত শিবির সন্নিহিত উন্নত শাখী শাখা হইতে সুগু্যথিতা এক সারিকা, স্বীয় পতি শুককে সম্বোধন করিয়া কহিল; নাথ! তির্য্যগ্ নিকেতন এই নির্জ্জন কাননে অদ্য জনাকীর্ণ হইবার কারণ কি? যদি, ইহারা শবর সৈন্য হয, রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে হইবে।

সভয়-চিত্ত-সারিকা-বচনাকর্ণনে প্রিয় দর্শন ত্রিকালজ্ঞ সুধীবর শুক কহিল; প্রিয়ে! ভয় নাই, ইহারা কিরাত নহে; মহারাজ বীরেন্দ্র সেনের দুর্ভাগ্য পুত্র বিবাহ করিয়া নারীসহ সসৈন্যে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছে। শুকমুখ বিনিঃসৃত অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করত সবিস্ময়ে সারী কহিল; স্বামিন্! কি জন্য সৌভাগ্যশালী কৃতদার রাজকুমারকে দুর্ভাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? শুভাদৃষ্ট না হইলে রাজকুলে কেহ জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ শুক, ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল; প্রিয়ে! যে, নিমিত্ত নৃপনন্দনকে মন্দ ভাগ্য

কহিয়াছি শ্রবণ করও। রাজকুমার স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া রজনীযোগে সহধর্ম্মিণী সহ এক শয্যায় শয়ন করিলে, উভয়ের নিদ্রাবস্থায় নারী নাসা বিনিঃসৃত এক ভুজঙ্গ দংশনে ঐ অভাগ্য যুবরাজের জীবন বিয়োগ হইবে। যদি, কেহ সেই শয়নাগারে সতর্কতা সহকারে প্রহরিতা করত প্রাণহর বিষধর বহির্গত হইবা মাত্র বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলে যুবরাজ দীর্ঘজীবী হইয়া অতুলৈশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইবেন। প্রিয়ে এই সমস্ত গোপনীয় ভবিষ্যদ্বাক্য যিনি নর সন্নিধানে প্রকাশ করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ স্পন্দহীন প্রস্তরময় হইবেন।

স্ত্রীস্বভাব সুলভ সরল হৃদয়া সারিকা কহিল; নাথ! যদি, কেহ অজ্ঞানতা নিবন্ধন সংগোপিতব্য রহস্য প্রকাশ করিয়া প্রস্তরময় হয়, তাহার কি কখন পাষাণত্ব, বিমোচন হইবে না? শকুন্ত সত্তম শুক, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল; অয়ি-সুভগে! ঐ রাজকুমারীর গর্ভজ সদ্যো জাত সন্তান লইয়া সেই প্রস্তরোপরি আঘাত করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার অচির জাত পাষাণত্ব বিমুক্ত হইবে। সবিস্ময়ে! শুকপ্রণয়িনীসারী কহিল; প্রাণপতে! সদ্যোজাত সন্তানদ্বারা আঘাত করিলে, সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রতিঘাতে নিরপরাধী শিশুর সুকোমলঅস্থি চূর্ণীকৃত হইয়া যদি, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়; তবে তাহার পুনর্জ্জীবিত হইবার কোন সদুপায় আছে কি না? তাহা প্রকাশ করিয়া আমার অস্থির চিত্তকে সুস্থির করুন। পর দুঃখ কাতরা সারিকা-বচনাকর্ণনে দ্বৈপায়ন

নন্দন পরমপ্রাজ্ঞ দ্বিজসত্তম শুক সদৃশ দ্বিজসত্তম শুক কহিল ; প্রিয়ে ! যদি, একান্তই অবক্তব্য সংগোপনীয় আগমোক্ত সেই শিব রহস্য শ্রবণস্পৃহা হইয়া থাকে, কহিতেছি ; অবহিত চিত্তে শ্রবণ করও। ঐ রূপ আকস্মিক ঘটনা যদি, দিবাভাগে হয় ; তবে সূর্য্যাস্তের মধ্যে এবং রজনীযোগে হইলে প্রভাত না হইতে হইতে সেই সদ্যোজাত .উপরত সন্তান লইয়া অত্র কানন অভ্যন্তরে আগমন করত অস্মদ আবাস এই জীবন সঞ্চারী তরুর নবপল্লব নির্য্যাসে স্নান করাইলে গতাসু শিশু তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবিত হইবে। এই সারী শুক সংবাদ জাগরিত দূরদর্শী ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না।

নিশাবসানে যুবরাজ, সুপ্তোত্থিত হইয়া প্রয়াণ সূচক শঙ্খধ্বনি করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাঙ্কেতিক শব্দ শ্রবণে সৈন্যগণ, সুসজ্জিত হইয়া মধ্যবর্ত্তি রাজকুমার সহ পরমানন্দে প্রয়াণ করিল। অবিশ্রান্ত গমন করিতে করিতে অনতিকাল বিলম্বে সসৈন্য যুবরাজ, পিতৃ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ বীরেন্দ্র সেনের গুপ্তানুচরগণ,সৈন্য কোলাহল শব্দ শ্রবণ করত সভয়াস্তঃকরণে নৃপ সন্নিধানে উপনীত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল ; মহারাজ ! নগরপ্রান্তে অকস্মাৎ বহু সংখ্যক শস্ত্রপাণি সৈন্য সমাগম দৃষ্টে বোধ হয়; পার্শ্ববর্ত্তী কোন বৈরী রাজা, সংগ্রাম করিবার মানসে আগমন করিতেছেন। এই অচিন্তনীয় ভয়াবহ বাক্য শ্রবণে অপত্যবিরহ কাতর বৃদ্ধ ভূপতি, সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন;

সেনাপতে! অবিলম্বে সুশিক্ষিত সৈন্যগণে সুসজ্জিত করিয়া প্রাণহর সমরপাবক প্রজ্জ্বলিত করও। সম্মুখ সংগ্রামানলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া অপত্য বিরহ সন্তাপে সন্তাপিত প্রাণ, সুশীতল করি।

মহারাজ, এইরূপ কাতর উক্তিতে মনের ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন; এমত সময়ে বার্ত্তাবহ এক দূত আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করণানন্তর করপুটে নিবেদন করিল; মহারাজ! সস্ত্রীক যুবরাজ আগতপ্রায়, সংবাদ প্রদান জন্য আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। মৃত্যু সঞ্জীবন মন্ত্র স্বরূপ সুধাময় বাক্য শ্রবণে শুষ্কতরু পুনর্ম্মুঞ্জরিত হওয়ার ন্যায় নৃপ শরীরে শোণিত সঞ্চারিত হইল। মহারাজ, হর্ষোৎফুল্ল মনে স্বীয় অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিয়া শুভ সন্দেশ বহ দূতকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। সসৈন্য যুবরাজের আগমনে নগর শোভাময় ও প্রজাগণ আনন্দময় এবং রাজপুর উৎসবময় হইল। ভূপতি, প্রণত পুত্রের কণ্ঠধারণ করত মস্তকাঘ্রাণ লইয়া সন্তাপিত হৃদয় সুশীতল করিলেন। রাজ্ঞী, স্নুষাকে ক্রোড় করিয়া আনন্দাশ্রুধারা বারম্বার অভিষেক করিতে লাগিলেন। যুবরাজ একে একে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে প্রণাম, আলিঙ্গন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া সাদর সম্ভাষণে সকলকে সন্তোষিত করিলেন।

প্রখর প্রভাকর, শ্রান্তিহর অস্তাচলে উপবেশন করিলে; শীতকর, স্নিগ্ধ করে ধরাতল সুশীতল করিলেন। অলক্ষিতে শর্ব্বরী সহচরী স্বপ্ন দেবী, স্ববলে

দিবাচরগণের চৈতন্য অপহরণ করিতে লাগিলেন। অবিশ্রান্ত পথশ্রান্তি শান্তির নিমিত্ত যুবরাজ, সহধর্ম্মিণী সহ এক নির্জ্জন নিকেতনে সুকোমল শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন। ইত্যবসরে শুকমুখ বিনিঃসৃত অদ্ভুত পুর্ব্ব উপাখ্যান স্মৃতি পথবর্ত্তী হওয়ায় দূরদর্শী, শাণিত খড়্গপাণি হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করত রাজ কুমারকে কহিলেন ; সখে! অদ্য আপনার শয়নাগারের প্রহরিতা আমি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রাসুখানুভব করুন্। যুবরাজ, নিশ্চিন্ত হইবেন কি, চিন্তাসাগরে নিমগ্নহইয়া মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সচিব সুতের সামান্য জন সুলভ প্রহরিতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি? উহার কি, কোনও দুষ্টাভিসন্ধি আছে? থাকিলেও থাকিতে পারে! কেননা চপলা, সস্পৃহ লোচনে দূরদর্শীকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া থাকে এবং শাণিত অসিও উহার হস্তে দেখিতেছি! বোধ হয়, সখা, আমার প্রাণসহ'প্রাণ প্রিয়াকে হরণ করিতে আসিয়াছে! রাজ কুমার, এই রূপ নানা প্রকার অচিন্তনীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অবশেষ"জাগরণে ভয়ং নাস্তি,, এই বুধবাক্য স্মৃতি পথবর্ত্তী হওয়ায়, অদ্য নিদ্রা যাইব না স্থির করিলেন।

যুবরাজ, নবপ্রণয়িনী সহ অভিনব রসালাপে দ্বিযাম যামিনী অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর দম্পতি পরস্পর আসঙ্গে অবশাঙ্গ হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে অতর্কিত ভাবে উভয়েই যেন,এক তান মনে নিদ্রাদেবীর

আরাধনা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে নারীনাসা নিঃসৃত কালদণ্ড সদৃশ একভুজঙ্গ, দণ্ডধারণ করিয়া যুবরাজকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। প্রতীক্ষিত দূরদর্শী, দর্শন মাত্র নিশিত সস্ত্রাঘাতে ভুজঙ্গ অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলেন। যুবরাজ মৃতসর্প সন্দর্শন করিয়া তদ্বৃতান্ত অবগত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে, অসত্য বাক্যে প্রতারণা করিতে পারিবেন না এবং প্রকাশ করিলে পাষাণ হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রিপুত্র, খণ্ডীকৃত অহীঅঙ্গ সঙ্গোপন করিবার নিমিত্ত এক নিভৃত স্থানে নিঃক্ষেপ করিলেন। প্রপতিত সর্প শোণিত সংস্কার করিতে করিতে দেখিলেন; রাজবালার উরোভবরূপ ভবশিরে যেন রক্তচন্দন সদৃশ অহিঅঙ্গজ শোভা পাইতেছে। কি রূপে উহা পরিস্কার করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মাতৃসমা রাজবালার উরসিজে হস্তার্পণকরা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে অথবা স্তন্যপায়ী সন্তান সুলভ রসনাদ্বারা সর্পশোণিত কি রূপেইবা লেহন করি? এই রূপ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দূরদর্শী, রাজকুমারীর পদতলে উপবেশন করত অনন্য মনে নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যুবরাজ, সুপ্তোত্থিত হইয়া অকস্মাৎ পল্যঙ্কোপরি দূরদর্শীকে দৃষ্টি করত ক্রোধে পাবক শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন; রে দুরাত্মন্! বিশ্বাসঘাতক, এই কি তোর মিত্রতার কার্য্য? না চিরপ্রতিপালনের প্রতিফল? কি আশ্চর্য্য! তুই জানিস্ না? আমি অপরাধিগণের কৃতকর্ম্মের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া

থাকি! এইরূপে বিস্তর তিরস্কার করিয়া প্রকোপ কম্পিত কলেবরে কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিলেন। দৈব নিবন্ধন নৃপনন্দন, অকপট মিত্র দূরদর্শীর শিরশ্ছেদন করণ মানসে তদীয় কেশাকর্ষণ করিতেছেন; অত্রাবকাশে রাজবালার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অকস্মাৎ মিত্র বধোদ্যত দয়িতের অদৃষ্ট পূর্ব্ব তৎকালীয় ভীষণাকার সন্দর্শন করিয়া সভয়চিত্ত নৃপনন্দিনী, বিনিত বচনে কহিলেন; স্বামিন্ ইহার মধ্যে অমাত্য পুত্র এরূপ কি গুরুতর অপরাধ করিলেন যে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিয়াছেন।

যুবরাজ, ক্রোধ কষায়িতলোচনে যুবতীকে কহিলেন; অয়ি-পাপীয়সী-দুর্ব্বিনীতে! আপনি এতৎ কার্য্যের কারণ হইয়া অজ্ঞাতার ন্যায় অলিক জ্ঞাতুমিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিস্? আহা! এ আক্ষেপ কোথা নিক্ষেপ করিব? রে-জার প্রাণাগণিকে! তুই কি, মনে করিয়াছিস্, তোর কুহক কুয়াশায় অন্ধ হইব? আমি দিব্যচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি! কিঞ্চিৎ অপেক্ষাকর, অনুষ্ঠিত কার্য্যের অবকাশে তোর কৃতকর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। অসম সাহসিক দূরদর্শী, স্বীয়কৃত পর-উপকারোৎপন্ন অপকার ভয়ে এপর্য্যন্ত কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত হন নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন যুবরাজ, নির-পরাধিনী বনিতা বধেও কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তখন বিনয় গর্ভ বচনে কহিলেন; সখে! সেই অব্যক্ত বিবরণ

ব্যক্ত করিয়া পাষাণময় হওনাপেক্ষা শস্ত্রাঘাতে জীবন বিনাশও বিধেয় বিবেচনায় এপর্য্যন্ত আপনাকে কিছু বলি নাই। এক্ষণে স্বরূপ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আপনার চিত্ত বিকার বিনষ্ট হইলে যদি, পতিপ্রাণাসতীর প্রাণ রক্ষা হয়, এপ্রযুক্ত নিবেদন করিতেছি; প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্ বলিয়া শ্রুতপুর্ব্ব সেই সংগোপিতব্য শুক রহস্য আরম্ভেই স্পর্শ-মণি-স্পর্শে-বিবর্ণ-অয়স্ যেমন সুদৃশ্য সুবর্ণ হয়; অরুণ কিরণ স্পর্শে কাদম্বিনী যে রূপ রূপান্তরিতা হয়; পেশস্কৃত্ স্পর্শে তৈলপায়ী যেমন তজ্জাতিপ্রাপ্ত হয়; দেখিতে দেখিতে অমাত্য পুত্রের পাদপুট প্রস্তরময় হইল। যদি, কেহ কথিত ভুজঙ্গ-বিনষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে যুবরাজ দীর্ঘ-জীবী হইবেন; এই পর্য্যন্ত কহিবা মাত্র তদীয় সমস্ত শরীর সুদৃঢ় পাষাণ ময় হইল। তখন দুরদর্শী, মণি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

অভুত পুর্ব্ব এতত্ ঘটনা সন্দর্শনে যুবরাজ, শোক সাগরে নিগম্ন হইয়া আর্ত্তনাদে দশদিগ্বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। হায়-আমি কি পাষণ্ড! অকপট মিত্র জীবন দাতার জীবন নাশে উদ্যত হইয়া অকারণ কতই তিরস্কার করিয়াছি! রে-কাল ত্রিযামে! অদ্য তোর সমাগমে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবের চিরবিরহানল প্রজ্বলিত হইল। অহো! আমার ন্যায় দুরাত্মা কৃতঘ্ন এজগতে দ্বিতীয় নাই; কি আশ্চর্য্য! সখা যখন কহিলেন ব্যক্ত করিলে দেহ

হইতে দূর হইল না। বোধ হয়, সখার পাষাণদেহ হইবার পুর্ব্বেই আমার হৃদয় কঠিনের এক শেষ বজ্র-সারে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে; নতুবা এত কঠিন কি রূপে হইল। কি পরিতাপ! আপনার পদে আপনি পরশু আঘাৎ করিলাম! অহহ! স্বকরে উত্তোলন করিয়া বিষলড্ডুকভক্ষণ করিলাম! হায়! দূরবর্ত্তি বিপদকে আমন্ত্রণদ্বারা আপনি আহ্বান করিলাম! রে নিষ্ঠুর-হৃদয়! বন্ধু পাষাণ হইয়াছেন, তুই প্রত্যক্ষ করিয়াও কি জন্য এখন শতধা বিদীর্ণ হইতেছিস্ না? হে বজ্র! তুমি আততায়ীর মস্তকে পতিত হও; হে বৈশ্বানর! নৃশংসের দেহভক্ষণ করিয়া সর্ব্বভুক নামের সার্থকতা সম্পাদন করও; হে মৃত্যু! তুমি কি পাপাত্মাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিতেছ? আত্মগ্লানি অগ্নিতে আমার দেহদগ্ধ হইয়া পবিত্র হইয়াছে, শীঘ্র আমাকে গ্রাস করিয়া সর্ব্ব সংহারক নামের গৌরব রক্ষা করও। কই! এখনত কেহ আমার প্রার্থনা সফলা করিলেন না। সখে! তুমিই একবার আমার কথার প্রতি উত্তর প্রদান করও? যদি, বল মিত্রদ্রোহী চণ্ডালাধম নৃশংসের সহ বাক্যালাপ করিবার প্রয়োজন কি? ভাল আমিই যেন, কুকার্য্য করিয়া কলুষিত হইয়াছি; তুমি কেন নিরুত্তর হইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেছ। যুব রাজ, অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত জীবন দাতার জীবনাভাবে এই রূপ নানা প্রকার বিলাপ বাক্যে আপনাকে তিরস্কার করিয়া, কখন সেই মণিময় মিত্রের কণ্ঠধারণ করত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কখন উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্য কহিতে কহিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ভূপতি, আমু পূর্ব্বক বৃত্তান্ত শ্রবণ করত বিষাদিত মনে পুরমধ্যে প্রবেশিয়া যুবরাজকে বিবিধ প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ, যখন স্বীয় সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠানে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তখন মিত্রঘাতী জ্ঞানশূন্য আত্মজকে নির্জ্জন রাজাবরোধে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

রাজস্নুষা, সেই কুলক্ষণা বিভাবরীতে রতিরঙ্গে পতি সঙ্গে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। দ্বিমাস অতীত হইলে, প্রাবৃট্‌ কালীন পয়স্বিনীর যে রূপ পুষ্টতা হয়; বাসন্তিক বৃক্ষের যে রূপ কমনীয়তা হয়; শারদীয় চন্দ্রমার যে রূপ চারুতা হয় রাজবালা, গর্ব্ভিণী হইয়া সেই রূপ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিতা হইলেন। ক্রমে ক্রমে কললোপচয় হইতে লাগিল। ভার ভারাক্রান্ত ভারীর ন্যায় রাজবালার মন্থর গতি হইল। পানীয় সময় অতীত হইলে অহিফেণ ধূম্র পায়ীর ন্যায় সর্ব্বদা মুখে জৃম্ভিকা ও জল উঠিতে লাগিল। অনুক্ষণ বিকলাঙ্গ হইয়া মৃদাসনে শয়ন করিতে লাগিলেন এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল। এই সমস্ত গর্ভাধান লক্ষণ লক্ষ্যে পুরন্ধ্রীগণ, অনায়াসেই জানিতে পারিল, রাজস্নুষা গর্ভিণী হইয়াছেন। পুত্রের বাতুলতায় ও বধূর গর্ভাধানে মহিষী হর্ষ ও বিষাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া যথাক্রমে বধূর গর্ভোচিত্‌ সংস্কার সকল

দশ মাস দশ দিন গতে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে রাজবালা, সূতিকাগৃহে প্রবেশিয়া শুভলগ্নে কুমার সদৃশ এক নবকুমার প্রসব করিলেন। অন্তঃপুর প্রধানা পরিচারিকা, উন্মত্ত রাজকুমারের আনন্দোৎপাদন করণ মানসে তদীয় সন্নিহিত হইয়া সহাস্য বদনে কহিল; যুবরাজ! আপনার এক পুত্র সন্তান হইয়াছে, উচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া পরিতুষ্টা করুন্। উন্মত্ত যুবরাজের নিকট পরিচারিকার শুভ সন্দেশ, সুধাতুল্য না হইয়া সুরারূপে পরিণত হইল; যেহেতু রাজকুমার, পুরস্কারের পরিবর্ত্তে পরিচারিকাকে পদাঘাত প্রদান করিয়া দ্রুতবেগে সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন। রাহুরূপী রাজকুমার, প্রসূতিকার অঙ্কাকাশ হইতে অনঙ্ক শশাঙ্ক সদৃশ সদ্যোজাত শিশু গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। পুরন্ধ্রিগণ, যুবরাজের আন্তরিক ভাব জানিতে না পারিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল; আহা! মহামায়ার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! এতাদৃশ উন্মাদ গ্রস্তকেও অপত্য স্নেহ পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইত্যবসরে রাজকুমার, স্বকরে স্বীয় কুমারের সুকোমল চরণদ্বয় দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া কহিলেন; যে, যামিনী যোগে তুই জরায়ু মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিস্, সেই কাল শর্ব্বরীতে সখা পাষাণ ময় হইয়াছেন। অতএব উভয়ে একত্রে অবস্থান কর বলিয়া প্রস্তরময় দূরদর্শীর গাত্রে নব প্রসূত পোতদ্বারা আঘাত্ করিলেন।

রোগোপযুক্ত আয়ুর্যোগ সংযোগ মাত্র অমাত্য পুত্র,

পাষাণ মুক্ত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ শুক বাক্য স্মৃতি পথবর্ত্তী হওয়ায়, অবিলম্বে গতাসু শিশু অঙ্কে ধারণ করত এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া বায়ুবেগে সেই শুকাবাস কাননাভিমুখে গমন করিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করত দর্শকগণ, তত্তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া সবিস্ময়ে দূরদর্শীর গমন পথ অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। অমাত্য পুত্র অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শুক উক্ত পত্র রসে শিশুর শবদেহ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন।

শূন্য গর্ভ গগণোদরে অকস্মাৎ মারুৎ সঞ্চালিত নীরদ সঞ্চারের ন্যায় জীবন সঞ্চারী তরুরপত্র রস স্পর্শ মাত্রেই নিস্পন্দিত গতাসু শিশুদেহে প্রাণবায়ু সাঞ্চারিত হইল। যথা ক্রমে নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইয়া তদীয় বদন সরোবরে বিকসিত সরোজিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে বাল স্বভাব সুলভ শিশু রোদনারম্ভ করিল। ক্লেশ কর ক্রন্দন ধ্বনি আকর্ণনে অমাত্য অঙ্গজের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। স্নেহ ভরে ক্রোড়ে করিয়া স্ববাহণ আরোহণ করত বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে করিতে রাজ ভবনাভিমুখে ঐ প্রত্যা গমন করিতেছেন। উহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাম, তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এক্ষণে গাত্রোত্থান করও। রামানন্দ প্রশ্নোত্তর শ্রবণে সানন্দ

মনে দ্রব্যাদি বহন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সহ গমন করিতে লাগিল। অগ্রে সর্ব্বজ্ঞ পশ্চাৎ রামানন্দ, গমন করিতে করিতে শর্ব্বরী মুখে সমীপবর্ত্তি নিবসথে প্রবেশিয়া এক আশ্রম বাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নকালে গৃহি প্রদত্ত যথা কথঞ্চিৎ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পথ-শ্রান্তি উপশান্তির নিমিত্ত এক সামান্য শয্যায় শয়ন করিলেন।

———০———

নিশানাথ, সমস্ত নিশা গগণমার্গে পরিভ্রমণ করত রজনী শেষে শ্রান্তি হর প্রাতঃস্নান করিবার নিমিত্তই যেন, মহাতীর্থ পশ্চিম সাগর গর্ভে অবগাহণ করিলেন। সেই হসিতচ্ছবি অরুণ তিলকা উষা, স্বীয় সখী পুর্ব্বদিগঙ্গনার কণ্ঠধারণ করিয়া অবনী মণ্ডল অবোলোকন করিবার নিমিত্তই যেন, গগণ সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। উদয় গিরি কন্দর নিষ্ক্রান্ত পশুপতি রূপ ত্বিষাম্পতি সুতীক্ষ্ণ কর নখরাঘাতে ধ্বান্তরূপ মাতঙ্গ দেহ বিদারণ করায়, প্রপতিত শোণিত দ্বারাই যেন, প্রভাত কালে বসুন্ধরা দেবী, রক্তবর্ণে রঞ্জিতা হইলেন। পিকগণ মধুরস্বরে ললিততানে বিভুগুণ গান করিতে লাগিল। প্রভাতীয় সমীরণ, সুপ্তজন গণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জাগরিত করিতে লাগিল। এমত সময়ে ব্রাহ্মণ, গাত্রোত্থান করিয়া রামানন্দ সমভিব্যাহারে গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে করিতে এক অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অবিরল শাখি সমুহের বায়ু বিকম্পিত পরস্পরা সংলগ্নীকৃত শাখাবলোকনে বোধ হয় যেন, পাদপগণ, পরস্পর বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে লতামণ্ডপ সকল বিকসিত কুসুম রাগ রঞ্জিত হওয়ায় বোধ হয়, বনদেবতার বিলাষ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্ব শিল্পী স্বীয় অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানে স্থানে মৃগ কদম্ব নবতৃণ ভক্ষণ করিয়া তাণ্ডব তুল্য গতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কোন

স্থানে কালান্তক যমোপম মহিষগণ, পরস্পর শৃঙ্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। কোন স্থানে দ্বিরদ রদাঘাতে শার্দ্দূলোদর বিদারণ করিয়া মদমত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে তুরঙ্গমের হ্রেষারবে কানন বিদীর্ণ হইতেছে। কোন স্থানে নিকুঞ্জ বিহারী যদুপতির ন্যায় পশুপতি, প্রিয় পত্নীসহ নিঃশঙ্কে সেই নির্জ্জন নিকেতন নিকুঞ্জ মধ্যে কেলি করিতেছে। নানা জাতি ব্যোমচারী বিহগগণ, যদৃচ্ছা ভোজন পানে পরিতৃপ্ত হইয়া ফলাবনত শাখি শিরে উপবেশন করত সুমধুরস্বরে বনবাসি গণের মনোমুগ্ধ করিতেছে।

স্বভাব সিদ্ধ কানন শোভা সন্দর্শন করিয়া গমন করিতে করিতে এক পল্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেন নিভ শয্যায় নানা ভরণ ভূষিতা স্থির সৌদামিনী সদৃশা এক পরমা কামিনী, নিষ্পন্দে শয়ন রহিয়াছে। নিরীক্ষণ করিয়া রামানন্দ কহিল; সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়! ঐ নিরুপমা ষোড়শী সুন্দরী কে? কি নিমিত্তইবা এই নির্জ্জন কাননে একাকিনী শয়ন করিয়া রহিয়াছে? এবং শৃগাল কুক্করাদি পিশিতাশন শ্বাপদ জন্তুগণ, উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; ভক্ষণ করা দূরে থাক্! কামিনীর কমনীয় কোমলাঙ্গ কেহ স্পর্শও করিতেছে না!! এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কুতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করুন্। ব্রাহ্মণ ঈষৎ মুখভঙ্গিমা করিয়া কহিলেন; রাম! ঐ পাপীয়সী কামিনীর চরিত্র কীর্ত্তনেও পাপ স্পর্শ হয়; যাহাহউক কহিতেছি মনঃনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করও।

বঙ্গপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তি ঢাকানামক সুপ্রসিদ্ধ মহানগর সন্নিহিত রতনপুরাখ্যাগ্রামে "রত্নেশ্বর" নামে পরম সৌভাগ্যশালী এক পণ্যজীবী অধিবাস করিতেন। যাঁহার তুল্য অদ্যাবধি কেহ কখন দেশভ্রমণ করে নাই। নানা দেশজাত বিবিধ পণিতব্যে অতুল্যঐশ্বর্য্যেশ্বর হইয়াছিলেন। নিজ বদান্যতাবলে দরিদ্র যাচকগণে চিরক্রুত দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়াছিলেন। অশীতি বর্ষবয়ঃক্রমে সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষুকৃত্য কালীন স্ববাহু হইতে এক কবচ উন্মোচন করত সজল নয়নে স্বীয় বনিতাকে কহিলেন; প্রিয়ে! এই লও, অতি সাবধানে ইহা রক্ষা করিও। মনে বড় সাধ ছিল! আত্মজ মনোমোহনের উদ্বাহ সংস্কার সুসম্পন্ন হইলে যুগপত্ স্নুষা সহ প্রিয় পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া দুঃখময় সংসার পারাবারের মনোহর তৃপ্তিকর তটে আরোহণ করিব। এক্ষণে বুঝিলাম বিধাতা, সে আশয়ে এককালে নৈরাশ করিলেন।

প্রিয়ে! আমি বারম্বার তোমার নিকট বিদায় লইয়া নানা দেশ সম্ভূতপণ্যে বিপুলার্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরাগমন করিয়াছি। এই বার একেবারে বিদায় হইলাম বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তি আত্মজকে সম্বোধন করত কহিলেন; প্রিয় মনোমোহন! একবার সম্মুখে আইস, তোমার সুকুমার বদন সুধাংশু সন্দর্শন করিয়া অসহনীয় অন্তর্দাহ সুশীতল করি। মনোমোহন, অশ্রুপূর্ণ নয়নে

পিতার চরণ তলে উপবেশন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বহুদর্শী সাধু, অমার্জ্জিত বুদ্ধি কিশোর সন্তানের তৎকালীয় আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া কহিলেন ; বৎস ! কি জন্য রোদন করিয়া অন্তিম কালে আমাকে বারম্বার মোহকূপে নিঃক্ষেপ করিতেছ ? এই অচিরস্থায়ী অবনী মণ্ডলে চিরদিন কাহার পিতা মাতা থাকে না। আমি অধ্যবসায় সহকারে স্বোপার্জ্জনে যে, বিপুলার্থ সঞ্চয় করিয়াছি, অধুনা তুমি তাহার উত্ত-রাধিকারী হইলে ; এক্ষণে দীর্ঘজীবী হইয়া কলত্রাপত্যের সহ সেই সংগৃহীত বিত্ত নিরাপদে সম্ভোগ করও। তাহা হইলেই আমার আজন্মকৃত আয়াস সফল হইবে।

কিন্তু সাবধান, বিপুল বিত্তাধিপতি হইয়া অপব্যয়ে ধনক্ষয় করিও না। ধনমদে মত্ত হইলে কাহার হিতা-হিত বিবেচনা শক্তি থাকে না। অধিকন্তু কৈশোররূপ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া যৌবনরূপ শিখরে আরো-হণ করিলে অতি সাবধানে বিচরণ করিতে হয়। যে হেতু তথায় কামরূপ কেশরী, ক্রোধরূপ ক্রোধী, লোভরূপ সর্প, মোহরূপ ঋক্ষ, মদরূপ মাতঙ্গ, মাৎসর্য্য রূপ খড়্গী প্রভৃতি ভীষণ জন্তুগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ধৈর্য্য রূপ অস্ত্রধারণ না করিলে তাহাদিগের নিকট আত্ম রক্ষার উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ যৌবন শিখর অভ্যন্তরে বিলাস বাসনারূপ এক নিবিড়ারণ্য আছে ; তন্মধ্যে প্রবেশিলে ভ্রান্তি শর্ব্বরী সমাগমে দুরাশা তমঃ-প্রভাবে অসত্ পারিষদরূপ উল্কামুখী কর্ত্তৃক প্রতারিত

হইয়া, কুপ্রবৃত্তিরূপ অপমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখ ময় অন্ধকূপে নিপতিত হইতে হয়। অতএব সুরাতুল্য প্রমত্তকর যৌবনকালে যিনি অদূরবর্ত্তি আত্ম-দেহ গেহবাসী রিপুগণকে বশবর্ত্তী করিতে পারেন ধরা-তলে তিনিই ধন্য ও জিতেন্দ্রিয় বীর পুরুষ বলিয়া সুবিখ্যাত হন।

এইরূপ সদর্থ সংযুক্ত নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতে করিতে পিপাসায় কণ্ঠাবরোধ হইল। দেখিতে দেখিতে পতনোন্মুখ সাধুর প্রাণ, নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে প্রস্থান করিল। জন শূন্য আলয়, পণ্য শূন্য বিপণি, বাণ শূন্য তূণের ন্যায় জীবন শূন্য জীবিতেশ্বরের দেহ দেখিয়া, হাহাকার শব্দে মুক্তকণ্ঠ রোদনে গগণ বিদীর্ণ ও অজস্র অশ্রুপাতে বসন আর্দ্র করত অতি শোকে মূর্চ্ছাক্রান্তা হইয়া সাধু পত্নী, ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন। ক্ষণকালান্তে মোহ অপনোদিত হইলে সকরুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা-হতাঽস্মি, হা-দগ্ধাঽস্মি, হায়! কি হইল? রে- বুভুক্ষু বৈবস্বত! অতঃপর তোর কি, অতৃপ্ত জঠরানল সুশীতল হইল? নতুবা এক পাত্রে প্রস্তুত ভক্ষি-তব্যের মধ্যে অর্দ্ধাংশ স্বরূপ জীবিতেশ্বরের জীবন অদন করিয়া অপরার্দ্ধ রূপ এ হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিবার কারণ কি? রে নৃশংস সাংঘাতিক ব্যাধে! তোর কি পরানিষ্টে ভয় নাই? নিরপরাধী প্রাণেশ্বরের প্রাণনাশ করিয়া তোর কি আধিপত্যের অভ্যুদয়

হইল। হে ধর্ম্ম! তোমাকে আশ্রয় করিয়া অবশেষ আমাকে ভয়ঙ্কর বৈধব্য দশাগ্রস্ত হইতে হইল, অতঃপর আর কেহ তোমার নিষ্ঠুর শাসনের বশবর্ত্তী থাকিবে না। রে- পরদ্বেষি-দগ্ধ বিধে! তুই কি, কাহার অধিক কাল সুখ সম্ভোগ সহ্য করিতে পারিস্ না এবং সেই নিমিত্তই বুঝি প্রাণ সত্ত্বে প্রাণনাথের প্রজ্বলিত বিরহ পাবকে নিক্ষেপ করিলি।

হে নাথ! আমার অসম্মতিতে তুমি কখন কোনও স্থানে গমন করিতে না এবং দাসীও জ্ঞানকৃত কোনও অপরাধ করে নাই; তবে কেন অধিনাকে প্রতারণা করিলে? না পরিহাস করিতেছ। এ রূপ কৌতুক কোথা অভ্যাস করিলে? হে প্রাণপতে! ইহা কি তুমি জান না? রক্ষাশ্রয় বিহীন হইলে, ধরাবলুণ্ঠিতা লতিকাকে সকলেই দলন করিয়া থাকে। তুমি, কি বলিয়া চির অপরিচিতের ন্যায় দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? এক্ষণে আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? কেইবা সান্ত্বনা সলিল সেচনে জীর্ণ লতিকার জীবন রক্ষা করিবে? নাথ! এই দেখ, শোক সমীরণ আঘাতে আমার কলেবর কম্পিত হইতেছে। হে প্রাণেশ্বর! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর; আমি তোমার অনুগমন করিব। কই! প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? অভিমানের এসময় নহে। যদি, কোন অজ্ঞাত অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; প্রসন্ন হও। এইরূপ ও কতরূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনী ও প্রতিবাসিনী

কামিনীগণ, তৎকালোচিত্ প্রবোধ বাক্যে সাধুপত্নীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

মনোমোহন, সজল নয়নে আত্মীয়গণ সহ উপরত জনয়িতাকে লইয়া পিতৃ কাননে গমন করিলেন। চিতানলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করত অতি শোকে অনশনে এক অহোরাত্র অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে গমনশীল সময় সহ শোকাপনোদন হইতে লাগিল। বেদ বিধানানুসারে বৈশ্যগণ আচরিত পঞ্চ দশাহে অশৌচান্ত হইল। ষোড়শ দিবসে মহা সমারোহে পিতার আদ্য কৃত্য সমাপন করিয়া মনোমোহন, পিতৃ আসনে উপবেশন করিলেন। আবাহিত দেশীয় ও দেশান্তরীয় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণ, অভিনব স্বামিসহ সাক্ষাৎকালে উপঢৌকন প্রদান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে পুনঃনিযুক্ত হইলেন। মনোমোহন, কালাশৌচ অন্তে মহানগর কলিকাতা সন্নিহিত বরাহনগরগ্রামে "মনোমোহিনী" নাম্নী পরমাসুন্দরী এক সাধু কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। অভিনব শ্বশুরালয়ে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করায়, সমীপবর্ত্তি মহানগরীয় চ্যুতবিত্ত বেশ্যাসক্ত সুরাপায়ী কতিপয় বিদূষক গণের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। তাহাদিগের চাটু বাক্যে বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা একত্র পান ভোজন শয়ন ও উপবেশন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে অসত্ পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সস্ত্রীক সাধুকুমার স্বালয়ে

প্রত্যাগমন করিলেন। মহানগরীয় সুরম্য হর্ম্ম্য সমূহ সন্দর্শনে বঙ্গদেশীয় পুরাতন পৈত্রিক নিকেতন, পুরীষ পরিহরণ গৃহের ন্যায় বোধ করিয়া, নানা দেশীয় শিল্প নৈপুণ্য স্থপতিদ্বারা বিপুল বিত্তব্যয়ে নন্দনকানন সদৃশ হ্রদপরিবেষ্টিত মনোহর উদ্যান সহ এক বিলাসাবাস নির্ম্মাণ করিলেন।

বিলাসাসক্ত সাধুসুত, নবগৃহ প্রবেশের সুভক্ষণের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রত্যুত ব্যগ্রতাতিশয় সহকারে অশুভক্ষণেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চাটু পটু দেশীয় ও বিদেশীয় অসত্ পারিষদসহ স্বর্গীয় বিদ্যাধরী সদৃশ পরমা সুন্দরী বারাঙ্গনাগণ লইয়া, ম্লেচ্ছদেশ সমুৎপন্ন বিবিধস্বাদ সংযুক্ত সুরা পানোন্মত্ত চিত্তে অহোরাত্র নৃত্যগীত শ্রবণাবলোকন করিতে লাগিলেন। অতি পানোন্মত্ত বৈদেহিক কুমারকে যুগপত বৈষয়িক কার্য্যে বিরত দেখিয়া অকৃতজ্ঞ অভাজন কর্ম্মচারিগণ, আপনাপন হস্তগত সম্পত্তি ও পণ্যদ্রব্য সমস্ত লইয়া যদৃচ্ছা প্রস্থান করিতে লাগিল। একদা কোষাধ্যক্ষ বিষণ্ণবদনে বিলাসাবাসে প্রবেশ করত সঙ্গোপনে মনোমোহনের শ্রুতিমূলে নিবেদন করিল; মহাশয়! ধনাগারে ন্যস্ত পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, আপনার অপব্যয়ে তৎসমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন্। মনোমোহন, ধনাধ্যক্ষের বাক্যে কিঞ্চিৎ ক্রোধিত হইয়া কহিলেন; রে প্রতারক! তুই মনে করিয়াছিস্, আমি বৈষয়িক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ

করি না, ধনাগারে ধন নাই কহিলেই নিশ্চিন্ত হইবি? তোর গুরুতর এ অপরাধ কখনই ক্ষমার যোগ্য নহে। আমার পিতার সহস্রাংশের একাংশ সম্পত্তি যে, সকল বণিকদিগের কশ্মিন্ কালেও ছিলনা, তাহারা অনায়াসে নিত্য নৈমিত্ত ক্রিয়া কলাপ করিয়া পরমসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমার অক্ষয় কোষ শূন্য হইয়াছে, ইহা কি, বলিবার না শুনিবার যোগ্য! বলিয়া সাধুনন্দন, উচ্চৈঃস্বরে একবার হাস্য করিলেন।

কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বোধ নিযোক্তার শাসন বাক্যে শঙ্কিত মনে বদ্ধাঞ্জলি হইযা নিবেদন করিল; হে প্রতি-পালকবর! আপনি ইহা কি কখন শ্রবণ করেন নাই? অনাবৃষ্টিতে সরিৎশুষ্ক হয়; নিরন্তর খননে পর্ব্বত ক্ষয় হয়; অপরিমিত অপগমে যক্ষ্যপতির অসংখ্য রত্ন পরি-পূরিত কোষ ও শূন্য হয়; অতএব আপনার সংখ্যাকৃত ধন কোষে ধনাগম হওয়া দূরে থাক্ প্রত্যুত অনুক্ষণ অজস্র অর্থ অপচয়ই হইতেছে; ইহাতে কি প্রকারে কোষপূর্ণ থাকিবে। এক্ষণে আয় শূন্য ন্যস্ত ধনের ব্যয় লিপিদৃষ্টি করিলে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। মনোমোহন, বিষণ্ণবদনে কহিলেন; কোষাধ্যক্ষ! মূলোৎপাটন করিয়া বৃক্ষশিরে সলিল সিঞ্চন করিলে যে রূপ কোনও ফলোদয় হয় না, সেইরূপ গত সর্ব্বস্বের আয়ব্যয় লিপিপর্য্যবেক্ষণ করাও নিষ্ফল! বলিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হই-লেন। কোষাধ্যক্ষের বাক্য শ্রবণাবধি মনোমোহনের

চিন্তাকুলিত চিত্ত সন্দর্শন করিয়া পারিষদগণ, অনায়াসেই জানিতে পারিল, চঞ্চলা কমলা, সাধুনন্দনের প্রতি নিগ্রহ করিয়া যদৃচ্ছা গমন করিয়াছেন। অধুনা লক্ষ্মীর বরযাত্রিগণ, আর এখানে থাকিয়া কি করিবে, চিন্তা করিয়া সকলে স্বীয় স্বীয় অভিপ্রেত প্রদেশে প্রস্থান করিল। মনোমোহন, যখন দেখিলেন, রমাসহ বন্ধুগণ, একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; তখন কপট মিত্রগণের কৃত্রিম ব্যবহার সকল তাঁহার স্মৃতি পথবর্ত্তী হওয়ায় সেই বিদূষকগণের চাটুবাক্যে প্রতারিত স্বীয় মনকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। “ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরা ,, এই বুধবাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই যেন; তৎকালে চৈতন্যোদয় হওয়ায় অপরিণামদর্শী সাধুনন্দন, এইরূপে স্বকীয় অনভিজ্ঞতার ফলভোগ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর অমিত অপব্যয়ী সাধুনন্দন, আহ্নিক অদনীয় ওদনাভাবে এরূপ কষ্ট পাইতে লাগিলেন; যে, পৈতৃক আবাস ভিন্ন অন্য সুরম্য হর্ম্ম্যও মনোহর উদ্যান প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি সমূহ সল্পকাল মধ্যে সুলভমূল্যে বিপণদ্বারা কিয়দ্দিবস অতি বাহিত করিলেন। একদা নিতান্ত নিরূপায় হইয়া অদন আশয়ে এক বন্ধুর আবাসে গমন করিতেছেন; দুর হইতে দৃষ্ট করিয়া সেই কপট মিত্র গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মনোমোহন, প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া বন্ধুকে বারম্বার আহ্বান করিতে

লাগিলেন। ক্ষণকাল অন্তে এক বৃদ্ধা বহির্গতা হইয়া সক্রোধে কহিল; কে রে? এখানে পুরুষ কেহ নাই। স্ত্রীলোকের বাটীতে চিৎকার শব্দে গোল করিতেছিস্ কেন? প্রতারিকার প্রবঞ্চনা বাক্যে সরল স্বভাব সাধু-সুত, প্রত্যয় করিয়া মনে মনে কতই মনস্তাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট, বন্ধু বাটী থাকিলে সাক্ষাৎদ্বারা নয়নেরও ওদনদ্বারা উদরের তৃপ্তি-লাভ হইত। তিন দিবস অনশনে শরীর শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়াছে, এক্ষণে কোথা যাই? কি করি? কাহার নিকট গমন করিলে অদনীয় প্রদানে মদীয় জঠরানল শীতল করিবে! এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ পথে পতিত হইল। অটল নামক এক প্রধান পারিষদ যাঁহার অতি পানেও পরিতৃপ্তি হইত না, তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতেও কাতর নহেন। এক্ষণে তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি কিঞ্চিৎ আহারীয় প্রদান করিয়া অবশ্যই আমার পতনোন্মুখ প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন।

মনোমোহন, স্বমনে এইরূপ দুরাশা সংস্থাপন করিয়া মরীচিকা মুগ্ধ মৃগের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। অটল অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে মনোমোহনকে আগমন করিতে দেখিয়া দ্বারপালকে কহিল সাবধান, সহসা কোন যাচক্ পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। মনোমোহন, ক্ষীণদেহে দীনভাবে মলিনবেশে দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র দ্বারপাল

কর্ত্তৃক নিবারিত ও অপমানিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্বকীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চতুর্থ দিবস অনশনে অতি বাহিত করিয়া পঞ্চমাহে জননীকে সম্বোধন করত কহিলেন ; মাতঃ! আমি আর অনশন যন্ত্রণা সহ্য করিতে পরি না এবং স্বদেশে দিন যাপনের কোন উপায় ও দৃষ্ট হইতেছে না। আপনি সুপ্রসন্ন মনে আজ্ঞা করিলে দেশান্তরে গমন করিয়া ভিক্ষান্নে উদর পোষণ করি। যদি, জীবিত থাকি এবং জগদীশ্বর কৃপা করেন, পুনরাগমন করিয়া আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শন করিব।

বুভুক্ষু পুত্রের কাতর উক্তিশ্রবণে স্নেহময়ী জননী, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, হা-সাধো! হা-নাথ! হা-প্রিয় বৎসবৎসল! তুমি কোথায় গেলে? তোমার অতি যতনের ধন, মনোমোহন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কত বিলাপ ও কত পরিতাপ প্রকাশ করিতেছে; শ্রবণ করিতেছ না? তুমি কি বধির হইয়াছ? না অশান্ত অপব্যয়ী আত্মজের প্রতি অমর্ষ প্রকাশ করিতেছ? ও অতিবালক, উহার কিছু মাত্র জ্ঞানগোচর হয় নাই। পূর্ণেন্দু সদৃশ সুকুমার কুমার, অনশনে অসিত পক্ষীয় সুধাকরের ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, দেখিতেছ না? অপত্য স্নেহ কাতরা সাধুপত্নী, এইরূপে মনস্তাপ প্রকাশ করিতে করিতে পতি বিয়োগ জনিত অতিশোকে অভিভূতা হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মনোমোহন, তৎকালোচিত প্রবোধ বাক্যে জননীকে সান্ত্বনা করিয়া

সত্বর প্রত্যাগমনের অঙ্গীকারে স্বীয় প্রসূতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নিজপতিকে দেশান্তরে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোমোহিনী, সরোসে প্রগল্ভতা প্রকাশ করত কহিল ; রে-নির্লজ্জ অনৃত বাদি! সত্বর উদ্ধার করিয়া দিবার অঙ্গীকারে আমার যে, সমস্ত অলঙ্কার প্রতিভূ দিয়া ঋণ-গ্রহণ করিয়াছ, তাহা আনৃণ্যদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যর্পণনা করিলে কথনই স্থানান্তরে গমন করিতে দিব না। মনোমোহন, উভয় সঙ্কট দেখিয়া নীরস দারুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আহা! পরিবর্ত্তনশীল সময়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা! দেখ প্রভাকরের যে, করে স্বপদস্থ তামরসের মুকুলিত আস্য প্রফুল্লিত করে ; সেই করে চ্যুত বৃন্ত অপদস্থ অরবিন্দের অন্তর দহন হইয়া থাকে। অতএব স্বপদভ্রষ্ট কুগ্রহাবিষ্ট বণিকাত্মজ, বনিতা কর্ত্তৃক যে; তিরস্কৃত ও অনাদৃত হইবেন; ইহার বিচিত্রতা কি! তৎকালীন মনোমোহনের নিস্পন্দিত বিকৃতাকার বিলোকনে তদীয় রোদিতা জননী, অস্থির চিত্তে বধূর সরোষ বিরসবদন লক্ষ্য করিয়া, বৎসে! কি করিলে? হায়-কি হইল! ষাট্‌, আমার এক চক্ষু অন্ধ করিওনা বলিয়া স্নুষার হস্তধারণ করত কহিলেন; মাগো!-রিক্তহস্ত নির্ব্বোধ মনোমোহনকে কিছু বলিও না। সাধু আসন্নকালে সংগোপনে হিরণ্ময় যে, কবচ আমাকে দিয়াছিলেন, যাহা আমার দয়িতদত্ত একমাত্র যৎকিঞ্চিৎ সম্বল ছিল, তাহা তোমাকে দিতেছি ; অতি যত্নে ধারণ ও

সাবধানে রক্ষা করিও বলিয়া বধূর প্রসারিত করে সমর্পণ করিলেন। মনোমোহিনী, অগত্যা শ্বশ্রূদত্ত সুবর্ণ কবচ গ্রহণ করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

মনোমোহন, মাতৃসমীপে বিদায় হইয়া দেশান্তরে গমন করিলে, তদীয় দুঃখিনী জননী, পতি পুত্র বিরহ জনিত দুঃখ অবলম্বন করিয়া কখন অনাহারে কখন নীরাহারে কখন অর্দ্ধাশনে করালকালের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। মনোমোহন, কখন একাকী গৃহের বহির্গত হন নাই, কোন্ বর্ম্মে কোন্ স্থানে কাহার নিকট কি রূপে গমন করিবেন; চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্মরণপথে পতিত হইল। শ্রীহট্ট-গ্রামে শ্রীপতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী সাধু, পিতার পরম বন্ধু বাস করেন, বহুকাল হইল যিনি পিতার সহসাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে করত অতিশয় স্নেহ ও অসীম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধুনা তদীয় আবাসে গমন করিলে পিতৃতুল্য পিতৃ বান্ধবের হৃদয় উদ্ভব স্নেহরসে মদীয় দুরদৃষ্ট সমুৎপন্ন দুঃখানল অবশ্যই নির্ব্বাপিত হইবে; এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মনোমোহন, কিয়দ্দিবস মধ্যে অভীপ্সিত স্থানে উপনীত হইয়া পিতৃসখার চরণযুগল বন্দনা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করণানন্তর উপবেশনের অনুমতির অপেক্ষায় করপুটে বাষ্পাকুল নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। শীর্ণদেহ, জীর্ণ অম্বরায়, দীন ভাবাপন্ন, গদগদ সাধু-

নন্দনের ভাবভঙ্গী দৃষ্টে অপরিচিত যাচকাভিজ্ঞানে বৃদ্ধ বণিক, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করত কহিলেন। রেঐন্দ্রজালিক! তুই কি, মনে করিয়াছিস্; জালিক বিদ্যা প্রভাবে আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিবি? আমি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়াছি। মদীয় মনোবিহঙ্গ, তোর ন্যায় কত ঐন্দ্র জালিকের বিততী কৃত বাগ্বিতংশ ভেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; অতএব বৃথা মায়াজাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। অতিথি শালায় যাইয়া আতিথ্য গ্রহণানন্তর যদৃচ্ছা প্রস্থান কর। আশার বিপরীত ফল দৃষ্টে মনোমোহন, সবিস্ময়ে কহিলেন; মহাশয়! আমাকে চিনিতে পারেন নাই? রতনপুর নিবাসী আপনার মিত্র, আর্য্য রত্নেশ্বর সাধুরপুত্র, অধীনের নাম "মনোমোহন," পরিচয়প্রাপ্তে শ্রীপতি, বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন; বৎস মনোমোহন! তোমার এ রূপ দুরবস্থা দেখিতেছি কেন? বাণিজ্যার্থে দেশভ্রমণ কালে দস্যু কর্ত্তৃক কি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে? অথবা বায়ু রোগাক্রান্ত হইয়া পরিবারগণের অজ্ঞাতে এখানে আসিয়াছ? মনোমোহন, লজ্জাবনত বদনে কহিলেন; আর্য্য! যে, গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ দাশরথির ও নৈষধের বনবাস এবং দশানন নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল; সেই অলঙ্ঘনীয় গ্রহ বৈগুণ্য ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি; উন্মাদ কিম্বা দস্যু কর্ত্তৃক এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হই নাই। অধুনা পিতৃ বিয়োগ জনিত ও দুরদৃষ্ট সমুৎপন্ন দুঃখানল, আপনার সুপ্রসন্ন ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে

সুশীতল হইল; অতঃপর অধীনকে আর পিতৃহীন কিম্বা অসহায় বলিয়া বোধ হইতেছে না।

সাধু, মনোমোহনের সুধাভিষিক্ত বিনয় গর্ভ বচনা কর্ণনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন; বৎস! স্নানাগার হইতে অঙ্গরাগ সংস্কার সুসম্পন্ন করিয়া পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধানানন্তর অনতি বিলম্বে অবরোধ মধ্যে গমন করিও, একত্রে আহার করিতে হইবে, আমি অগ্রে গমন করিতেছি বলিয়া; অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনোমোহন স্নানাগারে প্রবেশিলে ভৃত্যগণ, তদীয় অঙ্গ সংস্কার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে জনৈক দাস, সাধুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ এক শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া তথায় উপনীত হইল। কুগ্রহাবিষ্ট মনোমোহন, সমাগত সাধু-নন্দনকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করত সাদরে স্বক্রোড়ে লইয়া যত সমাদর ও স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; শিশু, অপরিচিত ব্যক্তি অবলোকনে রোদন করিতে লাগিল। রোদিত শিশুকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত নৃত্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশিয়া ভিত্তি সংলগ্ন চিত্রপট সকল দৃষ্ট করাইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে নানা রাগ রঞ্জিত বিচিত্রিত এক চিত্র পিচ্ছক অঙ্গুলি নির্দ্দেশদ্বারা যেমন দেখাইতেছেন, মনোমোহনের দূরদৃষ্ট বশতঃ সেই অচেতন অহি অশন, ভুজঙ্গ সদৃশ কুমার কণ্ঠ পরিশোভিত বহুমূল্য রত্নমালা ভক্ষণ করিয়া পূর্ব্বানুরূপ নিস্পন্দিত হইল। এই অদ্ভূত ঘটনা সাধুকুমার ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না।

মনোমোহন, অশ্রুত পূর্ব্ব অদৃষ্ট পূর্ব্ব অসম্ভাবিত কার্য্য অবলোকনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এরূপ অবিশ্বাস্য বাক্য কি প্রকারে প্রকাশ করিব! মনে করিয়া অস্থির চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে শিশুপাল, বিলাস গৃহে প্রবেশিয়া রুদ্ধমান কুমারের শূন্যকণ্ঠ বিলোকনে মনোমোহনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল; মহাশয়! কুমারের কণ্ঠাভরণ কি হইল? সাধুনন্দন, অসম্ভব বাক্য বলিতে না পারিয়া নিস্তব্ধে নিস্পন্দিত চিত্র ময়ূরের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। দাস, প্রত্যুত্তর না পাইয়া তৎকর্ত্তৃক আভরণ অপহৃত হইয়াছে নিশ্চয় অনুভব করিয়া এবং স্বীয় নির্দ্দোষতার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত চিৎকার শব্দে কহিল; এই অপরিচিত অপহারক, কুমারের কণ্ঠাভরণ অপহরণ করিয়াছে। চৌর শব্দ শ্রবণ মাত্র প্রহরিগণ, দ্রুতবেগে নৃত্যাগারে প্রবেশিয়া মনোমোহনের কেহ হস্ত কেহ কটি কেহ গ্রীবাধারণ করিয়া প্রহারারম্ভ করিল। শ্রীপতি অন্তঃপুর মধ্য হইতে এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জনৈক দাসীকে কহিলেন, পরিচারিকে! তুমি শীঘ্র যাইয়া প্রাতহারিগণকে প্রহার করিতে নিবারণ কর; যে হেতু অভ্যাগত, ধনাঢ্য ও সদ্বংশ জাত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছে। দৈন্যতা প্রযুক্ত লোভানুগত হইয়া অসন্মার্গগামী হইয়াছে, অতএব ক্ষীণদেহে অধিক আঘাত না করিয়া বহিস্কৃত করিয়া দিতে বলিয়া আইস। পরিচারিকা, অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া আদেশিত প্রভু আজ্ঞা প্রহরিগণের নিকট প্রচার করিল।

দৌবারিকগণ, দাসীমুখে সাধু বাক্য শ্রবণ করত নিষ্ঠুর আঘাতে নিবর্ত্ত হইয়া মনোমোহনকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল।

স্বপ্নাতীত ও কল্পনাতীত দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ অপমানিত হইয়া যুগপত্ দুঃখ ও অপমানের আধার নিজদেহ-ভারবহন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় বিচলিত চিত্ত মনোমোহন, সমীপবর্ত্তি এক জলাশয় জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে অলক্ষিতে কেহ যেন, গম্ভীর স্বরে কহিল ; ভো বৎস! তুমি কি জাননা ? আত্মহত্যাকারী, কোন কালে সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যতে শুভ গ্রহ সঞ্চারিত হইলে শিবলাভে সমর্থ হইবে এবং গ্রহণ কর বলিয়া, সুবর্ণপত্রে প্রণবযুক্ত মহামন্ত্রে লিখিত এক তনুত্রাণপ্রদান করত কহিলেন ; এই দেব নির্ম্মিত কবচ যিনিধারণ করেন্ কেহ তাহাকে আঘাত করা দূরে থাক্ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্তস্পর্শও করিতে পারে না। অধিক কি কহিব সর্ব্ব সংহার কারিণী জরাও তাহার নিকটে গমন করেনা। রাম! অনায়ত্ত বিষয়ে কেবল সানুকুল দৈবই একমাত্র উপায় দেখ অচিন্তনীয় ব্যাপার সমূহের অনমুষ্ঠানে দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে; দৈবাত্ সকলি সম্ভব। উহার অসাধ্য কিছুই নাই। অতঃপর সাধুসুত, অকস্মাৎ দৈববাণী শ্রবণে ও গগণ ভ্রষ্ট অক্ষয় কবচ লাভে ভয় ও আহ্লাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তটিনীগর্ভ হইতে তটোপরি আরোহণ করিলেন।

দৈব লব্ধ মহাকবচ বাহুমূলে নিবদ্ধ করত নির্ব্বিশঙ্কে মনোমোহন, ভাবী সুখাশ্বাসে কিয়ত্‌কাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষৌরিক নগরে এক নরসুন্দর ভবনে উপনীত হইলেন। আতিথ্য ব্রত পরায়ণ সেই গৃহী প্রদত্ত আতিথ্য আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া পথশ্রান্তি শান্তির নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিলেন। শর্ব্বরী সমাগমে ক্ষৌরিকগণ, নিজ নিজ কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলে, বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত যুগপত্‌ সকলে সমবেত হইয়া ঐ আবাসীর আবাসে উপবেশন করিল। অপরিচিত অভ্যাগত সহ নানার প্রকার কথা প্রসঙ্গে সাধুসুতে সমস্ত পরিচয় প্রাপ্তে সকলেই দুঃখিত হইয়া কহিল; মহাশয়! ভৈক্ষ চর্য্য দ্বারা চাতুর্ব্বিধ রস সংযুক্ত অদনীয় আহারে বিংশত্যধিক শতবর্ষ উদর পোষণাপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রম অর্জ্জিত অর্থে ষষ্ঠান্নকালে শাকান্ন সহযোগে মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণ ও শ্লাঘনীয়। দেখুন্‌ স্বকার্য্য সাধন সময়ের প্রতীক্ষায় কালহরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান নারায়ণ, ব্রজপুরে গোপ বালকবৃন্দ সহ সখ্যতা প্রযুক্ত নিকৃষ্ট কার্য্য গোচারণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আপনি শুভগ্রহ সঞ্চারের প্রতীক্ষায় এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ক্ষৌর কর্ম্ম অভ্যাসানন্তর তদ্বৃত্তি অবলম্বন করত কালাতিপাত করুন্‌।

মনোমোহন, অন্তাবসায়িগণের পরামর্শানুসারে সল্পকাল মধ্যে মুণ্ডন কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া বৎসরদ্বয় তদবলম্বনে কালাতিবাহিত করিলেন। সেই বিগত

কাল জাত অসংস্কৃত সুদীর্ঘ শ্মশ্রুমান হইয়া, ছদ্মবেশে নিজ প্রিয়তমা বল্লভার চরিত্র পরীক্ষার জন্য ক্ষৌর যন্ত্র কোষ কক্ষে করত বরাহনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে বরাহনগর সন্নিহিত তরঙ্গমালা পরিশোভিত-হিমাদ্রি সমুদ্ভূত-ভাগীরথী-তটে উপনীত হইলেন। তৎকালে মনোমোহিনী, রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ সহ নিম্নগা নীরে ক্রীড়া করিতেছিল; দুর হইতে সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধর, মলীমস চিরাম্বর, নিষ্প্রভ কলেবর আগন্তুকে. অবলোকন করত যেন, কোনও স্থানে কখন দেখিয়াছি। মনে করিয়া লজ্জাবনত বদনে অবগুণ্ঠিতা হইল।

ইত্যবসরে ক্ষৌরিক রূপী সাধুনন্দন, কক্ষস্থিত কোষ হইতে ক্ষৌরাস্ত্র বহিষ্কৃত করিয়া, নাবিক প্রভৃতি নায়িকা-গণকে লক্ষ্য করত কহিলেন; যদি, কাহারও ক্ষৌর কার্য্যের আবশ্যক থাকে শীঘ্র আইস, তৎকার্য্যে আমি অতি তৎপর, তদ্ভিন্ন তৈল মর্দ্দনে ও অঙ্গরাগ সংস্কারে অদ্বিতীয়। মোহিনী, যাহাকে পরিচিত মনে করিয়া শঙ্কা করিতেছিল; তৎকৃত আহ্বান শ্রবণে সকলেই তাঁহাকে এক গর্ব্বিত নরসুন্দর বলিয়া নিশ্চয় করিল এবং মহিলাগণ, মনোমোহিনীকে পরিহাস করিয়া কহিল; সখি! যে, আগন্তু অবলোকনে কুণ্ঠিতাও অবগুণ্ঠিতা হইলে ঐ পরম সুন্দর নরসুন্দর তোমার যৌবন তরণীর গুপ্ত নাবিক নাকি? স্বীয় পতির প্রতারণায় প্রতারিতা হইয়া মনোমোহিনীর সন্দিহান মনে আগন্তু পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া আর কোন আশঙ্কা রহিল না। দ্বিপাদগ্রাস গ্রহণে সুধাকরের যে

রূপ শোভা হয়; নবোদিত মরীচিমালীর অনতি তীক্ষ্ণ করস্পর্শে অর্দ্ধ বিকসিতা সরোজিনী, যে রূপ সৌম্যতা সম্পাদন করে, সেই রূপ মনোমোহিনী, অর্দ্ধাবৃত বদনে ঈষদ্ধাস্য করত কহিল; সখি! আমাদিগের পরস্পরের কৃতকার্য্য-সকল ঘমনের অগোচর নাই। অতএব অপমার্গ গামী জনগণের পদে পদে বিপদাশঙ্কা হইয়া থাকে, তাহা কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ? সঙ্গোপিতব্য অসন্মার্গ-গমনের কথা মোহিনী-বচনাভাসে প্রকাশিত হওয়ায়, উহা অর্থান্তরে গোপন করিবার নিমিত্ত সুচতুরা কামিনী-গণ, কৃত্রিম কোপভরে কহিল, সখি! তোমার মতে দেব দুর্লভ গঙ্গাস্নান ও কি কুকার্য্য? বলিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিল। মোহিনী, সঙ্গিনীগণের ইঙ্গিতে প্রত্যুৎ-পন্ন মতি হইয়া কহিল; সে কি সখী, আমি কখনই গঙ্গাস্নান কুকার্য্য বলি নাই! তোমাদিগের মতে গমনা গমনের পঙ্কিল পথটিও কি কেহ মন্দ বলিতে পাইবে না! যাহা হউক আর ও কথার আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। আইস আমরা সকলে সমবেত হইয়া অপরিচিত আত্মশ্লাঘী বহু ভাষী ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায় মলিন বেশী পরম সুন্দর নরসুন্দর সহ কৌতুক করি। রামাগণের মধ্যে এক রসিকা রমণী, ব্যঙ্গ করত কহিল; ভাই! আমার রন্ধন কাল অতীত প্রায় হইল, এ পরিহাসের সময় নহে; তবে যাহার ক্ষৌরী হইবার আবশ্যক থাকে সে নরসুন্দরের উপাসনা করুক, আমি নাপিতের কোনও অপেক্ষা রাখি না।

মনোমোহন, নির্লজ্জ নারীগণের মধ্যে স্বীয় বণিতার ভাব ভঙ্গি ও বাক্ চাতুরী শ্রবণাবলোকনে ক্ষণকাল অর্বাক্ হইয়া রহিলেন। বরাহনগরে পদার্পণ মাত্রই আগমনের উদ্দেশ্য ফল, হাতে হাতে লাভ হইলেও গণিকাগণের গন্তব্য পথে মোহিনী কত দূর গমন করিয়াছে, প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়; কৌশলরূপ আকর্ষণী আকর্ষণে মহিলাগণের মনো-মহীরুহ অবনত করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়ি-কুতূহলান্বিতে-সুন্দরীগণ! মাদৃশ অসহায় নিরাশ্রয় বৈদেশিককে যদি, কেহ কিঞ্চিৎ স্থান দান করেন্, তাহা হইলে তথায় অবস্থান করত স্বীয় অসাধারণ গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়া কৃত পরিশ্রমের সফলতা সম্পাদন করি। চারু হাসিনী কামিনীগণ, সকলে এক বাক্য হইয়া মোহিনীকে কহিল; সখি! তোমার পিতৃ বিয়োগ কালাবধি তোমাদিগের আলয়ে অন্য পুরুষ কেহ অভিভাবক নাই; নরসুন্দরকে স্ববাসে বাসস্থান প্রদান করিলে, বিনাবেতনে, ইহার দ্বারা দাসোচিত কার্য্যের অনেক আনুকূল্য হইতে পারিবে। মোহিনী, কথিত প্রস্তাবে অনুমোদন করত নরসুন্দর সহ স্বকীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পুর মধ্যে প্রবেশিয়া বহির্ব্বাটীর এক ক্ষুদ্রগৃহে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা নরসুন্দরকে কহিল; এই নির্জ্জন নিকেতনে নিঃশঙ্কে যত কাল ইচ্ছা হয় অবস্থান করও। রন্ধন প্রস্তুত হইলে আহ্বান করিব বলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনতি বিলম্বে মোহিনী কর্ত্তৃক আবাহিত হইয়া সাধ-

নন্দন, ভোজনান্তে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

যথাক্রমে দিনমণি অস্তমিত হইলে, পতিসোহাগিনী শতাক্ষী শর্ব্বরী সতী, সমাগত সুধাংশুবদন বিলোকন করিবার নিমিত্তই যেন, এককালে নক্ষত্ররূপ শত শত নয়নোন্মীলন করিল। সুধাকরের সুস্নিগ্ধ শুভ্রকান্তি চন্দ্রিকা, ধ্বান্তময় ধরাতলে নিপতিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, সিত রাগরঞ্জিত ক্ষীরদার্ণব প্লাবিত হইয়া অসিত বর্ণ লবন সাগর সহ মিশ্রিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ছায়াবৃত স্থান সমূহ দৃষ্টে শৈবাল দল এবং অট্টালিকা সকল বারিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কৌমুদীপ্রভায় দশদিগ্ আলোকিত হইলে, চন্দ্রিকা প্রিয়চকোরগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরিমল বাহী সুশীতল সমীরণ, বিকসিত কুমুদ বাস বিতরণ করত বিলাসিগণের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিল। অভাগিনী প্রিয় বিরহ কাতরা চক্রবাকীর বিলাপোক্তি শ্রবণে বিরহিগণের নির্ব্বাপিত বিরহানল পুনরুদ্দীপন হইতে লাগিল। মধুপানোন্মত্ত মধুকরগণ, সুমধুরস্বরে গান করিতে করিতে কুমুদিনীর প্রফুল্ল বদন বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল। স্মর সহায় অভিসারিকা-গণ, নিঃশঙ্কে শঙ্কেত স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিল। রজনী রমণ, গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে, মোহিনী মোহন এক নগরপাল, রত্নেশ্বর বণিকের নির্জ্জন নিকেতনে প্রবেশ করিল। প্রহরী, পুরমধ্যে প্রবেশিয়া অকস্মাৎ

অপরিচিত এক যুবা পুরুষ অবলোকনে অনুভব করিল, মোহিনী বুঝি আমার প্রতি অননুরাগ বশতঃ ইহারই প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিবে; নতুবা উহার এস্থানে অবস্থানের কারণ কি? নগরপাল, স্বমনে এই রূপ কল্পনা করিয়া সামান্য জন স্বভাব সুলভ ক্রোধ কম্পিত কলেবরে কালভুজঙ্গ সদৃশ স্বীয় প্রসারিত ভুজপাশে ভুজঙ্গিনী স্বরূপ মোহিনীর নিতম্ব চুম্বি লম্বিনী বেণীবদ্ধ করত নিমেষার্দ্ধ মধ্যে অসংখ্য পাদুকাপ্রহার করিল। সহিষ্ণু প্রস্রাবী ধরণীধর, যে রূপ মর্ম্মভেদী অশনি পতনাঘাত অবাঙ্মুখে সহ্য করে, সেই রূপ মোহিনী, গলদশ্রুলোচনে নীরবে নগর পালের অসহনীয় অসংখ্য পাদুকা প্রহার অবলীলা ক্রমে সহ্য করিল।

নগরপাল, প্রহারান্তে মোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, ক্রোধ কষায়িতলোচনে মনোমোহনের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন নিরপরাধী অভ্যাগতের অরিষ্টাশঙ্কায় মোহিনী, বিনীত বচনে কহিল; নাথ! দাসী, জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ করে নাই; তবে কি নিমিত্ত নিগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেন, ব্যক্ত করিয়া অধীনার আন্তরিক আশঙ্কা অন্তরিত করুন্। নগরপাল, ক্রোধ কম্পিত কলেবরে অপরিচিত যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল; উভয়ের নাসা কর্ণ ছেদন করিলেই সকলে কারণ জানিতে পারিবে; আমার প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে হইবে না। মনোমোহিনী, অপাঙ্গ ভঙ্গি করত কহিল; হে প্রাণবল্লভ। অনঙ্গ উপাদেশে জীবন যৌবন এককালে

যখন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি ; তখন অন্য আশঙ্কা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। নিরাশ্রয় সরল স্বভাব বিদেশী নরসুন্দরের প্রার্থনায় ও সখীগণের অনুরোধে বিশেষতঃ আপনার সেবার নিমিত্তই এস্থানে স্থান দান করা হইয়াছে। যদি, আপনার অনভিপ্রায় হয়, এই দণ্ডেই উহাকে বহির্গত করিয়া দিতেছি। নগরপাল, মনোমোহিনীর মোহন বাক্যে মোহিত হইয়া কহিল। প্রিয়ে! যদি, তোমার কথা মিথ্যা না হয় ; তাহা হইলে উহার এস্থানে থাকায় কোন ক্ষতি নাই বলিয়া মনোমোহনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল, ও নরসুন্দর! তোমার নাম কি ? স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত আশাবৃক্ষ, ফল প্রসবোন্মুখ দেখিয়া ছদ্মবেশী নরসুন্দর কহিল, আজ্ঞা, অধীনের নাম "সদানন্দ ,, নগর পাল, সদানন্দের নম্র স্বভাব সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, সদানন্দ! তবে একবার তামাক্ দেও। সদানন্দ, যে আজ্ঞা, বলিয়া সত্বর তামাক্ সাজিয়া প্রদান করিল।

নগর পাল, প্রমদা সহ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া ধূম্রপান করিতে করিতে কহিল ; সদানন্দ! অদ্য অশ্বারূঢ় শান্তিরক্ষক সহ পদব্রজে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পাদদ্বয়ে অতিশয় বেদনা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ তৈল মর্দ্দন করিয়া দেও। সদানন্দ, যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ পল্যঙ্কের প্রান্তে উপবেশন করত কষ্ট সাধ্য সেই সুদৃঢ় তালতরু সদৃশচরণ-সেবায় নিযুক্ত হইল। সদানন্দের দুর্ভাগ্য বশতঃ অনতি বিলম্বে জনৈক গুরু ভাবাক্রান্ত

হইয়া পুরাতন পর্য্যঙ্কের পাদৈক ভগ্ন হইল। তখন নগর পালের অনুজ্ঞানুসারে সদানন্দ, ভগ্নপাদ স্থানে খট্বাঙ্গরূপে উপবেশন করিয়া মস্তকোপরি পর্য্যঙ্কধারণ করিল। তৎকালে দেবাসীন মহাকাল স্বরূপ নগরপাল হৃদয়ে মনোমোহিনী রাজ রাজেশ্বরীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। প্রভাত সময়ে নগরপাল, মোহিনীকে কহিল; প্রিয়ে! সদানন্দের অপরিমেয় পরিশ্রমে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহাকে এক মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিও বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

নিশাগমে নগরপাল সহ মোহিনীর পুনর্ম্মিলন হইলে, কোল পরতন্ত্র উভয়ের ভুজপাশে উভয়ে বদ্ধ হইয়া বিমোহিত মনে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অকস্মাৎ মোহিনীর বাহুবদ্ধ শ্বশ্রূদত্ত ভগ্ন কবচের পার্শ্বদেশ ছুরিকার ন্যায় নগর পালের পীন বাহুমূলে আঘাত লাগাতে আহত, উদ্ধত হইয়া কহিল; অয়ি নৃশংসরত্নে। তোমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা হইতে পারে; যদি, অবিলম্বে তীক্ষ্ণ অস্ত্র স্বরূপ জঘন্য ভগ্ন অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারও। মোহিনী, কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া কহিল; কান্ত! শান্ত হও এরূপ আজ্ঞা করিবেন না। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী উহা প্রদান কালে কহিয়াছিলেন, এই পূজনীয় কবচ অতি যত্নে ধারণ ও সাবধানে রক্ষা করিও। আমি তদবধি হস্তান্তর কিম্বা স্থানান্তর করি নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কল্য দিবাভাগে যদি, ইহার পুনঃ

সংস্কার করত আনয়ন করেন; তাহা হইলে কথনাতীত উপকৃত হই। নগরপাল কহিল, দিবসে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ও সাবকাশ নাই এবং স্বর্ণকারের আলয় ও নিকট বর্ত্তী নহে, কল্য সৎস্বভাবান্বিত সদানন্দের দ্বারা এতৎ কার্য্য সমাধা হইবে; এক্ষণে উহা উন্মোচন করিয়া রাখ। প্রভাতে নগরপাল প্রস্থান করিলে মোহিনী, নরসুন্দরকে প্রলোভ দেখাইয়া কহিল, সদানন্দ! অতি সাবধানে যদি, এই ভগ্ন কবচের পুনঃ সংস্কার করিয়া আনয়ন করিতে পারও তাহা হইলে এক মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। সদানন্দ, মহানন্দ প্রকাশ পুর্ব্বক কবচ লইয়া দ্রুতপদে স্বর্ণকার আপণে গমন করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে হস্তস্থিত ভগ্ন কবচাভ্যন্তরে এক লিপি নিরীক্ষিত হওয়ায় সবিস্ময়ে তদ্বৃত্তান্তে অবগত হইবার নিমিত্ত উহা বহিষ্কৃত করিলেন।

মনোমোহন, স্বীয় পিতার হস্তাক্ষরে লিখিত লিপি মধ্যে তদীয় গুপ্ত ধনের পরি সংখ্যা এবং যে রূপে যে, স্থানে উহা রক্ষিত হইয়াছে তদ্বিবরণ সবিস্তরে পাঠানন্তর হৃষ্ট অন্তঃকরণে অনাশ্বাসিত লব্ধ লিপি নিজ বস্ত্রাভ্যন্তরে গোপন করিয়া রাখিলেন। অনতি বিলম্বে স্বর্ণকারের নিকট হইতে ভগ্ন কবচের পুনঃ সংস্কার সুসম্পন্ন করিয়া স্বীয় বনিতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। মোহিনী, জার বাক্যে অজ্ঞাত কুলশীলের হস্তে সুবর্ণ ভুষণ সমর্পণ করিয়া চিন্তা করিতেছিল, কবচ প্রাপ্তে পরিতুষ্ট মনে কহিল; সদানন্দ! তোমার দুই দিবসের প্রাপ্য পারি-

তোষিক দ্বি মুদ্রা আমার নিকট ন্যস্ত রহিল, যখন তোমার আবশ্যক হইবে বিনাপত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব। সদানন্দ, তাহাতে কোনও আপত্তি না করিয়া প্রত্যুত মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সংগোপিত পিতৃধনের অনুসন্ধান প্রাপ্তে সত্বর স্বালয়ে প্রত্যাগমনেপ্সিত অস্থির চিত্ত মনোমোহন, কোন রূপে সেই অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়া অতি. প্রত্যুষে মোহিনীর অজ্ঞাতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বরাহনগর অতিক্রম করিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগানন্তর হর্ষোৎফুল্ল মনে অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। অনতি গৌণে নিজ নিকেতনে জননী সন্নিধানে উপনীত হইয়া তদীয় চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। দরিদ্র রত্নার্জ্জনে, অন্ধ অক্ষিলাভে, রুগ্ন অনাময়ে, রত্নাকর সুধাকর সন্দর্শনে যে রূপ উচ্ছ্বসিত হয়; স্বপুত্র ঈক্ষণে তদধিক প্রফুল্লিত মনে সাধুপত্নী, প্রণত পুত্রকে উৎসঙ্গে উৎসঙ্গিত করিয়া মস্তকাঘ্রাণ করত বারম্বার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। আনন্দাশ্রু প্রবাহিতা সার্থবাহ বনিতা সমাগত সন্তানের স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবেন কি, বহু কালান্তে পরম স্নেহাস্পদ স্বপুত্র বদনারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত মনে এককালে সমুদয় বিস্মৃত হইলেন।

মনোমোহন, আলয় হইতে বহির্গত হওনাবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ যে, যে, অঘটন সংঘটন হইয়াছিল, তৎসমুদয় মাতৃ সমীপে সবিস্তরে পরিকীর্ত্তন করিলেন; কেবল স্বীয় ভার্য্যার চরিত্র এবং

গুপ্তধনের প্রাপ্তানুসন্ধানের বিবরণ ব্যক্ত করিলে অপ্রকাশ থাকিবেনা বিবেচনায় উহার অণুমাত্রও উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু কি রূপে প্রোথিত ধন সংগোপনে হস্তগত করিবেন, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন; মাতঃ! আপনি শীঘ্র রন্ধন করুন। আমি কোন আসন্ন গৃহীর গৃহ হইতে খনিত্র আনয়ন করিয়া প্রাঙ্গণ মধ্যে বীজাদি বপণের স্থান খনন করি বলিয়া এক প্রতিবাসীর নিকট হইতে ঐ রূপ ছলে খনিত্র গ্রহণানন্তর অজির অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ ভুমি খনন করিয়া আহারান্তে নিশাগমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিশীথ সময়ে সমস্ত প্রাণী নিদ্রাভিভুত হইলে সাধুনন্দন, সাঙ্কেতিক স্থান খনন করিয়া অসংখ্য অর্থ পরিপুরিত কোষ হইতে যৎকিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিলেন। গোপনীয় ধন-কোষ প্রকাশ হওনাশঙ্কায় অবিলম্বে উত্তোলিত মৃত্তিকাদ্বারা গহ্বরিত প্রাঙ্গণ পূর্ব্ববৎ সমতল ভুমি করিয়া রাখিলেন। তদনন্তর বিপণি মধ্যে এক পণ্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া পৈতৃক বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন ছলে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে জন সমাজে পুর্ব্বানুরূপ ঐশ্বর্য্য শালী সাধু বলিয়া সুবিখ্যাত হইলেন।

মনোমোহন, স্বকীয় বনিতার বিকৃত স্বভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; একারণ পুনরায় এক দারপরিগ্রহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা শরদাগমে সাধুনন্দন, স্বীয়বনিতা সহ চন্দ্রিকালোকে নিরুপম জগতীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে নির্ম্মল গগণ সিংহাসনে সুচারু সুধাংশু বদন বিলোকন

করিয়া কহিলেন; প্রিয়ে! ঐ দেখ, ত্বদীয় অংনঙ্কিত আনন আভা অপহরণ করিয়া কেমন, মৃগাঙ্কিত চির কলঙ্কিত হইয়াছেন। পতির প্রণয় পীযূষাভিষিক্ত বচন পরম্পরা শ্রুতিগোচর করিয়া, পতি সোহাগিনী প্রমোদিনী কামিনী, কহিল; নাথ! তাহা নহে ত্বদীয় অনুপম অক্ষয় বদন ইন্দু ঈক্ষণে ঈর্ষা পরতন্ত্র ক্ষীয়মান শশবিন্দু, অভিমানে মলীমস হইতেছেন! পরস্পর এইরূপ সুধাময় বিবিধ কৌতুক করিতেছেন; ইত্যবসরে পিতৃবান্ধবাত্ম্‌জের রত্নমালা অপহরণ অপবাদ জনিত দুঃখানল, শোচনানিল সহকারে দাব দহন সদৃশ অকস্মাত্‌ তদীয় হৃদয়ারণ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মনোমোহন, সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে শিল্প নৈপুণ্য স্বর্ণ কার দ্বারা হৃত হারাপেক্ষা বহু মুল্যের এক কণ্ঠাভরণ নির্ম্মাণ করিয়া অশ্ব গজ, দাস, দাসী সমভিব্যাহারে পিতৃসখার সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। প্রয়াণকালে স্বীয় স্নুষার চরিত্র অনভিজ্ঞা মনোমোহনের জননী, ব্যগ্রতা- তিশয় সহকারে কহিলেন; বৎস! বড়বধূ বহুকালাবধি পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন, প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া আইস। মনোমোহন, মাতৃ বাক্যে কোন উত্তর না করিয়া অবিলম্বে অভিপ্রেত প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে শ্রীহট্টের অনতিদূরে উপনীত হইলে, মহাসমা- রোহে মিত্রপুত্র আগমন করিতেছেন; জনশ্রুতিতে শ্রবণ করিয়া শ্রীপতি, প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত

অগ্রবর্ত্তী হইলেন। অবিলম্বে পরস্পর সাক্ষাত্ হইলে প্রথমতঃ মনোমোহন, পিতৃ সখার চরণ যুগলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। তৎপরে উভয়ে আলিঙ্গন ও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া পরস্পর স্বাগত কথঙ্কথিকতা করিতে লাগিলেন। তদুত্তর শ্রীপতি, মনোমোহনের হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বালয়ে প্রত্যাগমন করত সুসজ্জিত বিলাসাবাসে প্রবেশিয়া সাধুপুত্র সহ বিস্তৃত আস্তরণে উপবেশন করিলেন। এমত সময়ে সমীপাগত সাধুর কনিষ্ঠাঙ্গজ, স্বীয় পিতার ইঙ্গিতানুসারে মনোমোহনকে অভিবাদন করিল। মনোমোহন, প্রণত সাধুনন্দনকে ভ্রাতৃক সম্বোধনে আলিঙ্গন করিয়া নিজ সহ আনীত বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ, প্রসাদ স্বরূপ তদীয় কণ্ঠদেশে প্রদান করিলেন।

রাম ! গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ নির্জ্জন নিকেতনে যে, চিত্রিত ভুজঙ্গক, রত্ন মালা ভক্ষণ করিয়া জন সমাজে সাধুসুতকে অসাধু রূপে পরিচিত করিয়াছিল ; এক্ষণে সেই নিস্পন্দিত বিচিত্র চিত্র পিচ্ছক মনোমোহনের শুভ গ্রহ সঞ্চাররূপ নবীন নীরদ নিরীক্ষণে কেকারব করত প্রসারিত পুচ্ছেনৃত্য করিতে লাগিল। তৎপরে সভাস্থ সমস্ত জন গণ সমক্ষে পূর্ব্ব ভক্ষিত রত্নমালা পুনরুদ্গীরণ পূর্ব্বক, সাধু নন্দনের অপকলঙ্ক রূপ পবন অশন বিনাশন করিল। তখন সাধুনন্দন, পরম সমাদরে সাধুপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া মাতৃ আজ্ঞানুসারে বরাহনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অগ্রগামি সন্দেশ বহ বাচনিক ভর্ত্তার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মোহিনীর হৃদয়, নগর পালের ভাবী বিচ্ছেদ

যন্ত্রণা কি রূপে সহ্য করিব চিন্তা করিয়া উচ্ছ্বসিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় নিরন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল। মনোমোহন, যথা ক্রমে গমন করিতে করিতে বরাহনগর সন্নিহিত হইয়া ভূতপূর্ব্ব ছদ্মবেশী নরসুন্দরের অনুরূপ এরূপ অনুমান কেহ না করে, এনিমিত্ত দৃষ্টি অবরোধক সায়ংকালে স্বীয় শ্বশুরালয়ে উপনীত হইল, কমলানুগ্রহে অপূর্ব্ব শ্রীযুক্ত স্বীয় স্বামীকে: সন্দর্শন করত গ্রহ বৈগুণ্য কালীন হতশ্রী ছদ্মবেশী নরসুন্দরের সদৃশ বলিয়া মোহিনী, কোন ক্রমেই অনুভব করিতে পারিল না। মনোমোহনও তদ্বৃত্তান্তের প্রসঙ্গ মাত্র ও না করিয়া জায়া প্রিত, জাত বিরাগ মনে সমাগত শর্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন।প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অপরাসক্ত বনিতাসহ সঙ্গিগণে পরিবৃত হইয়া অবিশ্রান্ত গমনে অনতি গৌণে নিজ নিকেতনে উপনীত হইলেন। দোলা হইতে অবতরণ করত মনোমোহিনী, পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ স্বপত্নী সন্দর্শন করত সামর্ষে মূর্ত্তিমান্ বৈশ্বানরের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া জুগুপ্সা রূপ ত্যজঃ প্রভাবে নিজ দয়িতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন শান্ত স্বভাব সাধুসুতের সান্ত্বনা বাক্য রূপ সলিল সিঞ্চনে মোহিনীর ক্রোধরূপ জ্বলিত শিখা নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু এক কালে, অভিমান রূপ উষ্ণতা দূর হইল না। এইরূপে কিয়ৎকাল অতি বাহিত হইল।একদা মনোমোহন, দয়িতা দ্বয়কে ফল্গূৎসব পার্ব্বণের পার্ব্বণী প্রদান কালে কনিষ্ঠা কামিনীকে এক সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান

করিয়া প্রথম পরিণীতা বনিতাকে চতুর্দ্দশ রৌপ্য মুদ্রা মাত্র প্রদান করিলেন।

মনোমোহিনীর হৃদয়-স্থণ্ডিলস্থ ঈর্ষারূপ বষট্ কারানল, পতির পক্ষপাতী দান রূপ ঘৃতাহুতিস্পর্শে প্রজ্বলিত হইয়া মনোমোহনের বিনয় গর্ভ বাক্য রূপ সরস সমিদ্ ভস্মীভূত করিতে লাগিল। তখন অসতী রমণীরঅসহনীয় রোষানল নির্ব্বাপিত হওনের উপায়ান্তর না দেখিয়া সাধু-নন্দন, তৎকৃত সেই অপ্রকাশিত ব্যভিচার ব্যবহার প্রকাশ করণ রূপ পূর্ণাহুতি প্রদানে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সুন্দরী! এতক্রোধ করিতেছ কেন? আমি উভয়কেই সমতুল্য পার্ব্বণী প্রদান করিয়াছি। এতদ্বাক্য শ্রবণে মোহিনী ক্রোধ কম্পিত কলেবরে কহিল; ইহা আশ্চর্য্য নহে! যে হেতু দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ করিলে অধম পুরুষ গণ, নবীনা রমণীর নব প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া এক কালে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়; অধিক কি কহিব, সুবর্ণমুদ্রা এবং চতুর্দ্দশ রৌপ্য মুদ্রা, তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে। হে নব প্রেমান্ধ! আমার অর্থে আবশ্যক কি? যাহার নবীন অনুরাগে অনুরাগী হইয়াছ, তাহার তুষ্টিতেই জগত্ তুষ্ট হইবে; অতএব ইহাও তাহাকেই প্রদান করিও বলিয়া মনোমোহিনী, প্রাপ্ত মুদ্রা ভুমি তলে নিঃক্ষেপ করিল। তখন মনোমোহন, মৃদুস্বরে কহিলেন; অয়ি রোষান্বিতে! অকারণ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার নিকট আমার প্রাপ্য দ্বিমুদ্রা সহ প্রদত্ত চতুর্দ্দশ মুদ্রার সমষ্টি করিলে কি, সুবর্ণ মুদ্রার তুল্য মূল্য হইবে না?

অচিন্তনীয় মনোমোহনের বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়া মো-হিনী, দলিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সগর্ব্বে গর্জ্জন করিয়া কহিল আমি কি কখন তোমার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম? অথবা তুমি কি কখন আমার নিকট দ্বি মুদ্রা ন্যস্ত রাখিয়া-ছিলে! যে, তৎসহ সমষ্টি করিয়া সপত্নীর প্রাপ্ত সুবর্ণ মুদ্রার তুল্য মূল্য গ্রহণ করিব! মনোমোহন ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহি-লেন; অয়ি বিহ্বলে! ভগ্নৈক পাদ পর্য্যঙ্ক ধারণের ওভগ্ন কবচ পুনঃ সংস্কার করিয়া আনয়ন নিমিত্ত মৎকৃত পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ নগর পালের ও তোমার স্বীকৃত দ্বিমুদ্রা, এক্ষণে আমার নিকট রহিল; তোমার আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ দিব। যাহা তৎকালে কহিয়াছিলে, তৎ সমুদয় কি এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? অকস্মাৎ পয়োধর রূপ পতি বদন ভ্রষ্ট অশনি তুল্য বাণী, সীমন্তিনীর সীমন্ত স্বরূপ শিখরীর কন্দর রূপ শ্রবণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র যুগপৎ লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া মোহ প্রভাবে পর্য্যঙ্কোপরি দারুময়ী প্রতি-মূর্ত্তির ন্যায় মোহিনী, নিস্পন্দে শয়ন করিল॥ উদার চরিত্র মনোমোহন, তদবলোকনে সবিস্ময়ে; হায় কি হইল! আমি কি পাষণ্ড? স্ত্রী হত্যা করিলাম! সশঙ্কিত মনে প্রযত্নাতিশয় সহকারে মোহিনীর মোহ অপনোদনের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাল নিপীড়িতা কামি-নীর অদৃষ্ট ক্রমে সাধুসুতের সমূহ আয়াস বিফলীকৃত হ-ইল। তথাপি মনোমোহনের দুরাকাংক্ষিত চিত্ত হইতে দয়িতার পুনর্জ্জীবিতের বলবতী আশা কোন ক্রমেই দূর হইল না।

তখন অনবস্থিত চিত্ত মনোমোহন, অগত্যা স্বদেশীয় প্রথানুসারে ও জনাপবাদ ভয়ে জ্যোতি শূন্য প্রভাকর, বিদ্যা-শূন্য, কলেবর ও পক্ষি শূন্য পিঞ্জরের ন্যায় পর্য্যঙ্ক সহ জীবনশূন্য মোহিনীর মৃতদেহ গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিলেন। কিন্তু বেদবিধান অনুসারেপিতৃ কাননে দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না করিয়া মনোমোহন মহিলার মোহ অবসাদিত হইলে পুনর্জ্জীত হইবার বলবতী আশার আদেশে বণিতার দেহ রক্ষার নিমিত্ত দৈবলব্ধ সেই তনুত্রানসহ নির্জ্জন গহন কাননে পল্যঙ্কোপরি ভার্য্যাকে সংস্থাপন করতঃ বিষাদিত মনে স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদবধি ঐ গতাসু দেহ সেই মহামন্ত্র প্রভাবে এই স্থানে সমভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে। পিশিতাশন প্রাণী-গণের ভক্ষণ করা দূরে থাক্, দুর্ব্বিনীতা পাপীয়সী লাবণ্য ময়ীর কলেবর, পাপ স্পর্শ ভয়ে যেন জুগুপ্সা বশতঃ কাল কন্যা জরাও স্পর্শ করিতেছে না। রাম! ঐ পাপীয়সীর গুণকীর্ত্তনে এবং শ্রবণে উভয়ের কলেবর কলুষিত হইয়াছে। আইস, অনতিদূরে পতিতপাবনী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী তরঙ্গমালা পরিশোভিতা জাহ্নবী জীবনে অবগাহন করিয়া দেহ পবিত্র করি।

—oo—

বঙ্গাখ্যায়িকা।

সর্ব্বজ্ঞ, রামানন্দ সহ সত্বর গমনে কানন অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রী সমুদ্ভূতা সাগরসঙ্গলালসা বেগবতী স্রোতস্বতী ভাগীরথী তীরে উপনীত হইলেন। মধ্যাহ্নকাল অতীত হওয়ায়, সুব্রাহ্মণ সত্বরতা সহকারে সরিদ্বরার পূতোদকে অবগাহন করিয়া তটোপরি উপবেশনপূর্ব্বক মৃণ্ময় এক শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। সংগৃহীত বিল্বদলে ও সুনির্ম্মল জাহ্নবীজলে অবিচলিত ভক্তি সহকারে নির্ম্মিত মাত্র লিঙ্গ এক তান মনে পুজা করিতে লাগিলেন। এবম্বিধ সময়ে রামানন্দের কুটিল নেত্র কুলাল চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে অনতি নিকটে তটিনী তটোপরিভাগে প্রজ্জ্বলিত পাবক শিখা সমুৎপন্ন নিবিড় নীরদোপম প্রগাঢ়তর দহনকেতন সমাচ্ছন্ন গগণবর্ত্মে, খগেন্দ্র বাহন বীরেন্দ্র উপেন্দ্রের ন্যায় বিমানচারী তুরঙ্গম আরোহণে অনঙ্গ সদৃশ এক যুবা, চিতানল প্রবেশোন্মুখ তড়িদ্বর্ণা এক যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে অভয় প্রদান করতঃ আগমন করিতেছেন, অবলোকন করিয়া রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা কহিল, সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়! ঐ দৃষ্টি করুন্ এবং উহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শ্রবণ লালসা শ্রুতি যুগলকে পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়? ইষ্ট নিষ্ঠ সুব্রাহ্মণ, উপাস্য দেবতা আরাধনার মূর্ত্তিমান বিঘ্ন স্বরূপ বাহকের প্রশ্নে প্রকোপ কষায়িত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাম তৎক্ষণাৎ বক্র বদনে কহিল, ভট্‌চায! আমি তোমার বৈতনিক ভৃত্য কিম্বা চোক্ রাঙ্গা-

নির মধ্যে নহি। যদি, আমার প্রশ্নে বিরক্তি জন্মিয়া থাকে, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া পূজা করুন; আমি বিদায় হইলাম। ব্রাহ্মণ উভয় সংকট দেখিয়া অগত্যা গঠিত শিব লিঙ্গে সংহার মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, রাম! এত ক্রোধ করিতেছ কেন? দিব্য চক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করও।

মগধ দেশান্তর্গত মেদিনীর মণি কানন স্বরূপ মেখলা নামে এক সুরম্য নগরী আছে। যাহার পূর্ব্বভাগে উত্তর বাহিনী সরিদ্বরা শৈলেন্দ্রজা সুদৃশ্য পোতমালায় পরিশোভিতা হইয়া তরলিত তরঙ্গরূপ চঞ্চল হৃদয়ে সরিৎপতি অম্ভোনিধিকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্তই যেন, দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। যাহার অনতি দূরে পিতৃকাননাভ্যন্তরে শিলাময় মঞ্চোপরি ত্রিগুণ প্রসবিনী বরাভয় অসি মুণ্ড ধারিণী আদ্যাশক্তির "শ্মশানকালী" নামে এক মণিময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় মাহেন্দ্রসিংহাভিধানে দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত মহাযশস্বী এক ভূপতি বসতি করিতেন। তিনি বিংশতি বাহু দশাননের ন্যায় দ্বিভুজ বলেই সসাগরা ধরা নিজ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও বাহুবলে ভীত ও জিত হইয়া সমস্ত নরপতিগণ, প্রজার ন্যায় নিরূপিত কর প্রদান করিতেন। কষ্ট সাধ্য সর্ব্বত্র ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া চঞ্চলা কমলা, বিশ্রাম আশয়ে তদীয় সৌভাগ্য আবাসে অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাঙ্ময়ী বাণী, বাণী কণ্ঠের ক্লেশকর গরলময় অশীত কণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়াই যেন, নরপতির সরস রসনা আশ্রয় করত সুখে কাল যাপন করিতেন।

মহারাজের নগর রক্ষক ভ্রমণশীল অশ্বারূঢ় সৈন্যগণের ঘোটকের পদাঘাতে স্থিরা অস্থিরা হওয়াতে উহা জন সমাজে কখন কখন ভূমিকম্পরূপে প্রতীয়মান হইত। বৈরি মর্দ্দন মদকল নগবিদারী নাগ নিচয়ের বৃংহিত নাদে অনুনাদিত হইয়া সমীপবর্ত্তি ভূধরগণ যেন, ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে ভূপতির নিকট অভয় প্রার্থনা করায় এবং রাজ প্রাসাদ সমুদ্ভুত তদনু নাদ যেন, মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে প্রত্যুত্তর প্রদান করিত। কৃপাণ পাণি প্রহরিগণের নিষ্কাশিত শাণিত অসি পরস্পরের প্রতিফলিত জ্যোতি সন্দর্শনে ঈর্ষাপরতন্ত্রা চপলা, চঞ্চলা হইয়া অভ্রঅম্বরে আনন আবৃত করিয়াছিল। রাজন্য রাজের রণবিজয়ী শঙ্খনিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়াই যেন, অশনি, অবনী মণ্ডল পরিত্যাগ করত অন্তরীক্ষে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল। মল্লগণের বাহুবলে পরাভূত হইয়া শার্দ্দূলগণ, নির্ব্বিশঙ্কে নিবিড়ারণ্যে অবস্থান করিয়াছিল। প্রস্তরময় পর্ব্বতভেদী নারাচধারী সৈন্যগণের সুতীক্ষ্ণ আয়ুধাঘাতে অভিভূত হইয়া নখরায়ুধ করি অরি কেশরী, গিরি কন্দর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। লৌহময় বর্ম্মধারী সৈন্যগণের অভেদ্য আয়সী অবলোকনে অভিমানে চর্ম্ম বর্ম্মাবৃত খড়্গিগণ, কানন অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজের সুশিক্ষিত দ্রুতগামী তুরঙ্গমের দ্রুতবেগে পরাজিত হইয়াই যেন, ঈর্ষা পূর্ব্বক সচকিত মনে প্রান্তর মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত পবন বাহন এণগণ, লঘু পাদ সঞ্চারের অভ্যাস করিতেছে। এইরূপে মহারাজ, সর্ব্বত্র জয় লাভ করিয়া সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

তৎকালে মহীতলে তত্তুল্য প্রতিদ্বন্দী কেহ না থাকায় মেখলাধিপতি, স্বীয় সচিবের প্রতি সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ভার।র্পণ করত নিরুদ্বেগ চিত্তে নিত্য নব সুখ সম্ভোগ করিতেন। কখন জল বিহার, কখন প্রান্তরে বস্ত্রাবাস মধ্যে কখন মণিমুক্তা খচিত সুরম্য রাজ নিকেতনে কুরঙ্গ নয়নী সুচারু হাসিনী রমণীগণের রমণীয় নৃত্য নিরীক্ষণ; কখন পিক কণ্ঠ বিনিন্দি মধুরালাপকারিণী গায়িকাগণের সুললিত সঙ্গীত ও সুমধুর বংশী রব এবং ঝঙ্কারিত বীণা তন্ত্রীর মনোহর আলাপ শ্রবণ করিতেন। কখন অন্তঃপুরমধ্যে বিলাসাবাসে রাজ্ঞী সহ রতিরসে, কখন বয়স্যগণ সহ বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক সুখে কালযাপন করিতেন। মাহেন্দ্র সিংহ এইরূপে পার্থিব সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য বলে নিজ আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

একদা নরেন্দ্র, নির্জ্জনে নৃত্যাগারের ভিত্তি সংলগ্নীকৃত সুপ্রশস্ত আদর্শে স্বীয় বদন অবলোকন করিতেছেন; অকস্মাৎ গুম্ফ মধ্যে রৌপ্য বিনির্ম্মিত সূত্র সদৃশ কেশৈক সন্দর্শন করত করাল কালের কুটিল কবলে নিপীড়িত হইবার অধিক বিলম্ব নাই মনে করিয়া যুগপৎ নশ্বর দেহাভিমান পরিশূন্য হইলেম। অধিকন্তু অনপত্যতা হেতু আপনাকে অসহায় অনাশ্রিত ও হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া, কি রূপে পতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব ও কি রূপে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইব এবং কেইবা বহু আয়াসোপার্জ্জিত অতুলৈশ্বর্য্য এই সাম্রাজের উত্তরাধিকারী হইবে? এই সমস্ত ভাবী ভাবনায় অভিভূত হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এমত সময়ে দিননাথ,

অসীম গগণ মণ্ডলের সীমা নিরূপণে অশক্ত হইয়াই যেন, শ্রান্তি হর সন্ধ্যা সমীরণ সেবনে অস্তাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলেন। অসিত বর্ণা রজনী, পথ পরিদর্শিকা ধূম্র বর্ণা সন্ধ্যা সযোনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবনী মণ্ডলে আসিয়া উপনীত হইল। কমলিনী, কান্ত বিরহে কাতরা হইয়া জল রূপ অবগুণ্ঠনে বদনআবৃত করিল। মধুপানোন্মত্ত মধুপ গণের বদন চুম্বন করিবার নিমিত্তই যেন, কুমুদিনী, দরবিকসিতাননে ঈষদ্ধাস্য করিতে লাগিল। অরাতি নিশাচর ভয়ে দ্বিজকুল আকুল হৃদয়ে নিজ নিজ কুলায়ে নিস্তব্ধে অবস্থান করিতে লাগিল। নদীকূল চারিণী পতি বিরহ কাতরা চক্রবাকী, দম্পতি বিচ্ছেদ কারিণী যামিনীকে লক্ষ্য করত, নিজ পতি নিশাকান্ত সহ অবিচ্ছেদে নিত্য সুখ সম্ভোগ আর যেন, তোর কখন না হয় বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে গভীর অমানিশার প্রগাঢ়তর তমঃ প্রভাবে দীপ মালার ন্যায় প্রদীপ্ত খদ্যোত গণের ও তারকাবলির সম প্রভায় ধরাতলে ও নভোমণ্ডলে কিঞ্চিন্মাত্র ও প্রভেদ রহিল না, কেবল ঝিল্লী ও ক্ষণে ক্ষণে ফেরুরব শ্রবণে বাসস্থানকেই এই বসুন্ধরা বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। এমত সময়ে মহারাজের চিন্তা পরতন্ত্র চঞ্চল হৃদয়ে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হওয়ায় অতুলৈশ্বর্য্য সমূহ তৃণ তুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অকারণ মূত্র পুরীষ পরি পূরিত শোণিত মাংসাস্থিময় দেহ. ভার বহন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় রাজা স্বকীয় বিগ্রহ নিগ্রহে কৃত সংকল্প হইলেন। কিন্তু আত্ম হত্যাকারী, কথ-

নই সদ্গতি লাভে সমর্থ হয় না; এই ভয়ে কি উপায়ে স্বীয় সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করিবেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তদীয় অতি চিন্তন রূপ অপার পারাবারের বিবিধ কল্পনা সদৃশ প্রবল তরঙ্গে উপায় স্বরূপ অভীপ্সিত বস্তু যেন, স্থিরতা সমতটে সহসা আসিয়া উপনীত হইল।

তখন ভূপতি স্বীয় চঞ্চল মনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্যাকুলিত হৃদয়! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? আশু তোমার আশা সফলা হইবার সদুপায় অবধারিত হইয়াছে। এই নিশীথ সময়ে সেই নির্জ্জন প্রদেশে শবাসনা শ্মশান কালী সন্দর্শনে গমন করিলেই পিতৃবন বাসী নৃশংস পিশিতাশন পিশাচ গণের বিবৃতাননে নিশ্চয়ই নিপতিত হইবে; তাহা হইলেই অবিলম্বে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধিও হইবে অথচ দূষনীয় আত্ম হত্যা অপরাধে আপনাকে অপরাধী ও হইতে হইবে না। অধিকন্তু আসন্নকালে কৈবল্য-দায়িনী কালিকা অবলোকিতা হইলে পরিণামে শুভলোক প্রাপ্তির ও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মহারাজ এইরূপে স্বীয় মনকে আশ্বাসিত করিয়া শ্মশান কালী সন্দর্শনে সেই ভয়ঙ্কর নিশীথ সময়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে একাকী রাজপুর হইতে বহির্গত হইলেন।"

গভীর নিশীথিনীর প্রগাঢ়তরধ্বান্ত প্রভাবে ভূপতির সমাপবর্ত্তি বস্তু ও অনবলোকিত হইতে লাগিল। শবদেহ বিগলিত পিশিত খণ্ড লোলুপ গোমায়ু ও কৌলেয়ক গণের পরস্পর বিপ্রলাপ জনিত ভয়ঙ্কর কলরব লক্ষ্য করিয়া মাহেন্দ্র, অন্ধের ন্যায় পাদ নিক্ষেপ করিতে করিতে অবিলম্বে শ্মশান কালীর বেদিকা সমীপে উপনীত হইলেন॥ ঘৃত দীপ প্রভায়, সৃষ্টি

স্থিতি সংহারকারী সদাশিব রূপ শ্বেত সলিলে যেন, হরমন-মোহিনী দনুজ দলনী অসিত বর্ণা কালীরূপ বিকশিত ইন্দীবর ঈক্ষণে নরেন্দ্রের নয়ন সফল, শরীর পবিত্র মনঃ প্রশান্ত হইল। অনতিদূরে পঞ্চমকার সংযুক্ত শবারূঢ় এক সাধক, যোগাসনে একতান মনে মহাশঙ্খ মালা ধারণ করিয়া মহামন্ত্র জপ করিতেছেন। মহারাজ, তদবলোকনে শঙ্কিত মনে স্থাণুর ন্যায় এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সবিস্ময়ে অনিমেষ নেত্রে ভৈরব সদৃশ সাধককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন স্থানে সাধনার বিঘ্ন স্বরূপ জনাগমে বীরাপানোন্মত্ত বীরবর, জবাকুসুম সঙ্কাশ বিশাল লোচন উন্মীলন করত আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ভূপতি, ভয়ে প্রভঞ্জন ভঞ্জিত ভূরুহের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইয়া সাধককে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

শকুন্তলার গর্ভ লক্ষণ লক্ষে সবিস্ময়ে তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত কণ্বমুনি ধ্যানস্থ হইয়া দিব্য জ্ঞান প্রভাবে যেরূপ সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ, অপরিচিত আগন্তুকের সহসা আগমনের কারণ জানিবার অভিপ্রায়ে সেইরূপ ধ্যান পরায়ণ হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে করস্থিত আমলকের ন্যায় দিব্য চক্ষু দ্বারা সমস্ত সন্দর্শন করিয়া শান্ত রসাস্পদ দয়ার্দ্র চিত্ত সাধক, বিকসিত রক্তোৎপল সদৃশ নেত্র যুগল পুনরুন্মীলন পুরঃসর গম্ভীর স্বরে কহিলেন; মহারাজ! এই অনিত্য অবনী মণ্ডলে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাসিত কিম্বা হতাশ্বাস হইবে না। আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক কার্য্য, সামান্য বুদ্ধির বোধগম্য নহে; দেখুন অজ্ঞগণ, যাহাকে জরারহিত চির অবি-

জ্ঞানী মনে করেন, ক্ষণকাল মধ্যে সেই মহাদ্বীপ হৃদয়ে মহাসাগর এবং সাগরগর্ভে দ্বীপের সঞ্চার হইতেছে। কখন মহানগর মধ্যে নিবিড়ারণ্য, কখন কাননাভ্যন্তরে জনপদ; কখন তমস্বিনীর তমঃ প্রভাবে অন্ধের ন্যায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কখন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না; কল্য যাঁহাকে সুখসিন্ধু সলিলে সন্তরণ করিতে দেখিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকেই দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কাননে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতেছেন।

হে মহীপতে! এই মায়াময় নশ্বর সংসার ক্ষেত্রে অনিত্য সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে; এতন্নিমিত্ত প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কখনই অতি কষ্টেও নিরানন্দ কিম্বা অমিত সুখ সম্ভোগেও আনন্দ প্রকাশ করেন্ না। আপনি কি নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় অলিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবন ত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্ত্তনশীল জগতীতলে সুখাবসানে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখের উদয় হইয়া থাকে। হে রাজন্! আপনার সেই অনপত্যতারূপ দুঃখাবহ নিশাবসানের অধিক বিলম্ব নাই; অতএব আপনি জীবন ত্যাগের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে মদ্দত্ত মহৌষধ গ্রহণ করুন্। অচিরাৎ আপনার সৌভাগ্য অম্বরে আত্মজ রূপ অর্কের উদয় দেখিতে পাইবেন। এইরূপ প্রবোধ বাক্যে অবনীপতিকে আশ্বাসিত করিয়া সাধক, সন্নিহিত পানাবশিষ্ট সুরা সম্পৃক্ত মহাপাত্র ধারণ করতঃ কহিলেন; এই পরম পবিত্র নির্ম্মাল্যাধারে পাদেক পরিমিত পয়ঃপূর্ণ করিয়া রাজ্ঞীর আবর্ত্তে পবিত্র হইয়া পূতমনে ঐকান্তিক

ভক্তি সহকারে সর্ব্বকাম প্রদায়িনী শ্রীকালিকার চরণ স্মরণ পূর্ব্বক এই দিব্যৌষধ পান করিতে কহিবেন। অচিরকাল মধ্যে কালিকা কৃপায় অপত্যলাভে সমর্থ হইবেন। মহারাজ, মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া অবিচলিত ভক্তি সহকারে লব্ধ সুধাধার গ্রহণ করত আশ্বাসিত মনে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

এখানে শর্ব্বরী সমাগমে পতিসঙ্গলালসা রাজমহিষী, উল্লাসিত মনে স্বীয় অঙ্গ সংস্কার, বেশ বিন্যাস ও গৃহসজ্জা এবং সুচারু সুরভি কুসুম দাম রচনা করিয়া পীযুষ ভাষিণী সংগীতকারিণী সখীগণ সহ নিজ পতি নরপতির আগমন প্রতীক্ষায় যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। অবনীপতির আগমনে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, সন্দিহানমতি রাজ্ঞীর চিন্তা সাগরে বিবিধ আতঙ্কের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তপন ভয়ে তারাগণ, সন্তরণ দ্বারা গগণ সাগর অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন, পাণ্ডুবর্ণ কলেবরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। এমন সময়ে দ্রুতগতি প্রজাপতি, পুরমধ্যে প্রেয়সীর বিলাসাবাসে প্রবেশ করিলেন। প্রভাত সময়ে সমাগত [illegible] প্রেমানুরক্ত ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া হরিগত প্রাণারাধিকা, যেরূপ মানসাগরে ভাসমানা হইয়াছিলেন; তদ্রূপ রাজ্ঞীও রাজাকে অবলোকন করিয়া অভিমানভরে অবনত মুখী হইলেন।

দয়িতের ব্যভিচার দোষাশঙ্কায় সন্দিগ্ধ চেতসা দয়িতার অভিমান অপনোদনের নিমিত্ত জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্র, পীযুষাভিষিক্ত বচনে কহিলেন; "প্রেয়সি! মদ্‌পারীয় তিক্তরসে ও চন্দন

উপচিতের কর্দ্দম ম্রক্ষণে এবং অর্ণব বাসীর পল্ললবাসে কি কখন অভিলাষ হয়? যে সতী প্রেমসুধা পরিত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনীর বিশ্রস্ত বিষ পান করিব? বিশেষতঃ সর্ব্ব-প্রসূনাসবপায়ী মধুপগণের অপবিত্র চরিত্রের ন্যায় কিম্বা কমলিনী হৃদয় প্রফুল্লকর করনিকর যেরূপ কমলকান্ত সর্ব্বত্র প্রদান করেন; সেরূপ নিস্কর সম্রাটের স্বভাব কথনই সম্ভাবিত নহে। প্রিয়ে! আমি সর্ব্বত্র কর গ্রহণ করিয়া হৃদয় কমলাকরের কঠোর কমল কোরক, কোমল করিবার নিমিত্তই ত্বদীয় উরঃকোষে কর প্রদান করিয়া থাকি। প্রজা সমূহ ও করদ রাজগণ, অকারণ আমাকে সম্রাট অভিধান প্রদান করিয়াছেন। আসমুদ্র করগ্রাহীর কর গ্রাহিনি প্রেমতমে! তোমারই রাজ-রাজেশ্বরী উপযুক্ত অভিধান। যদি, অধীনের অণুমাত্র অপ-রাধ অনুভব হইয়া থাকে, উপস্থিত আছি; নিষ্কণ্টক বিস-বাহু-পাশে নিবদ্ধ করত যথাভিলাষ দণ্ড বিধান করিয়া লব্ধ সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন কর।

প্রাণপতি ভূপতির রসাভাষে রাজ্ঞী, কৃত্রিম কোপভরে কহিলেন; মহারাজ! সমধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। আপনি কি, জ্ঞাত নহেন? বহুভাষী ব্যক্তিগণের বাক্যে কেহ কখন বিশ্বাস করেনা এবং পরস্বাপহারী তস্করগণ, প্রহা-রাশঙ্কায় কিম্বা দণ্ড ভয়ে স্বীয় নৈসর্গিক নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগে কথনই সমর্থ হয় না। অতএব নিস্ফল দণ্ডের প্রয়োজনাভাব। "সংসর্গজা দোষগুণাভবন্তি" এই বুধবাক্য অনুসারে অসাধু সহবাস পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; বলিয়া রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিলেন। ভূপতি; ব্যগ্রহাতিশয় সহকারে নিজ কর-কমলে

প্রাণেশ্বরীর পাণি-পঙ্কজ ধারণ করিয়া আপনার নির্দোষতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ অসিত শ্মশ্রুমধ্যে শুভ্রৈক কেশ সন্দর্শনাবধি মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সবিস্তরে পরিকীর্ত্তন করতঃ লব্ধ সুরাধার স্বীয় সীমন্তিনী করে সমর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী, পরমানন্দে পুলকিতা হইয়া রাজ-কর হইতে অভীপ্সিত মহৌষধ সাদরে গ্রহণ করিলেন। যথাকালে রাজমহিষীর রজঃকুসুম বিকসিত হইলে তুরীয় দিবসে স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করত ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সর্ব্বকামপ্রদা শ্রীকালিকার চরণ স্মরণ পূর্ব্বক পুত্র কামনায় রাজ্ঞী, সাধুদত্ত মহৌষধ সেবন করিলেন। যথাক্রমে দীন ভাবাপন্ন দিনমণি, প্রমোদিনী কমলিনীকে শোক সলিলে ভাসমান করিয়া প্রিয়তমা যুবতী ছায়া রূপবতীর তমোময় বদন পরিচুম্বন করিতে লাগিলেন। শর্ব্বরী সমাগমে স্মরসখা সুধাংশুর অংশু সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইল। সদর্প শম্বরারি স্বীয় শরাসনে শর সন্ধান করিয়া চরাচরস্থ সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ রক্ষ, মানব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, প্রভৃতি প্রাণীগণকে নিজ শাসনাধীন করিবার নিমিত্তই যেন, সব্যসাচীর ন্যায় নিরন্তর নিশিত শরাঘাতে আহত করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সায়ংকালীয় রাজসভা ভঙ্গ সূচক দুন্দুভি নিনাদিত হইল। ভূপতি বিচারাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; ইত্যবসরে মহিষী, অনঙ্গ শরে বিকলাঙ্গ হইয়া বৈর নির্য্যাতনের নিমিত্তই যেন, সকল গুরুজন চরণারবিন্দে চিত্তার্পণ করত একতান মনে

সেই চিন্তনীয় চিত্ত-রঞ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সমাগত ভূপতিকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন; মহারাজ! ঐ দেখুন, মেঘনাদের ন্যায় অলক্ষিতে মকর কেতন, প্রসূন প্রহরণ-আঘাতে আপনার সুরক্ষিতা শরণাগত দাসীকে একাকিনী পাইয়া বারম্বার বিমোহিত করিতেছে। আপনি রতাহবে রিপু পরাভব করিয়া ক্ষত্রধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। রাজা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তুমি কি জান না? সুরাসুরারাধ্য মহাবল পরাক্রান্ত রতিপতিকে পশুপতি ভিন্ন অন্য কেহই পরাজয় করিতে পারে না। তবে কামদেবের ক্রোধ শান্তি করিতে হইলে, দেব প্রিয় যজ্ঞে যথাযোগ্য দীক্ষিত হইতে হয়; অতএব নিকটে আইস, উভয়ে মিলিত হইয়া অবিলম্বে রতিশাস্ত্রোক্ত অনঙ্গ যাগারম্ভ করি। তাহা হইলে অচিরাৎ মকরকেতুর কৃত ক্রোধের উপশম হইবেই হইবে; বলিয়া রাজা, রাজ্ঞীসহ একাসনে উপবেশন করিলেন।

দৈবযোগে সেই শুভ শর্ব্বরীতে রাজ্ঞী, রতিরঙ্গে পতিসঙ্গে গর্ভ ধারণ করিলেন। ঋতুপতি বসন্তের আগমনে ধরণীর যেরূপ শোভা হয়, প্রাবৃট্ সময়ে কাননের যেরূপ রমণীয়তা হয় এবং শরদাগমে নির্ম্মল গগণোদিত শশিমণ্ডলের যেরূপ উজ্জ্বলতা হয় মহিষীর গর্ভধারণে তদধিক সুচারু লাবণ্য তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। দিন্ দিন্ গর্ভের উপচয়ে সমধিক ভারাক্রান্ত ভারীর ন্যায় মহিষী, মন্থর গামিনী হইলেন। যথাক্রমে শরীর বিকলিকৃত ও অবশীভুত হইল। মুখে অনুক্ষণ জৃম্ভিকা ও নিষ্ঠীবন উঠিতে লাগিল। অমৃত তুল্য রাজভোগে

অরুচি হইয়া কেবল দগ্ধ মৃত্তিকাও ভ্রষ্টদ্রব্যে এবং অম্লরসে অভিরুচি হইল। এই সমস্ত গর্ভ লক্ষণ লক্ষে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণেরও পুরন্ধ্রীবর্গের অনায়াসেই উপলব্ধি হইল যে, রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়াছেন। মহারাজ, অবিলম্বে এতৎশুভ সংবাদ দাত্রী প্রধানা পরিচারিকাকে আশাতীত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তখন মহামতি মহীপতি, গর্ভবতী যুবতী জায়াকে দেখিবার নিমিত্ত বলবতী আশার বশবর্ত্তী হইয়া অনতি বিলম্বে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজ্ঞী, গর্ভোপচয়ে অবশাঙ্গ হইয়া সুকোমল শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া আছেন, দেখিয়া ভূপালের চিত্ত-চকোর, মহিষীর কুক্ষি রূপ অভ্র আচ্ছাদিত অন্তরাপত্য রূপ শশিকলার ভাবী প্রকাশ হওনাশয়ে প্রফুল্লিত হইতে লাগিল। তখন রাজেন্দ্র, রাজ্ঞীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত পরিচারিকাগণকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং গুর্ব্বিনীর যে, কোন ও প্রকার গর্ভ দোহদ হইত দুষ্প্রাপ্য হইলেও প্রযত্নাতিশয় সহকারে সংগ্রহ করিয়া তদীয় অভিলাষ সফল করিতে লাগিলেন। প্রসব কাল সমুপস্থিত হইলে রাজ্ঞী সূতিকা গৃহে প্রবেশ করিয়া শুভলগ্নে কুমার সদৃশ এক নবকুমার প্রসব করিলেন। মাহেন্দ্র রাজের বংশধর অপত্যোদ্ভবের সংবাদ শ্রবণে তদীয় অমাত্য আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের এবং সানুচর প্রজা সমূহের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

পুন্নাম নরকোদ্ধারের নিমিত্ত স্বপুত্র বদনাবলোকন লালসা মহীপতি, গ্রহাচার্য্য গণের গণনাকৃত শুভক্ষণে সূতিকাগারের

দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। প্রসূতির অঙ্কাকাশে নিষ্কলঙ্ক সুধাকর সদৃশ আত্মজ ঈক্ষণে, দরিদ্র সাম্রাজ্য লাভে, চকোর চন্দ্রোদয়ে, চাতকিনী, কাদম্বিনী দর্শনে যে রূপ উল্লাসিত হয়; পুত্রাকাঙ্ক্ষী ভূপাল, তদধিক আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দোৎসবে রাজ প্রাসাদের সুরম্য হর্ম্ম্য সমূহ সুসজ্জিত হওয়ায়, বোধ হইল কেতন গণ, বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া উদ্ঘাটিত গবাক্ষ রূপ উন্মীলিত নেত্রে যেন, মহা মহোৎসব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নানা দেশ দেশান্তরীয় আহূত ও অনাহূত নর্ত্তকীগণ, এক কালে নগরের সর্ব্বত্র নৃত্যারম্ভ করাতে বোধ হইল যেন, দূরবর্ত্তিনী দিগঙ্গনা সকল পরস্পর সাক্ষাৎ করণাশয়ে মেদিনীর মধ্য প্রদেশে মেখলা নগরীতে মিলিত হইয়া তাণ্ডবিনোদ নৈসর্গিক তাণ্ডব তুল্য গতিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। যন্ত্রিগণের বাদিত বিবিধ বাদিত্র পরস্পরের সম্মিলিত শব্দ শ্রবণে অনুভব হইতে লাগিল, যেন শব্দাধার সমুদ্ভূত শব্দায়মান মারুৎ, প্রকুপিত হইয়া প্রবলবেগে অনির্ব্বচনীয় সুমধুর ও ভীষণ শব্দে আগমন করিতেছে। যুগপৎ নগরবাসিগণের প্রতি গৃহে সঙ্গীতারম্ভ হওয়াতে অবগম হইল, যেন নগরী বাসুকীর ন্যায় অসংখ্য অট্টালিকারূপ অনন্ত বদন উন্নত করিয়া সঙ্গীতকারীরূপ রসনায় মহীপালের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। অসংখ্য দীন দুঃখী যাচকগণে রাজপুরী পরিবেষ্টন করাতে অনুভূতি হইল, যেন বিধাতা, ভিক্ষুকগণের সংখ্যা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত রাজতোরণে যাচকগণের সমষ্টি করিয়াছেন। মহারাজ হর্ষ-বিকসিত বদনে মুক্ত হস্তে অনিবারিত স্ব-দ্বারদেশে

সমাগত যাচক গণের অশাতীত দান করত এককালে দরিদ্র শূন্যা ধরণী করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশ্রেষ্টা অভিনব অমরাবতী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্তই যেন, বারিধর স্বরূপ বদান্যবর ভূপতির বারিধারা সম স্বুবর্ণ বর্ষণে কাঞ্চন বিমণ্ডিতা মেখলা নগরী, অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তখন স্বীয় মহত্ত্ব রূপ শিখরি-নিঃসৃত কারুণ্য রূপ মন্দাকিনীর প্রতিষ্ঠা সম মনোরম পুলিনে কল্প পাদপ তুল্য মহারাজ, বিরাজ করিতে লাগিলেন। অখণ্ড ভূমণ্ডলে জনতা দণ্ডে ভূপতির যশঃ পতাকা, ঘোষণা স্বরূপ সমীরণ ভরে উড্ডীয়মান হইল। নবকুমারের শুভ স্বস্ত্যয়ন কারী রাজ-ঋত্বিকগণের আবাহনে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য প্রতি-মূর্ত্তিতে ষষ্ঠী প্রভৃতি সমস্ত দেব দেবী, আবির্ভূতা হওয়ায় বোধ হইল যেন, চিরন্তন ত্রিদিবের প্রাচীন কল্প-পাদপোৎপন্ন ফল সকল ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ, অধিকন্তু বহুকালের কৃষাঙ্গী পুণ্য সলিলা স্বর্ণদী-হৃদয়ে যুগ মাহাত্ম্যে ত্রিপাদ পাপময় অন্তরীপের সঞ্চার প্রযুক্ত অপ্রখরা স্রোতস্বতীর অস্বাস্থ্যকর সন্নিবদ্ধ জল পানাশঙ্কায় সুরগণ, জুগুপ্সা বশতঃ পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া মন্দাকিনী ও কল্পতরু সমন্বিতা অভিনব অমরাবতী তুল্য মেখলা নগরীতে অধিবাস করিতেছেন।

গণকগণ, সুলক্ষণ-সম্পন্ন রাজচক্রবর্ত্তি অঙ্কে অঙ্কিত কুমা-রের নাম করণ কালে "রাজেন্দ্র" অভিধান প্রদান করিলেন। তদনন্তর ষষ্ঠ মাসে অন্নাশন এবং যথা সময়ে চূড়াকরণ ও উপনয়ন প্রভৃতি বাল্য সংস্কার সমূহ মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। রাজকুমার সিতপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন

বৰ্দ্ধিত হইয়া চিন্তা-বিরহিত চিত্তে কৌমার অবস্থা অতিবাহিত করিলেন। মহারাজ আত্মজের মানবক কাল বৃথা বিনষ্ট না হয়, এ নিমিত্ত বিবিধ বিদ্যাবিশারদ সৰ্ব্বগুণালঙ্কৃত অধ্যাপকগণকে তদীয় শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত করিলেন। মেধাবী কুমার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যেই শব্দ শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, সৰ্ব্বদেশ ভাষা শিল্প, সঙ্গীত আয়ুধ বিদ্যা, ব্যায়াম এবং যুদ্ধ কৌশল, মৃগয়া করণ প্রভৃতি রাজনীতি সমুদয় শিক্ষা করিলেন।

কৃতবিদ্য কুমারের কৈশোরকাল অতিক্রান্ত হইলে বিশাল বক্ষ, পীন বাহু, স্থূলস্কন্ধ, ক্ষীণ কটি, পীবর ঊরু, সুগভীর নাভি, উন্নত নাসিকা, আয়ত লোচন, প্রশস্ত ললাট, গম্ভীর স্বর, অমিত পরাক্রম এবং নিঃশঙ্কচিত্ত হইল। বিহার ও বিলাস অভিলাষ প্রভৃতি অনুচরবর্গের সহিত যৌবন, যুগপৎ যুবরাজের মন ও দেহ অধিকার করিল। নিশাকালে কৌমুদী প্রভায় স্বচ্ছ সলিলের যেরূপ উজ্জ্বলতা হয়,—সরোজিনী বিকসিতা হইলে সরোবরের যেরূপ রমণীয়তা হয়,—বসন্ত সমাগমে কুসুমিত তরুর যে রূপ চারুতা হয় যৌবন প্রভাবে নরশার্দ্দূল তদধিক সৌম্যতা সম্পাদন করিলেন। যৌবন ও ব্যায়াম প্রভাবে এরূপ বলিষ্ঠ ও অসম সাহসী হইলেন যে, সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও অকুতোভয়ে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। ক্রীড়াকালে অবলীলাক্রমে অশনি তুল্য উপল খণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণীকৃত করিতেন। রিপুদল দলনে কৃতসঙ্কল্প যুদ্ধ-কৌশলী বিশারদ-বীরবর যুবরাজের সম্মুখ সংগ্রামে সহস্র সহস্র অরাতি যোধগণ, সম্মিলিত হইয়াও তাঁহার অব্যাহত

গতি অবরোধে কিম্বা তদীয় শস্ত্রাঘাত নিবারণে অথবা প্রতিঘাত করণে কেহই সমর্থ হইত না এবং অব্যর্থ করাল কালের আক্রমণের ন্যায় তাঁহার আক্রমণ হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইত না।

মহারাজ, স্বীয় পুত্রকে সমধিক শৌর্য্য, বার্য্য ও গাম্ভীর্য্যশালী দেখিয়া, আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তখন সম্যক প্রকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় ও প্রজা প্রতিপালনে পারদর্শী কৃতবিদ্য যুবাত্মজকে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। অনতি বিলম্বে রাজানুজ্ঞায় সাধারণের গোচরার্থে ঘোষণকারী কর্ত্তৃক এতৎ শুভসম্বাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। করদরাজগণকেও সত্বর প্রজা সমূহকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বসন্তকালীন পবন পরিচালিত নীরস পত্রের ন্যায় দ্রুতগামি দূতগণ, চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। অভিষেক সামগ্রী সমূহ সংগ্রহের নিমিত্ত বাহকগণ দিগ্দিগন্তে গমন করিল। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে অভিষেক দ্রব্য সমুদয় সম্যক প্রকারে সংগৃহীত ও নৃপালয়ে সমানীত হইল। মহারাজ, শুভক্ষণে সমাগত নরপতিগণ ও অমাত্য বন্ধুবর্গের সহ পুরোহিত কর্ত্তৃক বেদ বিধানানুসারে মহাতীর্থ নদ, নদী ও সাগর হইতে সমাহৃত সলিল দ্বারা যুবরাজকে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। জলৌকা যেরূপ একাধার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাধার পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সৌভাগ্যলক্ষ্মী অভিষেককালে বৃদ্ধ ভূপতিকে পরিত্যাগ করিয়া যুবরাজকে অবলম্বন করিলেন। মহামতি মহীপতি সুযোগ্য আত্মজকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অপত্যস্নেহ পরতন্ত্র চিত্তে কুমারের [illegible]

দর্শিতা প্রযুক্ত অস্থির বুদ্ধি জন্য অনিষ্টাশঙ্কায় কিঞ্চিৎ সুনীতি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস! যদিও তুমি সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সমুদয় দেশ ভাষা শিখিয়াছ, পূর্ব্বতন রাজাদিগের চরিতাবলী পাঠ করিয়াছ এবং বর্ত্তমান কালের মনুষ্যগণের আচার ব্যবহার ও স্বভাব দেখিতেছ; ধরাতলে তোমার অজ্ঞাত কোন বিদ্যা কিম্বা পদার্থই নাই। তথাপি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাসক্ত হইয়া ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে যেন বিরত হইও না, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যেন আপনাকে পারদারিদ পদবীতে পরিচিত করিও না, ঋপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া যেন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না। তপস্বি-গণের আচরিত নিস্পৃহাবৃত্তির প্রবৃত্তিতে যেন এককালে স্ববৃ-ত্তির অপলোপ করিও না। কৃষি, বানিজ্য দুর্গসংস্কার, সেতু নির্ম্মান, আয় ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবে-ক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য সম্যক্ প্রকারে সুসম্পন্ন করিবে। সাবধান গূঢ় মন্ত্রণা সকল যেন বিপক্ষের কর্ণগোচর না হয়। উপযুক্ত কালে সন্ধি সংস্থাপন বা বিগ্রহ বিধানে কদাচ বিরত হইও না। আলস্য পরতন্ত্র হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করিও না। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিচ-ক্ষণ মন্ত্রিগণের সহ পরামর্শ পূর্ব্বক তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিও। প্রভু পরায়ণ যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষগণকে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত সৈনিকপদে নিযুক্ত করিবে। হে বৎস! অভেদ্য তনুত্রাণ স্বরূপ দুর্গ

সকল যেন কখন ভক্ষ্যও পানীয় এবং শস্ত্র শূন্য না হয়। প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা শাসনাধীন প্রজাগণকে কখন পীড়ন করিও না। পূজার্হ ব্যক্তিগণকে পূজা ও দণ্ডার্হ জনগণের সমুচিত দণ্ড বিধান করিও। অনুচিত কালে নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব, এবং দীর্ঘ সূত্রতা প্রভৃতি অনর্থকর হইতে সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিও। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কদাচ কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিও না। এবং দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্য করিও। এইরূপ নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া কুলক্রমাগত আচার অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৃদ্ধ রাজা, সস্ত্রীকে রাজ-পুর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন দণ্ডধারী, ব্রহ্মচারী, হইয়া তপোবন সন্নিহিত নির্জ্জন প্রদেশে পর্ণকুটীর আশ্রয় করত পরম সুখে জীবনাবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ, পবিত্র ও মন্ত্রপূত তীর্থ সলিলে স্নান করিয়া অসাধারণ রাজশ্রী প্রাপ্ত হইলেন। কৃতাভিষেক রাজকিশোর বিশুদ্ধ বিসদ দুকূল পরিধানানন্তর পারিজাত সদৃশ সুচারু সুরভি কুসুমদাম ও মণিময় ভূষণে ভূষিত হইয়া সুগন্ধি [illegible] দ্বারা ললাটদেশ সুরঞ্জিত করিলেন। তারকাবলি বলয়িত গগণাসনে আসীন শশাঙ্কের অপূর্ব্ব শোভার ন্যায় অভিনব ভূপতি, সমাগত নরপতিগণ ও অমাত্য, আত্মীয় এবং সামন্ত প্রভৃতি রাজপুরুষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভা মণ্ডপে মণিময় সিংহাসনে উপবেশন করতঃ সভার আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিলেন। রাজেন্দ্র, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিত্য

নব সুনিয়ম সংস্থাপন করত রাজ্য প্রতিপালন ও দিন দিন প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং সুবিচার বলে প্রজাগণের বদনরূপ মঞ্জুষা হইতে অনুক্ষণ অকৃত্রিম অনুরাগ-সূচক প্রতিষ্ঠা বচন রূপ অক্ষয় রত্ন লাভ করিতে লাগিলেন।

একদা শিশিরান্তে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে নীরসদল-রূপ জীর্ণাংশুক পরিত্যাগ করত তরুগণ, উদ্যত কিশলয় রূপ নব বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া এককালে শত শত শিলী-মুখের মুখ চুম্বন করিবার নিমিত্তই যেন, বিকসিত কুসুম রূপ অসংখ্য বদন বিস্তার করিল। মধুপানোন্মত্ত মধুকরগণ, তন্ত্রী ঝঙ্কার সদৃশ সুমধুর গুণ গুণ স্বরে গান করত যদৃচ্ছা-ক্রমে যথাক্রমে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উপবেশন করিতে লাগিল। কামোদ্দীপক কলকণ্ঠ পিকবর, মনোহর পঞ্চম স্বরে বিরহিগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সুবাসিত প্রসূন পরিমল সম্পৃক্ত সুস্নিগ্ধ দক্ষিণানীল মৃদুমন্দগমনে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিল! যুবরাজ, সন্ধ্যাসমীরণ সেবনে ইতস্ততঃ পাদ বিহার করিতে করিতে ভাগীরথির সুচারু তট বিহারিণী জগন্মনোমোহিনী শশ্মান কালীর বেদিকা সমীপে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বকথিত শক্তি সাধক, যুবরাজকে সন্দর্শন করত প্রফুল্লিত মনে হাস্য করিতে করিতে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হওয়ায় শোকাশ্রু শ্মশ্রুস্পর্শ না হইতেই "সর্ব্বমিদং নশ্বর মিতি" চিন্তা করিয়া বিগত শোক হইলেন। যুবরাজ, সাধকের এককালে হর্ষ ও শোকের কারণ জানিবার নিমিত্ত ব্যাগ্রহাতিশয় সহকারে কহিলেন, হে সাধো! অধী-নকে অবলোকন করিয়া আপনার আনন্দার্ণবে অকস্মাৎ বাড়-

বাগ্নি স্বরূপ শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইবার কারণ কি? সবিস্তরে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মদীয় কুতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করুন্।

যুবরাজের প্রশ্নে সাধক, প্রখরাতপ তাপিত নব পল্লবের ন্যায় ম্লান বদনে কহিলেন, বৎস! সর্ব্বত্যাগী শশ্মানবাসী উদাসীনের উন্মত্ত মনে কখন কি ভাবের উদয় হয়, তাহা কি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে? যে বর্ণন করিয়া তোমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিব! রাজকুমার, সাধুবাক্যে প্রবোধিত না হইয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, হে মহাভাগ! আপনি জুগুপ্সা বশতঃ যদি আপনার সদর্থ সংযুক্ত অনুত্তম মনোগত ভাব ব্যক্ত না করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন, যে, আত্মহত্যা করিয়া যুষ্মদীয় অনঙ্কিত স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ দয়ার্দ্র চিত্ত, বৈকল্যরূপ অঙ্কে অঙ্কিত করিব। উদার চরিত্র উদাসীন, যুবরাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণে কহিলেন, কুমার! মদীয় হর্ষ ও শোক বৃত্তান্ত শ্রবণে যদি একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, কহিতেছি প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

এক দিবস বৃদ্ধ রাজা, অনপত্যতা হেতু বিষাদিত মনে জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া নিশীথ সময়ে এই নরশূন্য পিশিতাশন ভৈরববেষ্টিত ভীষণ ভয়সঙ্কুল শশ্মান ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। নরপতি, নিজ মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলেও সম্মুখস্থ দর্পণে স্বীয় বদন অবলোকনের ন্যায় যোগবলে জ্ঞানাদর্শে সমস্ত সন্দর্শন করিলাম। তৎকালে মদীয় মনোমধুকর, কালীপদ তামরস বিগলিত করুণাসব সম্পৃক্ত থাকায়, কহিলাম; হে রাজন্! চিত্ত বৈকল্যকর

দুশ্চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক প্রমত্তমনো মাতঙ্গকে আশু আশা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করুন্, নতুবা আপনার হৃদয় সরোবরের সদভিপ্রায় রূপ পঙ্কজ বন দলনে কখনই বিরত হইবে না। বিশেষতঃ আপনার দুঃখরূপ সাগরে, করুণাময়ীর কৃপারূপ অন্তরীপের সঞ্চার হইয়াছে। অতএব অমোঘ বীজ স্বরূপ এই দেব নির্ম্মাল্য গ্রহণ করুন্; ঋতু কালে রাজ্ঞীর উদররূপ ক্ষেত্রে আরোপণ করিবেন। অচিরকাল মধ্যে আপনার আশাতরু অঙ্কুরিত হইয়া যথাকালে অভীপ্সিত ফল প্রদান করিবে; বলিয়া সেই দৈব ঔষধ প্রদান করিয়াছিলাম। তখন অবনীপতি, আশ্বাসিত মনে মদ্দত্ত মহৌষধ সাদরে গ্রহণ করত আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর প্রসন্নময়ীর প্রসাদে পরমৌষধ প্রভাবে অনতিবিলম্বে রাজ্ঞী গর্ভধারণ করত যথা সম্ভব সময়ে তোমাকে সুপ্রসব করিয়াছিলেন। অধুনা তোমাকে কৈশোর রূপ সোপান অতিক্রম করত যৌবন রূপমঞ্চে অধিরূঢ় সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথবর্ত্তী হওয়ায় মদীয় আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল; এই মাত্র বলিয়া সাধক মৌনাবলম্বন করিলেন।

যুবরাজ একাগ্রচিত্তে সাধুবাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন, ব্যগ্রতাতিশয় সহকারে কহিলেন; মহাভাগ! আপনার হর্ষ বৃত্তান্ত শ্রবণে পরমাপ্যায়িত হইলাম; অধুনা অশ্রুপাতের কারণ ব্যক্ত কয়িয়া শ্রবণ লালসাশ্রুতি-যুগলকে পরিতৃপ্ত করুন। সাধক, শোকসূচক এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন; বৎস! শোকাবহ অশিব সম্বাদ শ্রবণে যদি, একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, কহিতেছি; অবহিতচিত্তে

শ্রবণ কর। ত্বদীয় কমনীয় সুপ্রশস্থ ললাটাঙ্ক লক্ষে এবম্বিধ নিরুপম রূপ গুণাধারের এক বর্ষ মাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে, জ্ঞান নেত্রে লক্ষিত হওয়ায় মদীয় হৃদয় উৎসের উৎসর্পী শোক-সলিল-প্রবাহ, প্রেক্ষণপথে প্রবাহিত হইয়াছিল। সাধক কর্ত্তৃক এইরূপে প্রশ্নের শেষভাগ পর্য্যন্ত সবিস্তরে পরিকীর্ত্তিত হইলে যুবরাজ, বাষ্পাকুলিত নয়নে কহিলেন, হে সাধো! আপনি আমার অজ্ঞাত আসন্ন মৃত্যু বিবরণ ব্যক্ত করিয়া যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অধুনা সেই অকাল মৃত্যু পরীক্ষার কোন উপায় অবধারণ করিয়া দিলে, আমি কথনাতীত উপকৃত হই। রাজকুমারের সকরুণ বচনাকর্ণনে সাধক, কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক বর্ত্তিকা প্রদান করত কহিলেন, বৎস! দৈবলব্ধ এই অস্নেহবর্ত্তি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলে, যৎকালে পতনোন্মুখ ত্বদীয় দেহ ক্ষয়শীল হইয়া এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ঐ প্রদীপ্ত জ্বালানল প্রভাও যথাক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইবে। তদ্ভিন্ন প্রচণ্ড সমীরণাঘাতে কিম্বা পাবকাপহা নীচগা গর্ভে নিমগ্ন করিলেও জাজ্জ্বল্যমান জ্বলন জ্যোতির অণুমাত্রও অপচয় হইবে না। বলিয়া সাধক, নিমীলিত নেত্রে দারু রচিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দে যোগাসনে এক তানমনে ধ্যান পরায়ণ হইলেন।

অকস্মাৎ সাধুবদন গগণভ্রষ্ট বচনরূপ অশনিপাতে, যুবরাজ স্থাণুর ন্যায় ক্ষণকাল নিস্পন্দে অবস্থিতি করত অস্থির চিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লব্ধবর্ত্তি সহ শনৈঃ শনৈঃ স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দিন দিন প্রাবৃট কালীয়

কলুষিত বারির ন্যায় যুবরাজের উজ্জ্বল লাবণ্য নীর, চিন্তা-মলে মলিমস হইতে লাগিল। তখন চিন্তাপরতন্ত্র অভিনব নরপতির চিত্ত বৈকল্যের নিদানানুসন্ধানের নিমিত্ত রাজপুরুষগণ, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে কহিল, যুবরাজ! আপনাকে অনুক্ষণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন এবং ক্ষয়শীল অসিতপক্ষীয় সিতকরের ন্যায় দিন দিন আপনার নিষ্কলঙ্ক বদন সুধাকর মলিন ও ক্ষীণ দৃষ্টে আমাদিগের চিত্তচকোরের প্রফুল্লতারূপ প্রসারিত পক্ষ অবসন্ন হওয়ায়, নিরানন্দ নীরে নিমগ্ন হইতেছে। ইত্যবসরে সাগর সদৃশ গম্ভীরাকৃতি ধীমান স্থবির প্রধান অমাত্য, মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন, কুমার! সাম্রাজ্য রক্ষার ও প্রজা প্রতিপালনের সুপ্রণালী সংস্থাপনের নিমিত্ত যদি, আপনার চিত্তাকাশ, চিন্তাঘনাবৃত হইয়া থাকে, প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ সৎপরামর্শরূপ সমীরণ সহকারে নিরাকরণ করিব। অমাত্য বাক্য শেষ না হইতে হইতেই সৈন্যাধ্যক্ষ সদম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া স্তনন স্বনে কহিল, হে রাজন্! তৃণ তুল্য অসমকক্ষ অরাতি নর মহীপালগণের অধিকৃত রাজ্য অধিকার করা দূরে থাক, ত্রিদিববাসী সুরৈশ্বর্য্য গ্রহণে যদি অভিলাষ হইয়া থাকে, অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে অজেয় অমরগণ সহ দম্ভোলিধর নমুচিসূদনকে আহবে পরাভব করিয়া অমরপুরে আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারি। যুবরাজ, সামন্ত বাক্যের প্রতিবাক্য কিছুই প্রদান না করায় ধন্বন্তরি সদৃশ সভাস্থ রাজভিষক্ অবনীপতির কোন আন্তরিক আময় অনুমানে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মাদৃশ রোগান্তক আজ্ঞাধীন সদ্বৈদ্য বর্ত্তমানে চিন্তার বিষয় কি? আদিষ্ট হইলে

অসাধ্য অনার্জ্জব হইলেও বিনায়ুর্যোগে সুপথ্য সহযোগে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিব। যুবরাজ, এতদ্বাক্যেও কোন প্রত্যুত্তর না করায়, ভিষক বাক্য ও রাজমনোনীত হয় নাই, সভাস্থ সকলের অনায়াসে বোধগম্য হইল। কিরূপে রাজ অন্তর হইতে দুশ্চিন্তা অন্তরিত হইবে এই দুরূহ চিন্তায় সকলে নিমগ্ন হইলেন। এমত সময়ে সমীপস্থ এক কুণ্ডাশী, মহারাজের শ্রুতিমূলে মৃদুস্বরে কহিল, হে যৌবন-মদগর্ব্বিন্! যদি, কোন কমনীয় কামিনীর কটাক্ষ শর সন্ধানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া থাকেন, আদেশিত হইলে, দেবকন্যা হইলেও মদীয় অভেদ্য মায়াপাশে নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের বশবর্ত্তিনী করিতে পারি। যুবরাজ, মৃত্যু শঙ্কায় শঙ্কিত ও রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনায় নিরুৎসাহিত এবং প্রফুল্ল বদন সঙ্কুচিত হইয়াও কুণ্ডাশী বাক্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে কথিত মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে একদা সভয়ান্তঃকরণ নৃপনন্দন, তান্ত্রিক বাক্যে মনের ঔদাস্য বশতঃ তীর্থ পর্য্যটনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আত্মীয়গণ নিতান্ত দুঃখিত ও প্রজাপুঞ্জ সশঙ্কিত এবং সৈন্য সমূহ নিরুৎসাহিত অধিকন্তু বৈরিবর্গের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কায় মৃত্যু বিবরণ সংগোপন করত কেবল তীর্থপর্য্যটনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। এবং সম্বৎসর মধ্যে পুনরাগমনের অঙ্গীকারে প্রধান অমাত্যের প্রতি সাম্রাজ্য রক্ষার ও প্রজা প্রতিপালনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া যুগপৎ বৈষয়িক ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন। প্রদোষ কালে

এক বিমানচারী তুরঙ্গম আরোহণে একাকী রাজপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তখন মহাতীর্থ অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী-ধাম সন্দর্শনের নিমিত্ত গগণ বর্ত্মে আরোহণ করিয়া নভশ্চর-খগেন্দ্র বাহন উপেন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভার ন্যায় ব্যোমচারী বাজিবাহন নৃপনন্দন, অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে নানা দেশ, বিবিধ নগর, বহুল বাহিনী, অনন্ত অরণ্যানী, অসংখ্য অদ্রি অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যথাক্রমে নিশাকান্ত গগণ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে বসন্ত কালীয় অখণ্ড শশি-মণ্ডলের সুনির্ম্মল কৌমুদী প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল। চিত্ত বিমোহন চন্দ্রিকা-লোকে অবিশ্রান্ত গমনে পরিশ্রান্ত হইয়া যুবরাজ, বিশ্রামাশয়ে সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের অনতিদূরে এক সুরম্য সরসীকূলে অব-তীর্ণ হইলেন। স্ববাহণ হইতে অবতরণ করিয়া বলগা দ্বারা এক বৃক্ষ কাণ্ডে অশ্ববন্ধন পূর্ব্বক সরসীর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুদৃশ্য সোপান শ্রেণীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বিধুবদন অবলোকনে প্রফুল্লিত আস্য কুমুদিনীর পরিমল সম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবনে যুবরাজ, অনতি বিলম্বে বিগত ক্লম হইলেন। বিকসিত কুমুদিনীর মধুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া গুণ গুণ ঝঙ্কারে মধুকরগণ, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পার-ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রের সমীপবর্ত্তিনী শৈবলিনীর উভকূল-বাসী ভূরিপ্রেমা চক্রবাক্ দম্পতি, প্রেমভরে অপরি-স্ফুট সুমধুর স্বরে পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। অসন্নিকৃষ্ট সারস সারসীগণের প্রেমালাপ জনিত কলরব শ্রবণে তদীয় শ্রুতিবিবর পরিপ্লুত হইল। নর্ত্তন প্রিয় ময়ূর

গণের মেকোরাজে ক্রন্দন আকুলিত হইল। চন্দ্রিকা পায়ী চকোরগণ, অভিপানেও পরিতৃপ্ত না হইয়া কিরণাকর সুধাকর গ্রহণ করিবার নিমিত্তই যেন, নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে কলকণ্ঠ কোকিলের কাকলী-রবে ও পাপিয়ার কাতরোক্তি শ্রবণে বিয়োগিগণের বিকলীকৃত মনেও স্বাত্বিকভাবের উদয় হইতে লাগিল্।

যুবরাজ, এবম্বিধ সুখাবহ নিশীথ সময়ে সেই নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করত হৃষ্টচিত্তে বিশ্বস্রষ্টার বিবিধ সৃষ্টি কৌশল সন্দর্শন করিতে করিতে কাল কর্ত্তৃক আপনার কেশাকর্ষিত হইয়াছে এই নিদারুণ চিন্তায় করতলে কপোল সংস্থাপন পূর্ব্বক অপরিমেয় অভিধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অকস্মাৎ দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়ায়, পরিণয়ন সূচক লক্ষণ লক্ষ্যে সবিস্ময়ে যুবরাজ, ঈষদ্ধাস্য করত মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। হায়! নির্দ্দয় বিধাতা কেবল আমাকে অচিরকাল মধ্যে নৃশংস কালের করাল কবলে নিপতিত করিয়াই যে, পরিতৃপ্ত হইবেন এমত নহে; আবার কোন্ হতভাগিনী চিরদুঃখিনীকে বৈধব্য যন্ত্রণা প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিবিধ কল্পনাকর তদীয় মনে উদয় হইল, এই অপরিচিত দূরদেশে পরিণার্য্য কার্য্যই বা কি রূপে সম্ভাবিত হইবে। অথবা ভবিতব্যের অসাধ্য কিছুই নাই। চঞ্চল চিত্তে এইরূপ ও কতরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; এমত সময় দূর হইতে অপরিস্ফুট সুমধুর বাদ্যোদ্যম তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল

যথাক্রমে যন্ত্রিগণ, যত সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিল, পৃথক্

পৃথক্ যন্ত্রের সুমধুর ধ্বনিতে যুবরাজের শ্রুতিবিবর পরিপ্লুত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে বৈবাহিক সামগ্রী সম্ভার সমবেত বরযাত্রিগণ সহ যানারোহী খঞ্জ, কুব্জ, কাণ, রুগ্ন বিকৃতাকৃতি এক বরপাত্র আগমন করিয়া বিশ্রাম আশয়ে সর্ব্বারম্ভে সেই সরসীর সুচারু পুলিনে উপবেশন করিল। সোপান পার্শ্বে জ্যোতিঃস্বরূপ অলৌকিক রূপসম্পন্ন রাজকুমারকে সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিমোহিত হইল। পাদবিহার ছলে শনৈঃ শনৈঃ গমনে বরকর্ত্তা, যুবরাজের সন্নিহিত হইয়া সুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন, অয়ে-তরুণ রূপরাশে! আপনি কে? এবং কোন দেশকে আপনার বিরহ সন্তাপে সন্তাপিত করিয়া সরসীকূল সমুজ্জল করিতেছেন? যুবরাজ, ঈষদ্ধাস্য করত কহিলেন; হে জিজ্ঞাসো! অপরিচিতের নিকট পরিচয় প্রদানের প্রয়োজনাভাব। তখন বরকর্ত্তার ইঙ্গিতানুসারে এক ভট্ট অগ্রসর হইয়া কহিল; মহাশয়! দক্ষিণ মহাসাগর গর্ভস্থ মলয় মহীধরের অদূরবর্ত্তী এক অন্তরীপাধিপতি ইঁহার নাম "ক্ষুদ্ররাজ"। অধুনা নিজ পরিচয় প্রদান করত শ্রবণেচ্ছু নরপতির কুতূহলান্বিত অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করুন্। কুমার আত্ম গোপন করিবার নিমিত্ত কাতর স্বরে কহিলেন, মহাশয়! এ দুর্ভাগার পরিচয়ে প্রয়োজনাভাব, কিন্তু না বলিলে আপনার প্রশ্নের অবমাননা করা হয়; এজন্য কহিতেছি শ্রবণ করুন্। এস্থান হইতে শতযোজন বর্ত্ম ব্যবহিত বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা নগর সন্নিহিত শঙ্কর পুরাভিধান নিবসথে নিবাস, অবরু বর্ণ "অর্থী" অভিধান; অর্থাভাবে পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ বিধায় উদাসীনের ন্যায় দেশ দেশান্তরে

পরিভ্রমণ করিতেছি। যদি, কোনও দীন প্রতিপালক অনু-গ্রহ পূর্ব্বক নিজ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে পর্য্যটন ব্রত উদ্যাপন করত এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারি।

ক্ষুদ্ররাজ, অপরিচিতের পরিচয় প্রাপ্তে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিবেচনায় হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন; যুবক! যদি, মদাদিষ্ট প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হও তাহা হইলে আমি তোমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিব। যুবরাজ কৃত্রিম আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক করপুটে কহিলেন; স্বামিন্! অকৃতজ্ঞ ভৃত্যেরাই প্রভু আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়; আমি কায়মনোবাক্যে প্রতিপালকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। ক্ষুদ্ররাজ, যুবরাজের রূপানুমনোহর মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া অতি সঙ্গোপনে তদীয় শ্রুতিমূলে মৃদুস্বরে কহিলেন; প্রিয়ম্বদ! অনতি দূরবর্ত্তী বসন্তপুরে বসন্ত সখা সম্বরারি সদৃশ বসন্ত রাজের অনুরূপ রূপ সম্পন্না "বসন্ত কুমারী" নাম্নী পরমাসুন্দরী এক যুবতী কন্যা আছে। তদীয় নিরুপম রূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া, পতঙ্গ তুল্য মদঙ্গজ, অনঙ্গের উন্মাদনে উন্মাদ প্রায় হইয়াছিল। নৈসর্গিক অপত্য স্নেহ কাতরচিত্তে আত্মজের চিত্ত বিকার নিরাকরণ করণ মানসে কতিপয় কুলাচার্য্য বসন্তপুরে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ভবিতব্যতা নিবন্ধন প্রহিত সুচতুর বাগ্মিদক্ষ যোজকগণের বিবিধ বাগ্মিতংশে বদ্ধ হইয়া বসন্তরাজ মদুদ্বহ সহ স্বীয় উদ্বহার উদ্বাহে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু এতাদৃশ অসৌম্য অপাত্র পরিণেতা সন্দর্শনে মহারাজ, তাদৃশ অসামান্যা

আত্মজা সম্প্রদানে যে, সম্মত হইবেন, এরূপ অনুভব হয় না। যদি, আপনার অনঙ্গ সদৃশ বরাঙ্গ, নানারাগরঞ্জিত হীরকাবলি খচিত বস্ত্রাভরণে ভূষিত করিয়া, বর যানারোহণে বরযাত্রীগণ সহ নৃপালয়ে গমন করেন; তাহা হইলে ভাবী বৈবাহিক বসন্তরাজ, কন্যার অনুরূপ পাত্র অবলোকন করত নিজ নিবরাদুহিতা দানে কখনই বিরত হইবেন না। তদনন্তর দেশাচার, ও কুলাচার এবং স্ত্রী আচারানুসারে বিধি পূর্ব্বক পরিণয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইলে, যখন দম্পতি বাসর গৃহে শয়ন করিবেন এবং এইকালে [illegible] নিদ্রা কৃত শ্রম পরিচারকগণের ও রাজকুমারীর চৈতন্য অপহরণ করিবে, তৎকালে আপনি দ্বারোদঘাটন পূর্ব্বক অলক্ষিতে রাজপুর হইতে বহির্গত হইয়া এইস্থানে প্রত্যাগমন করিবেন। ঐ অবসর কাল মধ্যে মদাত্মজ শয়নাগারে প্রবেশ করত রাজকুমারী সহ এক শয্যায় শয়ন করিলেই তদীয় মনোরথ সফল হইবে।

যুবরাজ, অলঙ্ঘনীয় ভবিতব্যতা নিবন্ধন এতদ্বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া স্বীয় মলিন বস্ত্রের বিনিময়ে ক্ষুদ্র রাজপ্রদত্ত মণিময় আভরণ ও অঙ্গাবরণ পরিধান করিলেন। তদনন্তর কাদম্বিনী বিনির্ম্মুক্ত ষোড়শ কলা সংযুক্ত কুমুদ কান্তের নিরুপম শোভার ন্যায় রাজকুমার গগণরূপ দিব্যযানে আরোহণ করত অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিলেন। সুচারু পরিচ্ছদ পরিশোভিত যানবাহিগণ বিবিধ বাদ্য সমন্বিত বরযাত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসন্ত পুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ক্ষণ কাল মধ্যে গন্তব্য নগরের অনতিদূরবর্ত্তী হইলে গন্ধবহ,

আকাশ সম্ভূত মধুর নিনাদিত তূর্য্য-ধ্বনি সাদরে গ্রহণ করত বর সমাগমের সম্বাদ ঘোষণকারীর ন্যায় প্রান্তরে, কান্তারে, গিরিকন্দরে, নগরে এবং রাজপুরে প্রচার করিতে লাগিল। চন্দ্রমণ্ডল দর্শনে উল্লাসিত সাগর, স্ফীত কলেবরে স্ববেগ সম্বরণে যেরূপ অসমর্থ হয়, তদ্রূপ সন্নিকৃষ্ট অপরিস্ফুট সুমধুর বংশীরব শ্রবণে বরপাত্র দিদৃক্ষা সমুৎসুক চিত্ত আরণ্য, পার্ব্বত, নাগর, নাগরীগণ দ্রুতবেগে রাজবর্ত্মে গমন করিতে লাগিল। দর্শকগণের অস্থির পাদ বিক্ষেপে পদে পদে পাদস্খলন হইতে লাগিল; তথাপি কেহ গমনে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। আবাল বৃদ্ধবনিতা সমাকীর্ণ রাজমার্গের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুবরাজ, দর্শকগণের মনোমুগ্ধ করত গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজপুর সন্নিহিত হইলে, সৌধ শেখর হইতে পুরন্ধ্রীগণ, পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় সমাগত পরিণেতার সীমন্ত দেশে মাঙ্গল্য লাজাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল। সেচনার্দ্র ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত যান হইতে যুবরাজ, অবতরণ করিয়া তরুণ অরুণ সদৃশ অগ্রগামী পথ্য পরিদর্শকের অনুগমন করত উদয়োন্মুখ প্রভাকরের ন্যায় যথা ক্রমে গগণ রূপ সভামণ্ডপের একদেশে উদিত হইলেন। তদনন্তর নানা দেশ সম্ভূত বিবিধ শিল্প সংযুক্ত সুচারু দ্রব্যে পরিশোভিত তৌর্য্যত্রয় সমন্বিত ও আমন্ত্রিত সমাগত নানা দিগ্‌দেশীয় অবনীপতি, অমাত্য, আত্মীয়, অধ্যাপক, পণ্ডিত, সাধু, এবং সভাস্ত সুসভ্য সমূহ পরিবেষ্টিত, দ্বিরদ রদ বিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবেশন করত অমরগণ মধ্যবর্ত্তি সুরনাথের ন্যায় যুবরাজ, বৈবাহিক সভাসমুজ্জ্বল করিলেন।

প্রথমতঃ সভাস্থ সমস্ত দ্রষ্টাই যুবরাজের অপরূপ রূপ সন্দর্শনে যেরূপ মুগ্ধ হইলেন, সম্ভাষণে তদীয় অসাধারণ গুণ গ্রামের পরিচয়ে তদধিক বশীভূত হইলেন। নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে দ্রুতগতি শুভলগ্ন সমুপস্থিত হইলে, বিধি পূর্ব্বক পরিনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইল। তদনন্তর উভয়ের পরিধেয় বস্ত্র প্রান্ত কৃতবন্ধনে নবপরিণীত যুবক যুবতী, যুগপৎ বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই মহা মহোৎসবকালে প্রহরিগণের অনবধানে অপেক্ষিত ক্ষুদ্র রাজকুমার, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাসরগৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অতি সংগোপনে অবসর কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরিহাস-প্রিয়া প্রমদাগণ, দম্পতির অদৃষ্ট পূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে হতজ্ঞান হইয়া কেহ মনে করিতে লাগিল যেন, বাসররূপ ত্রিদিবে কেলি পরতন্ত্র স্বর্ণ বর্ণ কল্প পাদপ, আলিঙ্গিত হেমলতিকা সহ ক্রীড়া করিতেছে। কোন মহিলা, মোহিত মনে গৃহোদর রূপ অন্তরীক্ষে যেন, নবীন নায়ক সদৃশ শশাঙ্ক সমীপে নীলাম্বরোপম নীরদ সহ নিরুপমা নায়িকা রূপ অস্থিরা, স্থিরভাবে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে, ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিল। কেহ ভ্রমে রজত পল্যঙ্করূপ কৈলাশ শিখরে যেন, দম্পতিরূপ ভুবনমোহনভব সহ হরমনোমোহিনী হৈমবতী প্রত্যক্ষ করিলাম মনে করিয়া পুলকিত হইতে হইতেই (যুবরাজের বহিরাগমনে অপেক্ষাকৃত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হওয়ায়, প্রতীক্ষিত ক্ষুদ্র রাজকুমার, চঞ্চলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। বোধ হয় নিয়োজিত নিযোজ্য অকৃতজ্ঞ অভাজন হইবে; কেন না মদাহৃত প্রস্তুত অশ্বে বঞ্চিত

করিয়া আপনি স্বদন সুখে যামিনী যাপন করিতেছে। আহা! না বুঝিয়া পিতৃ পরামর্শ অনুসারে অজ্ঞাত কুলশীলের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি? অহো! না জানিয়া স্বকরে উত্তোলন করত বিষলড্ডু ভক্ষণ করিয়াছি অ-হ-হ! অমৃত উদ্ভিজ্জ জ্ঞানে আরামে বিষ-লতিকা রোপণ করিয়াছি—হায়! আমার কবলিত ভক্ষ্য কাড়িয়া লইল। এই রূপ আক্ষেপ করিতে করিতে যুবরাজ কি করিতেছেন, দেখিবার নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে গৃহমুখে উপনীত হইয়া অবরোধিত দ্বার শনৈঃ শনৈঃ ঈষদুদ্ঘাটন করিতে লাগিল) নির্জ্জন দ্বারদেশে অকস্মাৎ কৃতোদ্ঘাটন সমুদ্ভব শব্দ শ্রবণে নারীগণ, ঐ নন্দী আসিতেছে অনুভব করিয়া ভূত ভয়ে অভিভূত হইতে লাগিল। কোন পতি-বিয়োগ বিধুরা প্রৌঢ়া, অপর এক যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল; সখি! অদ্য চিরবৈরী অনঙ্গকে অঙ্গ বিশিষ্ট দেখিতেছি, তুমি সাবধানে বাঞ্ছিতংশে বদ্ধ করও আমি উহাকে কটাক্ষ শর সন্ধানে আহত করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদান করি। কেহ যুবরাজের উজ্জ্বলাঙ্গে কুমকুমাঘাত করায় উহা যেন, সৌরগণ পরিসেবিত রঞ্জন রঞ্জিত মরীচিমালীর লোহিত অঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কুমারের কমনীয় কান্তি বিলোকনে এক বিহ্বলাবালা, সমীপাগতা স্খলিত কবরী, শুভ্র কুসুম রাজী রচিত নিতম্বচুম্বিলম্বিনী বেণী, অনঙ্ক শশাঙ্ক মণিশেখরা, পাবক সন্নিভ সিন্দুর তিলকা, দ্বীপি চর্ম্ম সম চিত্রিত বসনা, ডমরু রব গঞ্জি সিঞ্জিত কারিণী অপর এক সিমন্তিনীকে দেখিয়া, ভ্রমে ভুজঙ্গ ভূষণ কন্দর্প দর্প খর্ব্বকারী ত্রিপুরারি

আসিতেছেন, অভিজ্ঞানে, অঙ্গ বিশিষ্ট অনঙ্গরূপ যুবরাজের অরিষ্ট আশঙ্কায় তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিবার নিমিত্তই যেন, ক্রীড়াছলে তাঁহার অঙ্গে বারিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত বিবিধ প্রসূন বর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কামিনী, নবীন নায়ক সহ সুমধুর সরস বাক্যে বিবধ কৌতুক করিতে লাগিল। রসজ্ঞ যুবক, রসিকা রমণীগণের রসালাপের সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করত তৎকালোচিত রসিকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক বাসরে রমণীগণ সহ কৌতুক কালে পরিণেতার অন্তরে যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদ্ভব হয়, কৃতোদ্বাহ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা এক এক বার অনুভুব করিয়াছেন। ঈর্ষান্বিত বিধাতা, কাহার সম্পূর্ণ সুখ সম্ভোগসহ্য করিতে পারেন্ না; এই নিমিত্তই যেন, সেই সুখদনিশীথ সময়ে যুবরাজের আনন্দময় অন্তরে সাধক অভিহিত আসন্ন মৃত্যু ভয় এবং ক্ষুদ্র রাজ সন্নিধানে নব বিবাহিতা বনিতা প্রত্যাখ্যানের অঙ্গীকরণ স্মরণ করিয়া দিলেন। কুমার, এক কালে হর্ষ ও বিষাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া কিরূপে রাজাবরোধ হইতে বহির্গত হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। যুবরাজকে সহসা বিমনা বিলোকনে, সেই সেই কালে যুবকান্তরে সম্ভাবিত সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের সম্ভাবনায়, রাত্রি অধিক হইল, নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, আপনারা শয়ন করুন, আমরাও নিদ্রা যাই; বলিয়া হাসিতে হাসিতে কৌতুক বিলাসিনী কামিনীগণ, স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। তখন নব প্রণয়িনীর বিরহ সন্তাপ কিরূপে সহ্য করিব এবং অঙ্গীকার প্রতিপালন না

করিলেইবা লোকে কি বলিবে! এইরূপ উভয় সঙ্কট হওয়ায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া যুবরাজ, গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শিশির সিক্ত সঙ্কুচিত সরজিনীর ন্যায় যুবরাজের চিন্তা পরতন্ত্র ম্লান বদনে মৃদু মৃদু স্বেদবিন্দু, মুক্তা কলাপ সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। বরয়িতার বিরক্ত বদন বিলোকনে বসন্ত কুমারী, স্বীয় অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধের আশঙ্কায় বিনয় গর্ভ বচনে কহিলেন; হে রতগুরো! আপনার অপ্রফুল্ল বদনারবিন্দ সন্দর্শনে দাসীর তর্কিত চিত্তে বিবিধ শঙ্কার উদয় হইতেছে। অধিনী যদি, কোন রূপে অপরাধিনী হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছে; স্বীয় দাক্ষিণ্য ও কারুণ্য প্রভাবে পরিমার্জ্জনা করিতে হইবে।

নৃপনন্দিনীর বদন-বিবর রূপ রত্নাকর, রসনারূপ মন্থন দণ্ডে, অসংখ্য শিরা রূপ সহস্র শীর্ষ অনন্তরর্জ্জু দ্বারা, উভয় তালু রূপ দেবাসুর কৃত মন্থনোত্থিত বিনয় গর্ভবাক্য রূপ পীযূষ, শ্রুতি বিবরে পান করিয়া, যুবরাজ প্রণয় পরবশ চিত্তে আর আত্ম গোপন করিতে পারিলেন না। সহধর্ম্মিণী সন্নিধানে আদ্যোপান্ত আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে পরিকীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে শিবপুরী, বারানসী গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সৌহিক সময়ে অকস্মাৎ প্রাণ বল্লভের আসন্ন মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ করিয়া মোহ বশতঃ ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় রাজবালা, ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। রাজকুমার, অধ্যবসায় সহকারে দয়িতার নিমীলিত নেত্রে বারি প্রদান ও সংজ্ঞা শূন্য দেহে স্বীয়বসনাঞ্চলে অনিল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ক্ষণ কাল মধ্যে মোহ অপনোদিত হইলে লব্ধ

সংজ্ঞা বসন্ত কুমারী, বারম্বার ধরাতলে মস্তকাঘাত ও পুনঃ পুনঃ করতলে বক্ষস্থল তাড়না করিয়া সকরুণ স্বরে বিলাপোক্তি সহকারে কহিতে লাগিলেন। রে নৃশংস বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল! এতাদৃশ সুকুমার রাজকুমারের অল্পায়ু বিধান করিয়া তোর কি আধিপত্য সংস্থাপিত হইল? অহো! কুমারী কালে ক্রীড়া ছলে তদুত্তর অনূঢ়াবস্থায় একাল পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক এক তান মনে ভবানী পতির যে আরাধনা করিলাম, তাহার ফলে অভাগিনীর ভাগ্যে কি এই ফল ফলিল? এই রূপ বিবিধবিলাপ উক্তি দ্বারা আপনার অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন; নাথ! পতি প্রাণা সাধ্বী নারীগণ' সম্যক প্রকারে পতি সহ-গামিনী হয়; যদি একান্তই আপনার অবিমুক্তি ক্ষেত্র বারানসী ধামে গমনেচ্ছা হইয়া থাকে, দাসীও ওপদ সহচারিণী হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিবে। যুবরাজ, নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন; প্রিয়ে! পরাধীনেরা কখনই স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না। আমি ক্ষুদ্র রাজের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া আগমন করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণকালের নিমিত্ত ভবাদৃশ নারীরত্ন সন্দর্শন করত নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিলাম। এক্ষণে সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিলেই আত্ম বিগ্রহ পরিগ্রহের সফলতা সম্পন্ন হয়।

রাজবালা, স্বীয় কৃত যত্ন নিষ্ফল দেখিয়া করপুটে কহিলেন; কান্ত! যদি, একান্তই দাসীকে চির পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তবে কৃপা করিয়া অধীনীর অনুরোধে কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন্। কেননা পতি বদনারবিন্দ

নিরীক্ষণ করিতে করিতে যে কামিনী করাল কালের কবলে নিপীড়িতা হয়, ধরাতলে সেই নারীই ধন্যা ও ভাগ্যবতী বলিয়া জনসমাজে প্রতিপন্না হইয়া থাকে এবং পরিণামে সদ্গতি লাভ করে। রে—প্রতীক্ষিত পতনোম্মুখ প্রাণ! সুখে গমন করিবার এরূপ অবসর আর পাইবে না, বলিয়া বাষ্পাকুল লোচনে অঙ্গ সমূহকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন। হে নয়ন! ঐ অনঙ্গ বিনিন্দি অঙ্গ একবার এজন্মের মত নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও; হে শ্রবণ! ঐ নিষ্কলঙ্ক বদন সুধাকর বিনিঃসৃত বচন সুধা, অনন্য মনে একবার শ্রোত্র বিবর পরি-পূর্ণ করিয়া পান করও; হে হস্ত! এই সময় স্বহস্তে একবার পতিপদ সেবা করিয়া স্বীয়বিগ্রহ পরিগ্রহের সার্থকতা সম্পাদন করও, হে পদ! এক বার পরিণেতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পদে পদে প্রাণনাথের বিপদকে পদাঘাত করও; হে হৃদয়! স্বীয় স্বচ্ছ কলেবর রূপ আদর্শে প্রতিবিম্বিত পতি প্রতিমূর্ত্তি, পাষাণাঙ্কিতের ন্যায় চিন্তা রূপ মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করও; হে প্রাণ! প্রাণেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবামাত্রই তৎপদে তোমাকে উপহার প্রদান করিয়াছি: আর কেন এদেহে অবস্থান করিয়া আমাকে. দত্তাপহরণ কলুষে কলুষিতা করিতেছ? যাও, পতিপদাশ্রিত হইয়া পরমসুখে অবস্থিতি করও। প্রতারকগণ, অদূরদর্শী জনগণকে সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণাচ্ছাদিত তাম্র মুদ্রা প্রদান করত যেরূপ প্রবঞ্চনা করে; সেই রূপ তুমিও অনতিবিলম্বে জীবিতেশ্বরের জীবনের পরিবর্ত্তে তদীয় জীবন জিঘৃক্ষু যমরাজের প্রসারিত হস্তগত হইয়া প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক প্রাণেশ্বরের প্রিয় প্রাণ রক্ষা করিও। বলিতে বলিতে

বারিদ বিগলিত বারিধারার ন্যায় অবিরল অশ্রুপাতে বসন্ত কুমারীর দৃষ্টি অবরোধ হইল। রোদন জনিত শ্লেষ্মায় বাক্যের জড়তা হইতে লাগিল। শঙ্কা প্রযুক্ত শব্দ গ্রহে অলীক বিবিধ ভয়াবহ শব্দ সমুৎপন্ন হওয়ায় শ্রুতি অবরোধ হইল। অত্যাশঙ্কায় অকস্মাৎ মোহ আসিয়া পুনঃ চৈতন্য হরণ করিল। তখন রাজকুমারীর নিস্পন্দিত দেহ, দারুময়ী প্রতিমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অচিন্তনীয় ঘটনা বারম্বার প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় যুবরাজ অস্থিরচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! ক্ষিতিতলে আমার তুল্য হতভাগ্য নরাধম দ্বিতীয় নাই! নৃশংস নিশাচরের ন্যায় দয়িতার পাণি পীড়ন কালে জীবন পীড়ন করিলাম। অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া স্ত্রী হত্যার ভয় করিলাম না। কই! এখনও ত আমি মৃত্যুমুখে নিপতিত হই নাই; তবে কেন তুমি বারম্বার আমার নিমিত্ত মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ? প্রিয়ে! একবার আমার বিনয় বচনের প্রতিবচন প্রদান করিয়া সন্তাপিত হৃদয় সুশীতল করও। দয়িতের অমৃতময় বচন পরম্পরা শ্রুতি-বিবরে পান করিয়াই যেন, মৃত দেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারিত হইল। রাজবালা, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দর বিদলিত নয়নে কহিলেন; সখি! আমাকে ধরও! ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে শঙ্কিত হৃদয় কম্পিত হইতেছে। তখন সখীর বিনিময়ে সমীপবর্ত্তি যুবরাজকে নিরীক্ষণ করত লজ্জাবনত বদনে রদনাঘাতে রসনা তাড়না করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন; কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রাভিভূত হইয়া অলীক স্বপ্ন সন্দর্শন করিলাম! কিম্বা প্রকৃতই সমন সদনে গমন

করিয়াছিলাম? রাজকুমার, ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন; অয়ি ভীরু! ভয় কি? প্রলাপিনীর ন্যায় অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতেছ কেনও? রাজকুমারী দয়িতের ভ্রম অবসারণের নিমিত্ত বিনীত বচনে কহিলেন; প্রাণপতে! কিজন্য আমাকে প্রলাপিনী কিম্বা ঔন্মাদিনী জ্ঞান করিতেছেন। আমি যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সবিস্তরে নিবেদন করিতেছি; অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন্।

প্রাণ বল্লভের বিরহ সন্তাপে সন্তাপিত হইবার অগ্রেই অন্তক আলয়ে গমন করা বিধেয় কিন্তু কি উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে চিন্তা করিতেছিলাম। ইত্যবসরে বাহ্য জ্ঞান বিনাশিনী মূর্চ্ছা আসিয়া যেন, কহিল; অয়ি চিন্তা পরতন্ত্রে! চিন্তা কি, অবিলম্বেই আমি তোমার মনোরথ সফল করিতেছি। বলিতে বলিতে অয়স্কান্ত মণি যেরূপ অয়সকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ আমিও মোহ কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া যেন, অন্তরীক্ষে আরোহণ করিতে করিতে অবিলম্বে রসাতলে উপনীত হইলাম। ক্ষণকাল মধ্যে অপদিশ মর্ত্তলোকে পুনরাগমন করত নিরন্তর দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম। নানা দেশীয় নগর, জনপদ, পণ্য পূর্ণ বীথী, শস্য যুক্ত ক্ষেত্র, কুসুমিত বৃক্ষ, অমৃতময় ফলাবনত শাখা, সুতৃপ্ত বিহঙ্গগণ কূজিত নিকুঞ্জ, শ্বাপদ জন্তু-সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড পাদপ পরিবৃত অরণ্যানী তরঙ্গমালা বিভূষিতা স্রোতস্বতী, সিকতাময় মরুভূমি, অভ্রভেদী ধরাধর প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে করিতে উত্তাল তুঙ্গ তরঙ্গিত গভীর সাগর অতিক্রম করিয়া অবনীমণ্ডলের অন্তরালে এক ধ্বান্তময় প্রদেশে প্রবেশ

করিলাম। অন্ধের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত পদে, বলিশী বিদ্ধ মৎস্য যেরূপ আক্রমীর যদৃচ্ছা আকর্ষণের অনুগমন করে; সেই রূপ আমিও মোহ কৃতাকর্ষণ পথে প্রয়াণ করিতে লাগিলাম।

যাইতে যাইতে অনতিদূরে এক শোণিতময় তরঙ্গিণী, যাহার অনলময় তরঙ্গিত তরঙ্গ, ভীষণাকারে প্রবাহিত হইতেছে; দৃষ্টি মাত্রই জীবন জীবনবৎ আর্দ্রীভূত হইয়া স্বেদরূপে বহির্গত হইতে লাগিল। তদুপরি এক কামরূপী হিরণ্ময় সেতু, দেখিতে দেখিতে রজতময়, তাম্রময়, মণিময়, দারুময়, মৃণ্ময় কখন বা তেজোময় এইরূপ বিবিধ আকার স্বীকার করত অদেহী প্রাণী জন্তুগণের কর্ম্মানুরূপ কার্য্যসাধন করিতেছে। কেহ অনায়াস লভ্যের ন্যায় সেতু বর্ত্মে পরপার প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত অগ্নিময় আবর্ত্তে আহূত হইয়া দহ্যমান হইতেছে। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কেহ না বলিলেও অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই ভয়শঙ্কুল শোণিতময় তরঙ্গিণীকে বৈতরণী নদী বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। আমি অসহনীয় সেই শল্যতুল্য নেত্রবেধী অনলজ্যোতির আঘাত ধারণে অক্ষম হইয়া একবার নয়ন মুদ্রিত করত যেমন পুনরুন্মীন করিলাম; জানিনা কি উপায়ে বৈতরণীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে সমীপবর্ত্তী অসীম এক উন্নত প্রকার দৃষ্টে বোধ হইল, গ্রহপতির গতি অবরোধ করিয়াই যেন, সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। মধ্যস্থলে গবাক্ষের ন্যায় এক লৌহময় অবারিত দ্বারদেশে চতুঃষষ্টি অনার্জ্জব, অধিকৃত জীবচয়কে নিরন্তর প্রবিষ্ট করিতেছে।

মোহ সহচারিণী হইয়া আমিও অভ্যন্তরে প্রবেশ করত অন্ধকারাবৃত পূতি গন্ধময় এক প্রকোষ্টে (যে স্থানে মৃত-বৎসা জননী, পতি বিয়োগ বিধুরা সাধ্বী, হৃত সর্ব্বস্ব কৃপণ ব্যতিরেকে অপর কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক গমন করে না) উপনীত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে অবিলম্বে সেই নিকৃষ্ট প্রকোষ্ট অতিক্রম করিয়া এক সুদীর্ঘ তোরণে উত্তীর্ণ হইলাম। সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অনল কুণ্ড, মূত্র কুণ্ড, পুরীষ কুণ্ড, প্রতপ্ত তৈল কুণ্ড, এবং সূচিমুখ কুণ্ড প্রভৃতি যড়শীত কুণ্ডে কৃত-কার্য্যের ফলভোগের নিমিত্ত নিঃক্ষিপ্ত অদেহী প্রাণিগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে শ্রবণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সত্বর তথা হইতে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া রত্নেশ্বর মনি কিরণে নয়ন পরিতৃপ্ত, সুবাসাঘ্রাণে নাসারন্ধ্র পরিপ্লুত ও স্নিগ্ধ সমী-রণে শরীর সুশীতল হইল। তথায় পুণ্যশীল অদেহী প্রাণিগণ, স্বকীয় সুকৃতি অনুসারে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিয়া মনও পুলকিত হইল। এইরূপে কর্ম্মীদিগের কৃত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ স্থান ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত বিনাপত্তিতে অতিক্রম করিলাম। সপ্তম বীথীর অন্ত-র্ব্বর্ত্তী হইয়া প্রেতকুলসঙ্কুল এক নিরুপম সভামণ্ডপে অপূর্ব্ব সিংহাসনে আসীন কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ দণ্ডপাণি লোহিত লোচন ভীষণাকার অপরিচিত এক বীর পুরুষকে দেখিবামাত্র কেহ না বলিলেও তাঁহার অলৌকিক লক্ষণ লক্ষ্যে অনায়াসে বোধ হইল, সেই মহাপুরুষইকালান্তক যম। আমি তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইবামাত্র তিনি ক্রোধ কষায়িত লোচনে কহি-লেন; অয়ি মূঢ়ে! তুমি অকালে অনাহূত হইয়া কিজন্য

এখানে আসিতেছ ? অবিলম্বে প্রতিগমন করও ; কাল প্রাপ্ত হইলে পতি সহ-গামিনী হইয়া এই ধর্ম্মাধিকরণে আগমন করত সাধ্বীগণের ঐ উচ্চমঞ্চে প্রিয় কান্ত সহ অবিচ্ছেদে নিত্য নব সুখ সম্ভোগ করিও। তাঁহার সরোষ বাক্য শ্রবণে ও বিকট বদন ভঙ্গী বিলোকনে ভীত হইয়া যেমন মূচ্ছা, আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল, অমনি আমিও শঙ্কিত ও কম্পিত হৃদয়ে কহিয়াছিলাম ; সখি ! ধরও। অতএব অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মরাজ আজ্ঞায় আপনার যদৃচ্ছাগমনের অনুগমন করত উভলোকে অবিচ্ছেদে নিত্য কালযাপন করিব।

যুবরাজ, জায়ার আন্তরিক অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপস্পর্শভয়ে কহিলেন ; প্রিয়ে ! নবোঢ়া নারীগণের বিরুদ্ধাচার পর্য্যটনে পরাঙ্মুখ হইয়া আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই সুরক্ষিত রাজাবরোধে অ-সূর্য্যম্পশ্য রূপে অবস্থান করও। কান্ত বচনাকর্ণনে সজল নয়না বসন্ত কুমারী, বিনীতবচনে কহিলেন ; নাথ ! সর্ব্বতোভাবে পতি আজ্ঞা প্রতি পালন করাই নারীগণের মুখ্য ধর্ম্ম, কিন্তু আপনার আসন্ন মৃত্যু বিবরণ শ্রবণে কি রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া কালযাপন করিব ? তখন যুবরাজ, সাধুদত্ত দৈব শক্তি সমন্বিতা সেই বর্ত্তিকা দীপ শিখায় প্রজ্বলিত করিয়া কহিলেন ; এই অস্নেহ বর্ত্তি যে পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকিবে তদবধি আমার কোন বিপদাশঙ্কা করিও না। যখন নিশ্চিতরূপে দীপ শিখা নির্ব্বাণ হইবে তখন নিশ্চয় জানিবে তৎসহ মদীয় জীবন জ্যোতিও নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এবং আমার মরণোত্তর যদি, একান্তই অনুমরণে ইচ্ছা হয় ;

তবে এই মন্নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক সহ চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়া সাধ্বীগণের গন্তব্য পথে গমন করিও। আমি বিদায় হইলাম, আর বাধা দিওনা; বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলি বিযুক্ত অঙ্গুরী প্রদান করত বাষ্পাকুলনয়নে নব প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন করিয়া হর্ম্মকুক্ষি হইতে রাজকুমার, বহির্গত হইলেন।

অবিলম্বে প্রাণকান্ত কর্ত্তৃকউদ্ঘাটিত স্ববাস দ্বাররুদ্ধ করিয়া, মণিহারা ভুজঙ্গিণীর ন্যায় রাজনন্দিনী, অসহ্য পতি বিরহ সন্তাপে অস্থিরা হইয়া কখন উপবেশন কখন ধরা শয়ন, কখন পাদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নিয়োজিত নিবোজ্যের নির্গমন নিরীক্ষণে প্রতীক্ষমান ক্ষুদ্র-রাজকুমার, স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, মনে করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। হর্ষোৎফুল্লবদনে গৃহমুখে উপনীত হইয়া রাজ অনুচরগণের অজ্ঞাতে আবাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন কি, অবরোধিত দ্বার দৃষ্টে সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ আবার কি! দ্বার রুদ্ধ কে করিল? যাহা হউক আহ্বান করিলেই দ্বার মুক্ত করিয়া দিবে; মনে মনে স্থির করিয়া বায়স বিনিন্দি কর্কশ স্বরে দ্বার খোলও বলিয়া গৃহ মুখে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্ররাজ সুতের চিৎকার শব্দে নিদ্রিত যামিকগণ, জাগরিত হইয়া সচকিত ভাবে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ রাজপুরমধ্যে প্রবিষ্ট বিকলাঙ্গ এক অপরিচিত পুরুসকে দেখিবামাত্র অপহারক অভিজ্ঞানে প্রহরিগণ, উহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত কেহ

হস্ত কেহ পদ কেহ গ্রীবা ধারণ করিয়া বন্দীপালের নিকট উপনীত করিল। ধৃত অপরাধীর কৃত অপরাধের বিচার জন্য ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া যাইবার অনুপযুক্ত সময় দেখিয়া কারাধ্যক্ষ, নিশাবসানের প্রতীক্ষায় পুর প্রবেশককে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রহরিগণকে অনুমতি প্রদান করিল। ক্ষুদ্র রাজকুমার, যখন দেখিলেন ফলপ্রসবোন্মুখ স্বীয় আশালতা, রাজ প্রতিহারিগণ কর্ত্তৃক সমূলে উন্মুলিত হইল। তখন আক্রান্ত দুর্ব্বল দেহিগণ, আসন্ন মৃত্যু কালে যেরূপ নিঃশঙ্ক চিত্তে মহাবল পরাক্রান্ত আক্রামকের প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ তিনিও সদর্পে কহিলেন; রে-দুবৃত্ত-বর্ব্বর-প্রহরিন্! তোরা কি রাজ অনুচর হইয়া, মদ গর্ব্বে এক কালে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়াছিস্? রে মূঢ়-নির্ব্বোধাধমজনগণ! তোরা কি জানিস্ না? যে প্রকারেই হউক অনল, স্পর্শমাত্রই দগ্ধ করে। কি পরিতাপ! আমি বসন্ত রাজ জামাতা, আমাকে কারারুদ্ধ করিবি? অহো! এরূপ কুলক্ষণা রাজকন্যাতো কেহ কখন দেখে নাই! বৈবাহিক নিশা প্রভাত না হইতে হইতেই, পাণিগ্রাহীর মৃত্যু তুল্য কারা ক্লেশ ভোগ করিতে হইল!!! অহো! স্নেহ কারিণী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী শুনিলে কি বলিবেন? রে-দাম্ভিক নীচাশয় নিশাচর পরপীড়কগণ! এখন বুঝিতে পারিতেছিস্ না? স্বকরে উত্তোলন করিয়া মরণৌষধ ভক্ষণ করিতেছিস্। জানিস্ না? পিতা শ্রবণ মাত্রেই ইহার প্রতিফল প্রদান করিবেন।

স্তেয়ীর প্রলাপ বাক্যে প্রহরিগণ, হাস্য করিতে করিতে কহিল; মহারাজের কি সৌভাগ্য! একমাত্র কন্যা হইলে কি

হয়, জামাতা অনেক গুলি। কেহ কহিল, অনেক গুলি না বলিলেও বলাযায়, কেননা চাঁদে চাঁদে মিল আছে; কেহ পূর্ণিমার চাঁদ কেহ অমাবস্যার চাঁদ। পরিহাস বাক্য শ্রবণে বন্দীপাল, ক্রোধ কম্পিতকলেবরে প্রহরিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল; উন্মত্তের বাক্যে তোমরাও কি উন্মত্ত হইয়াছ? শীঘ্র রাজজামাতাকে কারারূপ বাসর গৃহে শয়ন করাইয়া, রাজকুমারীর প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ প্রশস্ত শিলা উহার হৃদয়ে স্থাপন করও, রাজ জামাতা অবশিষ্ট যামিনী সুখে যাপন করুন।

যথাক্রমে প্রভাতীয় সুমন্দ সমীরণে শাখিগণের সূক্ষ্ম শাখা সকল ঈষদান্দোলিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ সুপ্ত্যুত্থিত হইয়া সুমধুর গানে নিদ্রিতগণের সপ্ন ভঙ্গ করিতে লাগিল। ঊষা, রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রাচী দিক্ হইতে যেন, অবনীমণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিল। অরাতি মিহির ভয়ে, তিমির যেন, গিরি কন্দরে ও গহন কাননে লুক্কায়িত হইল। নিশাবসানে নিশানাথ পাণ্ডুবর্ণ স্বীয় বদন বিলোকন করিয়াই যেন, লজ্জাবনতবদনে পশ্চিম সাগর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। শিশুগণ, অপরিস্ফুট সুমধুর স্বরে স্বীয় জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সবৎসা গাভীগণ, হম্বারবে গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। শিখরি শিখর, বালার্কের লোহিত বিভাবর্ণে বর্ণিত হওয়ায় বোধ হইল, রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত বিশাল বিগ্রহ দনুজেশ্বর, অমরাহবে পরাভব প্রযুক্ত বৈরিনির্য্যাতন করণ মানসে উন্নত শৃঙ্গরূপ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যেন, নিস্পন্দে অভীষ্টদেবের আরাধনা করিতেছে।

অংশু মালীর অংশু জালে ক্রমে ক্রমে অবনীমণ্ডল যেন, স্বর্ণ পত্রে বিমণ্ডিতা হইতে লাগিল। তরুণ অরুণ বদন বিলোকনে বারিজ বিকসিত, কুমুদ সঙ্কুচিত, চকোর বিষাদিত, রথাঙ্গ অঙ্গনা সহ সম্মিলিত হইল। সুপ্তি বসন্ত রাজের দেহ রূপ অপূর্ব্বগৃহে সুখে বাস করিতেছিল; বন্দিগণের কলরবে ভীত হইয়াই যেন, মহিপতির মুদ্রিত নয়ন রূপ দ্বারোদঘাটন করত নিশাচরগণের নিকট পলায়ন করিল।

মহারাজ, সুকোমল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত যথা-ক্রমে প্রাতঃকৃত্য সমূহ সমাপন করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মাধি-করণে প্রবেশ পূর্ব্বক সমাগত নরপতি, সম্ভ্রান্ত সাধু, পরিণাম-দশী আমাত্য এবং অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া মণিময় বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। আবেদক, অভিযোগকারিগণের প্রদত্ত আবেদন পত্র সকল পাঠ করিতে লাগিল: বিচক্ষণ ভূপতি শ্রুতমাত্র অভ্রান্তচিত্তে বাদি প্রতি-বাদিগণের কৃত আপত্তির বিচার নিষ্পন্ন করিতেছেন; ইত্য-বসরে কারাধ্যক্ষ, রজনীযোগে রাজ অবরোধে অনধিকার প্রবেশ অপরাধে অপরাধীকে পাশবদ্ধ করিয়া উপনীত করিল। শৃঙ্খলবদ্ধ পালিত শুন, প্রভু সন্নিধানে যেরূপ অবাঙ্মুখে দেহ ভঙ্গি করত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; সেইরূপ পাশবদ্ধ ক্ষুদ্র রাজকুমার, লজ্জা ও ভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মহারাজের প্রস-ন্নতা লাভের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নীরবে অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল।

কপটী, স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত সময় অনুসারে যেরূপ কৃত্রিম আহ্লাদ বা ক্রোধ প্রকাশ করে; সেইরূপ ক্ষুদ্র রাজ,

স্বীয় সন্তানের তাদৃশ যন্ত্রণা দৃষ্টে সক্রোধে কহিলেন; কি আশ্চর্য্য! অথবা ঐন্দ্রজালিক বিরচিত জগন্মণ্ডলে কিছুই অসম্ভব নহে। যখন তৈল পায়ী, পেশস্কৃত কর্ত্তৃক আকৃষ্ঠ হইয়া পেশস্কৃলৃত হয়; তখন সেই বিধু বিনিন্দি বদন রূপান্তরিত হইবার বৈচিত্র্য কি! ক্ষুদ্র রাজের বাক্যার্থ অনুভূত না হওয়ায় বসন্ত রাজ কহিলেন; বৈবাহিক! আপনার কূটার্থ সংযুক্ত বচন পরম্পরা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়া আমার শ্রবণ লালসা শ্রুতিপুট পরিতৃপ্ত করুন্। তখন বাক্ কৌশল নিপুণ ক্ষুদ্র রাজ, স্বীয় সন্তানের অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত বাগ্জাল বিস্তার করত কহিলেন; মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, অসম্ভব বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইলেও কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না; কিন্তু অপত্য স্নেহ কাতর মদীয় মন গোপন করিতে অসামর্থ্য হেতু নিবেদন করিতেছি, প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। প্রত্যক্ষীভূত বিষয়, অপর প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণের অপ্রয়োজন। বিগত বিভাবরীতে সর্ব্বগুণাধার কুমার সদৃশ মদীয় কুমারের অনিন্দিত রূপ গুণের পরিচয় সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, অধুনা তাদৃশ সুচারু অঙ্গজরূপ পঙ্কজ, শৃঙ্গচূড় হিমাদ্রি সম-পীনপয়োধর ধন্য নায়িকার নিশ্বাস রূপ শীতল সমীরণে ক্ষণকাল মধ্যে ঈদৃশ মলীমস হইয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে স্বীয়দুহিতৃসহ জামতা বিদায় করিলে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া প্রাণাধিকের আগন্তু বিকারের প্রতিকার বিধান করি।

বসন্তরাজ, বৈবাহিকের স্বকপোল কল্পিত অলীক উপন্যাসের ন্যায় অসম্ভব বাক্যের সমুচিত উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহিষী, অকস্মাৎ ম্লান বদনে মহারাজকে আগমন করিতে দেখিয়া শঙ্কিত মনে গাত্রোত্থান করত উপবেশনের নিমিত্ত স্বহস্তে আসন নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা, বিরস বদনে কহিলেন, দেবি! আমি তোমার নিকট সমাদৃত হইবার কিম্বা উপবেশন করিবার নিমিত্ত আগমন করি নাই। এক বিপদাপন্ন হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি; [illegible] রক্ষা করও। আমি পুত্র সন্তান সুখে বঞ্চিত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, অতি যত্নে প্রতিপালিতা আত্মজা, উপযুক্তকালে সৎপাত্রে সাৎ করিয়া ভবিষ্যতে তদ্‌গর্ভজাত সন্তানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করণানন্তর বৃদ্ধাবস্থায় তৃতীয় আশ্রম আশ্রয় করত রাজর্ষিদিগের গন্তব্য পথে সুখে বিচরণ করিব। এইরূপ বহুকালের আরোপিত আশালতা ফল প্রসবোন্মুখ হইয়া ভাগ্যক্রমে এককালে সমূলে উন্মূলিত হইল। অস্মদীয় গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ জানিনা, রাক্ষসী কি দানবী কি কোনও মায়াবিনী ছলক্রমে তোমার গর্ভে আবির্ভূতা হইয়া কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হইয়াছে! কেননা যাহার নিশ্বাসে স্বরূপ বিরূপ হয়; অধিক কি কহিব সেই নিরুপম রূপ মাধুরী জামাতাকে দৃষ্ট করিলে মানব কি দানব স্থির করিতে পারা যায় না। যদি, তুমি এতদ্বৃত্তান্তের অণুমাত্রও জ্ঞাত হইয়া থাক, নির্ভয়ে ব্যক্ত কর। সত্য হইলে সত্বর প্রতিকার বিধান না করিলে, উদ্যানস্থ [illegible] কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় পরিণামে অশুভকর হইবে। রাজ্ঞী, অশ্রুতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় অশনিতুল্য বচন শ্রবণ করত যুগপত্ত বিষাদ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া কহি-

লেন; মহারাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক কহি-তেছি; যদি, কখন ইহার প্রসঙ্গ মাত্রও জ্ঞাত হইয়া আপনার নিকট গোপন করিয়া থাকি, অধিক কি কহিব যেন, এককালে দর্শন সুখে বঞ্চিত হই। তদনন্তর বিশেষানুসন্ধানের নিমিত্ত সঙ্গোপনে এক সুচতুরা সঙ্গিনী সঙ্গে নন্দিনীর পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজমহিষী, অঙ্গজার আকৃতি ও প্রকৃতি পরীক্ষার নিমিত্ত অলক্ষিতে এক বাতায়ন পথে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সরল হৃদয়া রাজবালা, হর্ম্ম্যকুক্ষির মধ্য ভূমিতে উপবেশন করত মুদ্রিত নয়নে পতিরূপ অনুধ্যান করিতে-ছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে দহ্যমান সরস দারু হইতে যেরূপ নির্য্যাস নির্গত হয়, সেইরূপ সতীর প্রণয় পীযূষাভিষিক্ত অন্তর, পতি বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হওয়ায়, স্নেহ রূপ অশ্রু বহির্গত হইতেছে; দেখিয়া অকৃত্রিম স্নেহ কারিণী জননী, আর গোপনে থাকিতে পারিলেন না। দ্রুত পদে মুদ্রিত নয়না রোরুদ্যমানা কন্যার নিকট উপনীতা হইয়া বসনাঞ্চলে অশ্রু বিমোচন করত কহি-লেন; ওমা বসন্তকুমারি! কি জন্য রোদন করিতেছ? তোমায় কি, কেহ কিছু কহিয়াছে? অথবা আগন্তুক কোনও পীড়া হইয়াছে? কিম্বা তোমার প্রতি তোমার শ্বশ্রূপতির যদি কোনও সন্দেহ হইয়া থাকে; তোমার শ্বশুরালয়ে যাই-বার প্রয়োজন কি? রাজকুমারী, জননীর অসঙ্গত প্রবোধনে অধিকন্তু শ্বশুর শব্দ শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন; মা! আমার কি শ্বশুর জীবিত আছেন যে, আমার প্রতি কোনও সন্দেহ করিবেন। রাজ্ঞী, সবিস্ময়ে কহিলেন; সে কি! তুমি

রাজ স্বীয় পুত্রের পরিণয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে স্বয়ং আসিয়াছেন, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ ? এবং তোমার সহবাসে তদীয় পুত্র রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই ? বসন্তকুমারী, সজল নয়নে কহিলেন ; মাত ! ক্ষুদ্র রাজ আমার শ্বশুর এবং তদীয় পুত্রে সেই অনার্য্য আর্য্যরূপ পামর মদীয় সহবাস করিয়াছে ; অপর কেহ কহিলে তাহার অজ্ঞাত অপরাধ হইলেও কখন ক্ষমা করিতাম না। আপনি অভিজ্ঞাত নহেন, মেখলাধিপতি আর্য্য মাহেন্দ্র সিংহের পুত্র বিগত বিভাবরীতে বিপ্রলম্ভক ক্ষুদ্র রাজের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া আত্ম গোপন করত পরিণয় কার্য্যসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। পিতা যাঁহার নিরুপম রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া তদীয় পদাম্বুজে দাসীকে সম্প্রদান করিয়াছেন। সেই জীবন সর্ব্বস্ব, অভাগিনীকে উপেক্ষা করিয়া নিশাবশেষে স্বীয় অষ্টম গ্রহ শান্তির নিমিত্ত কাশীধামে গমন করিলে, ঐ প্রতীক্ষিত প্রেতানুরূপ প্রবঞ্চক ক্ষুদ্র রাজ সুত, স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধির নিমিত্ত মদীয় আবাসের অবরোধিত দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে গৃহমুখে আঘাত করিতে লাগিল। উহার চীৎকার শব্দে নিদ্রিত প্রহরিগণ, জাগরিত হইয়া নিশাকালে পুর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ অপরাধ জন্য উহাকে ধৃত করত প্রধান পুররক্ষকের নিকট লইয়া যায়, তদনন্তর কি হইল জানি না ; বলিয়া রাজবালা, স্বীয় বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যুবরাজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ও অস্নেহ প্রজ্বলিতা বর্ত্তির বৃত্তান্ত সবিস্তরে পরিকীর্ত্তন করত স্বীয় জননীকে প্রদর্শন করিলেন।

দুহিতার নির্দোষতার যথোচিত প্রমাণ প্রাপ্তে রাজ্ঞীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। দ্রুতপদে নিজপতি নর-পতি সন্নিধানে উপনীত হইয়া আকর্ণিত ও অবলোকিত অলৌকিক ব্যাপার সমূহ সবিস্তরে নিবেদন করিলেন। মহা-রাজ, মহিষীর নিকট ক্ষুদ্রে রাজ কৃত প্রবঞ্চনার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করত মূর্ত্তিমান বৈশ্বানরের ন্যায় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া, অশ্লীল বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে করিতে ধর্ম্মাধিকরণে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে ক্ষুদ্র রাজ, স্বীয় সংগোপি-তব্য দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়াছে; অনায়াসেই জানিতে পারি-লেন। তখন অত্যাশঙ্কায় প্রস্থানোন্মুখ তদীয় জীবন, জীবন রূপে স্বেদ সলিলের সহ বহির্গত হইয়া, বসন্তরাজের নিকট পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তই যেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মরাজের আশ্রয় লইতে অলক্ষিতে ইহলোক হইতে পরলোকে প্রয়াণ করিল। তৎকালে ক্রোধান্ধ হইয়াও অনুদ্ধত স্বভাব বসন্তরাজ, ধূর্ত্ত ক্ষুদ্র রাজের মৃত দেহে দণ্ডবিধান বিফল বিবেচনায় তদ-ধিকৃত অন্তরীপে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন নিমিত্ত অবিলম্বে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এবং তদীয় পুত্রের মস্তক মুণ্ডন করত নিজাধিকার হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন।

এখানে যুবরাজ, বিষণ্ণ বদনে বনিতার নিকট বিদায় হইয়া সঙ্গোপনে রাজপুর হইতে বহির্গত হইলেন। আগমন কালে অবলোকিত পথ চিহ্ন, চন্দ্রিকালোকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে সেই মনোহর পদ্মাকর পুলিনে উপ-নীত হইলেন। স্কন্ধি স্কন্ধ হইতে বন্ধন মোচন করিয়া আশু অভ্রভেদী অশ্বে আরোহণ করত বিমান বর্ত্মে নিরন্তর গমন

করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবরাজের চিত্ত, নব প্রণয়িণীর নবীন প্রেমাঙ্কুরে ঐকান্তিক অনুরক্ত হওয়ায় একাগ্রচিত্তে কেবল সেই অপ্রতিম প্রতিমা চিন্তা করিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল যেন, প্রসারিত ভূজে বসন্তকুমারী, সম্মুখে আসিয়া অশ্বের গতি রোধ করিতেছেন। সবেগ পরিচালিত অশ্বের সম্মুখবর্ত্তিনী বনিতার সম্ভাবিত অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যুবরাজের বল্গাকর্ষণ সঙ্কেত অনুসারে সুশিক্ষিত বাজিরাজ, প্রথমতঃ এক পার্শ্বে তদুত্তর পশ্চাদ্ভাগে বৃথা গমন করিতে লাগিল। যে হেতু যুবরাজের নয়ন পথে রাজকুমারীও পর্য্যায় ক্রমে ভ্রমণ করিয়া যথাক্রমে অশ্বের গতি রোধ করিতেছেন, তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল। তখন মুগ্ধমনে যুবরাজ, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যেমন নয়ন নিমীলন করিলেন; দেখেন হৃদয়াসনে উপবেশন করত বসন্তকুমারী, বিবিধ বিলাস প্রকাশ করিতেছেন। আহা! সেই হসিতচ্ছবি ললনারবিন্দ হৃদয় সরোবরে বিকসিত হইলে, কোন্ প্রেমিক তাহা অনুধ্যান না করিয়া নয়নোন্মীলনে সমর্থ হয়। তখন নিমীলিত নেত্র যুবরাজের মনোমধুকর, অন্তরস্থ বিলাসবতীর বিকসিত বদন সরোজাসব অনন্য মনে পান করিতে লাগিল। শ্লথরশ্মি ঘোটক, যদৃচ্ছাগমনে সমর্থ হইলেও নিয়তি নিয়োগে অনতি বিলম্বে মহাশ্মশানের আকাশ দেশে উপনীত হইল। অকস্মাৎ অভ্র ভেদি ধ্বজাগ্রস্পর্শে চমকিত হওয়ায় রোমাঞ্চের সহ যুবরাজের নয়ন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। রাজকুমার শ্রুতপূর্ব্ব চিহ্নলক্ষ্যে কাশীনগরীস্থ অদ্বিতীয় অসম উন্নত শৃঙ্গ চতুষ্টয় সমন্বিত বেণীমাধ-

বের মণিমন্দির অনায়াসেই জানিতে পারিলেন। অভীপ্সিত আনন্দ কানন ঈক্ষণে আনন্দিত হইয়া হর হর শব্দে অবনী-তলে অবতীর্ণ হইলেন। তুরঙ্গম হইতে অবতরণ করিয়া অধ্যবসায় সহকারে অবিলম্বে উহার বল্গা ও পর্য্যাণ অপনয়ন করত উভচরের পশ্চাদংঘ্রিদ্বয় ও পক্ষপুট পাশ বদ্ধ করিয়া দিলেন। আনন্দ কাননোদ্ভব হরিদ্বর্ণ বালতৃণ পরিপূর্ণ এক নির্জ্জন প্রদেশে [illegible] বাজি রাজ.সুখে বিচরণ করিতে লাগিল।

নিশাবসানে শিশির শীকর সম্পৃক্ত প্রভাতীয় সমীরণে ধরাতল সুশীতল হইল। তরুণ অরুণোদয়ে বোধ হইল যেন, সুপ্তোত্থিত সিন্দুর তিলকা ঊষা, লোহিতনেত্রে অবনীমণ্ডল অবলোকন করিবার নিমিত্ত নবীন নীরদ নিভঃস্বরূপ উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিতে লাগিল। অন্ধকার, অরাতি অশীতকর ভাস্কর ভয়ে যেন, কাশীনগরীস্থ নিম্নতল গৃহোদরে প্রবেশ করিল। বারানসী, সুপ্তোত্থিত জনগণের হর হর শব্দে পরি-পূর্ণ হইল। প্রলয় কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় প্রতিগৃহে মাঙ্গল্য শঙ্খ নিনাদিত হইল। দীপিত ধূপবাসে সর্ব্বস্থান আমোদিত হইল। জয় জয় শব্দে ঘণ্টা ঘোষিত হইল। সুরগণের সুরম্য সৌধ শেখরে সুমধুর বিবিধ বাদিত্রবাদিত হইল। অবগাহিত যতিগণ, অবলম্বিত দণ্ডের অভিষেক করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ, বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। কর্ম্মিগণ, স্ব স্ব অভিপ্রেত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগি-লেন। যাত্রিগণ যাত্রা কারীর অনুগমন করিতে লাগিল। যাচকগণের কলরবে আনন্দকানন আকুলিত হইল। নির্ম্মাল্য

ভক্ষণের নিমিত্ত বৃষগণ, দেব দ্বারে উপনীত হইল। যুগপৎ আবাস সমূহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, বারাণসী, বাসুকির ন্যায় অনন্ত বদন বিস্তার করত আবাসি রূপ রসনায় হর গুণ গান করিতে লাগিল! যুবরাজ, অবিচলিত ভক্তিসহকারে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারা সরিদ্বরা শঙ্কর শেখরার পূতজলে অপস্নাত হইয়া পরম পবিত্র হইলেন। প্রথমতঃ সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন মন্দার দাম বিভূষণ ঢুণ্ঢি রাজাভিধেয় বিনায়ক বিলোকন ও বন্দনা করিলেন। তদনন্তর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ত্রৈলোক্য রমার ভাণ্ডার স্বরূপ, রত্নগর্ভার রত্ন কোষ স্বরূপ, অজেয় মস্তক অবনতি কর কৌমদী স্বরূপ সুবর্ণ মণ্ডিত কাশীপতির মণিমন্দির সন্দর্শন মাত্রেই ভক্তি ভরে যুবরাজের মস্তক অবনত হইল। ব্যাগ্রতাতিশয় সহকারে কুমার, অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারী দেবাদিদেব মহাদেবের বন্দনা ও স্তুতি পাঠ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার মনোরম মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিগলিত নেত্রনীরে জগদম্বার চরণারবিন্দ অভিষেক করত কালভয়ে ভীত হইয়া বিকল কণ্ঠে মহাকালীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

কুমারের সক্রন্দন স্তুতি পাঠ শ্রবণে মহামায়া স্বীয় মায়ায় বিমুগ্ধা হইয়া স্নেহ ভরে অমিয়া বচনে কহিলেন; বৎস! ভয় কি? সত্বর শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া এই মহাশ্মশান বাসী মদ্ভক্ত পূর্ণানন্দ পরম হংসের নিকট গমন করও, তিনি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে অবশ্য রক্ষা করিবেন। যুবরাজ অভয়ার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে জীবন্মুক্ত যতী-

শ্বর সমীপে উপনীত হইলেন। সমীপাগত অপরিচিত অন্নদা প্রেরিত যুবরাজকে দর্শন মাত্রে ত্রিকালজ্ঞ যতীন্দ্র, চির পরিচিতের ন্যায় প্রথমতঃ সুপ্রসন্ন বিস্ফারিত নয়ন ভঙ্গি দ্বারা নিকটে উপবেশনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তদুত্তর স্বাগত সম্ভাষণে তদধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, যুবরাজ, বাষ্পাকুল নয়নে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন; মহাভাগ! করাল কাল কবলীকৃতের কুশল কোথায়? বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। পরম কারুণিক পরম হংস, শঙ্কিত রাজকুমারের ঔদাস্য বচন শ্রবণে অভয় প্রদান করত অন্নপূর্ণার অমোঘ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অনল পরিখার ন্যায় ব্রহ্ম তেজের অন্তর্বর্ত্তি অভেদ্য দুর্গ স্বরূপ স্বীয় অঙ্কে তাঁহাকে নিঃশঙ্কে অবস্থান করিতে কহিলেন। তদনন্তর যোগীন্দ্র, স্বক্রোড়স্থ কুমারকে অলঙ্ঘনীয় প্রাকার স্বরূপ বাহুপুটে বেষ্টন করিয়া তদীয় আসন্ন অকাল মৃত্যুকালের প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল মধ্যে বিধিলিপি নিবন্ধন যুবরাজের জীবন ওদন অদনে বদন ব্যাদান করত হংসারূঢ় যোগীন্দ্রের আশ্রম সন্নিধানে অন্তক, উপনীত হইলেন। যেরূপ আক্রামক ঋক্ষ, অনল হস্ত আক্রান্তের নিকট যাইতে পারে না, সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি পরম পুরুষের ন্যায় তেজস্পুঞ্জ মহাপুরুষের ক্রোড়স্থ কুমারকে সন্দর্শন করিয়া কৃতান্ত, দূর হইতে ক্রোধ কষায়িত লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ, করপুটে যোগিরাজকে করিলেন; মহাভাগ! অল্পায়ু

অভোগী রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিলিপি সফলা করুন্! কালবাক্যে মহাকাল স্বরূপ যোগীশ্বর, ক্রোধকম্পিত কলেবরে কহিলেন; রে সর্ব্বসংহারক নৃশংসাধম যম! শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা এই ক্ষণেই তপঃ-প্রভাবে ভষ্মীভূত করিব। তুই কি, মনে করিয়াছিস? নিষ্ঠুর কিরাতগণ যে প্রকার পালিত পশু সমূহকে তোর করাল কবলে নিঃক্ষেপ করে, আমিও কি সেইরূপ শরণাপন্নকে তোর প্রসারিত করে সমর্পণ করিব? পতনোন্মুখ অয়স্ অয়স্কান্ত কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইলে যেরূপ পতিত হইতে পায় না, সেইরূপ মহাতেজস্বী তাপস রক্ষিত যুবরাজের জীবন, কালপূর্ণ হইয়াও অনায়ত্ত হইতেছে; দেখিয়া স্বীয় আধিপত্য অপলোপের আশঙ্কায় আদিত্য নন্দন, অবনত শিরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিনীত বচনে পুনঃ কহিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! ভবাদৃশ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জীবন্মুক্ত সাধু পুরুষগণ, যদি, বিধি বিধান খণ্ডনে সমুদ্যত হন; তবে কোন্ অনার্য্যাধম বিধি প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করিবে? উদার চরিত্র পূর্ণানন্দ, বৈবস্বতের বিনয় গর্ভ বচনে ঈষদ্ধাস্য করত কহিলেন; বৈভাকর! তোমার ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। আরুণি উপযুক্ত অবসর প্রাপ্তে কহিলেন; প্রভো! অধম অন্তকের প্রতি যদি, একান্তই আপনার কৃপা হইয়া থাকে; যুবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া অলঙ্ঘনীয় বিধি লিপি সুসিদ্ধ করুন্। তখন বর প্রদানের অঙ্গীকরণ প্রতি-পালন ও শরণাগতের প্রাণ রক্ষা করা এতদুভয়ের কিং কর্ত্তব্য

বিমূঢ় হইয়া যতী ক্ষণকাল চিন্তা করত কহিলেন ; কৃতান্ত ! যদি, একান্তই সুকুমার কুমারের জীবন গ্রহণে অভিলাষ হইয়া থাকে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনঃ প্রদানের অঙ্গীকার করিলে, স্থাপ্য ধনের ন্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার হস্তে ন্যস্ত করিতে পারি। বিধি নির্দ্দিষ্ট কালপূর্ণ হইলে জীবের যদি, কালপ্রাপ্তি না হয় ; তাহা হইলে আপনার অবমাননা আশঙ্কায় সমন, সাধুবাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধন খণ্ডন না হয়, এই নিমিত্তই যেন, বিধাতা ঐ এক উপায় অব-ধারণ করিয়া দিলেন। তখন যোগিবর যোগবলে যুবরাজকে নিদ্রাভিভুত করিয়া অঙ্ক হইতে যেমন অপসর্যন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তস্করের ন্যায় অলক্ষিতে তপন তনয়, তদীয় দেহ গেহে প্রবেশ করত জীবনরূপ অমূল্য রত্ন অপহরণ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন।

ঐ দিকে বসন্তপুরে বসন্তকুমারী, পতিবিরহ সন্তাপে সন্তাপিতা হইয়া অনিদ্রা অনাহারে কেবল পতিপ্রসাদী অঙ্গু-রীয় ও প্রজ্জ্বলিত-দীপশিখা লক্ষ্য ও অবলম্বন করত কালাতি পাত করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিনা মেঘে বারিবর্ষণের ন্যায় বিনা বাতাঘাতে যুবরাজের জীবন স্বরূপ দীপিত দৈব দীপশিখা, অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইল। দৃষ্টিমাত্র অতিশোকে রাজকুমারী, মোহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অভিভূতা হইয়া ছিন্ন মূল লতিকার ন্যায় ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন। ক্ষণ-কালান্তে লব্ধ সংজ্ঞা রাজবালা, বাষ্পাকুল নয়নে ধরাতলে মস্তকাঘাত ও করতলে বক্ষঃস্থল তাড়না করিতে করিতে করুণ স্বরে বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হাহতাস্মি,

হা দগ্ধাস্মি, হা শোকার্ণবে—নিমগ্নাস্মি ! হায়, আমার কি হইল ! রে নৃশংস চণ্ডালাধম যম ! তোর কি মৃত্যু নাই ? অয়ি ভবিতব্য ! তোর মনে কি এই ছিল ? হা অবোধ বিধাত ! তোর পাষাণ হৃদয়ে কি কিছুমাত্র দয়া নাই ? হে ভগবতী ভক্তবৎসলে ! তোমার আরাধনার ফলে কি এই ফল ফলিল ? হে আশুতোষ পশুপতে। তোমার ব্রত প্রভাবেই কি, আশু অসহ্য বৈধব্যপাশে বদ্ধ হইলাম ? হে সত্য ! বলবতী জীবিতাশার বশবর্ত্তিনী হইয়া অঙ্গীকৃত অনুমরণে অধুনা অনঙ্গীকার করত যেন, ঘৃণাকর অসত্যের প্রবঞ্চনায় প্রতারিতা হইতে না হয়। হে পাতিব্রত্যধর্ম্ম ! অতঃপর হতভাগিনীকে উপেক্ষা করিয়া যেন অসতীত্ব কলুষে কলুষিতা করিও না। হে পিতঃ ! হে মাতঃ ! এখনও জানিতে পার নাই ? যে তোমাদিগের আশামূল একেবারে উন্মুলিত হইয়াছে ? সখি ! সখি ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে প্রস্রবণ স্বরূপ নয়ন যুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বসন্তকুমারীর সক্রন্দন আহ্বান শ্রবণে সবিস্ময়ে সখী সকল দ্রুতপদে আগমন করিতে করিতে দূর হইতেই কহিতে লাগিল, ভর্ত্তৃদারিকে ! এই যে আমরা সকলে আপনার নিকট হইতে আসিতেছি ; ইহার মধ্যে কি হইল ! রোদন করিতেছেন কেন ? কাহারও কি পতি বিদেশে যায় না ? বড় লোকের মেয়ে হল্যে কি সকলি সৃষ্টি ছাড়া হয় ! স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্র কেবল ঐ চিন্তা। এত দিনত কোনও উপসর্গ ছিল না, বিয়ে হলে কি আর এক

দিনও একা থাকা যায় না? মহারাজ শুনিলে কি বলিবেন! বিয়ের কনের এত বাড়াবাড়ি কেনও! ফুল না ফুটতেই ফলের আশা যে, আগে দেখ্‌তে পাই! সখীদিগের ব্যাঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হইয়া রোরুদ্যমানা রাজবালা রোদন জনিত শ্লেষ্মায় গদ গদ স্বরে কহিলেন; এ পরিহাসের সময় নয়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে জানিতে পার নাই? ঐ দেখ, বলিয়া তর্জ্জনী নির্দ্দেশ দ্বারা নির্ব্বাপিত-দৈববর্ত্তি দৃষ্ট করাইলেন। রাজকুমার জীবিত থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ দৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক দীপিত-দীপশিখা নির্ব্বাপণ সন্দর্শন করিয়া, সেই নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক যে, অস্তমিত হইয়াছেন; সখীদিগের অনায়াসেই উপলব্ধি হইল। কিন্তু পতিবিয়োগ বিধুরা রাজবালাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় সখী "সুধামুখী" সুধাভিষিক্ত বচনে কহিল; সখি! স্থির হও যুবরাজের অশিব আশঙ্কা অন্তর হইতে অন্তরিত কর ও। এক অস্নেহ দীপ নাশে যদি, এক মহাপ্রাণীর প্রাণবিয়োগ সম্ভাবনীয় হয়, তবে অসংখ্য দীপ স্বরূপ দিনমণি অস্তমিত হইলে জগদ্বিনাশের অসম্ভব নহে। অতএব অনর্থ চিন্তা করিয়া দেহ ও মনকে ক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন করিবার প্রয়োজন নাই; অনুমতি করিলে অবিলম্বে ভ্রমণশীল রাজকুমারের অন্বেষণ করত আনয়ন করিয়া, প্রিয়সখীর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন করি। শোক-বিহ্বলা রাজবালা, সখী বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন; প্রিয়সখি! যদি, আমার প্রিয় কার্য্যকরণে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া এক্ষণকার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিও না। তোমরা সকলে নিকটে আইস

একবার এজন্মের মত আলিঙ্গন করি; বলিয়া বাষ্পাকুলিত নয়নে সুধামুখীর কণ্ঠধারণ করত রোদন করিতে করিতে কহিলেন; সখি! অবোধ মনে কখনই চিন্তা করিনাই যে, সখীদিগের সহ কোনও কালে বিচ্ছেদ হইবে! দৈবযোগে যদি, তাহাই ঘটিল কৃপা করিয়া অনাথিনীর কৃত অপরাধ সকল পরিমার্জ্জনা করত চিরগমনকালে সুপ্রসন্ন মনে সকলে বিদায় দাও এবং অসজ্জনগণের নামোল্লেখকালে এক একবার হতভাগিনীকেও স্মরণ করিও। নৃপনন্দিনীর শোকাবহ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে সখীগণ, যুগপৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ নন্দিনীর পুরমধ্য হইতে ক্রন্দন কোলাহল সমুত্থিত হওয়ায় সবিস্ময়ে রাজা ও রাজ্ঞী দ্রুতপদে তথায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর সুধামুখীর মুখে বিষদৃশ শোকাবহ বাক্য শ্রবণে রাজ্ঞী, সহসা মূর্চ্ছা কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিতা হইলেন। অনতি গৌণে মহিষী, সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু দুহিতার বৈধব্য কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব এই চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া অপার শোক পারাবারে নিমগ্না হইলেন। অতঃপর সকল আশার মূলচ্ছেদ হইল, ভাবিয়া মহারাজ, অবাঙ্মুখে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অনন্য মনে অনিমেষ নেত্রে কেবল ধরাতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমারী, পতি বিরহবিকারে উন্মত্তা হইয়া সজল নয়নে কহিলেন; পিত! আপনার স্নেহ সলিলসিক্ত কুমারী সদৃশ আরোপিতা লতিকা ফল প্রসবোন্মুখ হইয়া বৈধব্যরূপ দাবদাহে দগ্ধীভূতা হইল। এক্ষণে অনুচর

গণকে চিতাচুড় প্রস্তুত করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, পতি অঙ্গুরীয়ক সহ প্রজ্বলিত পাবকে প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া সাধ্বীগণের গন্তব্য পথে পরম সুখে প্রয়াণ করি।

নন্দিনীর সকরুণ নিষ্ঠুর নিবেদনে বসন্তরাজ, (স্বগত) বসন্তকুমারী যাহা কহিতেছে ন্যায়ানুগত ও সাধ্বীগণের উচিত আচরণ; কিন্তু অপত্য স্নেহ কাতর চিত্তে এক মাত্র অবলম্বিত আত্মজার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত (প্রকাশ্যে) কহিলেন, বৎসে! ক্ষান্ত হও, তুমি বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় ও উন্মত্তার প্রায় অলীক বাক্য কহিতেছ কেন? তুমি কি জান না, আত্মঘাতীর কোনকালে নিষ্কৃতি নাই। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান থাকেন, তাবৎ ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, অনুমরণ অবলম্বনে কাহারও কোন উপকার সম্ভবিত নহে। না উহা পতিসহ পুনর্ম্মিলনের সদুপায়, না দেব বা পিতৃ কিম্বা বন্ধুবর্গের কোন প্রীতিকর কার্য্য। প্রত্যুত জীবিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালন ... শাস্ত্র অনুসারে উপরত পিতা মাতা ও পতির প্রেতত্ব বিমোচন ও পারণ... পনার অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। অধিকন্তু অনুপরতা পতিহীনা নারী ব্রহ্মচারিণী ও ব্রতপরায়ণা হইলে ঐহিকে যশস্বিনী ও পারত্রিকে প্রকৃতি স্বরূপিণী হইতে পারেন। আরও দেখ, সহমরণ যদি, পতিব্রতাচরণ হইত তবে কৌশল্যা, সুমিত্রা, উত্তরা, রুক্মিণী, রেবতী, রতি প্রভৃতি পতিপ্রাণা সতীগণ, পতির মরণোত্তর কখনই জীবিত থাকিতেন না। হে মোহান্ধবালে! আত্মহত্যা দ্বারা নির্ম্মল আত্মাকে অতিপাতক কলুষে

কলুষিত করিও না। মহারাজ এইরূপ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য কহিয়া বসন দ্বারা দুহিতার অশ্রু নিরাকরণে যত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; পতিবিয়োগ বিধুরা রাজবালার হৃদয়স্থ শোকার্ণব উচ্ছ্বসিত হইয়া গণ্ড সদৃশ বেলা অতিক্রম করত অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন বসন্তকুমারী, পিতৃ চরণ অঙ্কে ধারণ করিয়া কহিলেন, পিতঃ! জীবিতেশ্বরের বিরহে সেই শোক শেল বিদ্ধ যাতনাযুক্ত জীবনধারণে আর অনুরোধ করিবেন না। আমার এই তাপানলে তাপিত পতনোন্মুখ প্রাণ শিশিরসিক্ত সলিলে সুশীতল অনিলে, সুস্নিগ্ধ শিলাতলে, শতদল দলে, শীতকর কীরণে, দহ্যমান হইতেছে। এক্ষণে প্রজ্বলিত চিতানলে প্রবেশ করিয়া দেহ সহ প্রাণ সুশীতল করিব। যদি, ইহার অন্যথা করেন, নিশ্চয় জানিবেন, বিষ ভক্ষণে বা উদ্বন্ধনে কিম্বা যে কোনও ঘৃণিত উপায়ে হউক, এই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব; কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। বসন্তকুমারী আপন [illegible] অনুমরণে যখন কিছুতেই পরাঙ্মুখ [illegible] না। তখন রাজানুচরগণ ভূপাল কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া জাহ্নবীর প্রতিচীন পুলিনে বেদবিধানুসারে সুগন্ধ দারুময়ী চিতা রচনা করিল।

পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রপূজিত সসর্পি নীরস চন্দন চিতানল যুগপৎ সহস্র বদন বিস্তার করত ভুবনত্রয় ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই যেন, সর্ব্বাগ্রে অন্তরীক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। বসন্তকুমারী, সিন্দুর অলক্তরাগে রঞ্জিতা এবং বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়া সুচিত্র পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন। তদ-

নন্তর পিতৃ, মাতৃ ও পুরন্ধ্রী গুরুজন গণের চরণারবিন্দে প্রণতি পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে সখীগণের কণ্ঠ ধারণ করত পরস্পর আলিঙ্গন ও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া কুলক্রমা গত ব্যবহার অনুসারে বহুতর বাদ্য সহকারে রাজবর্ত্মে লাজাঞ্জলি সহ বিবিধ রত্ন বিকীর্ণ করিতে করিতে চিতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দীন দুঃখী দরিদ্রগণ, লোষ্ট্রবৎ নিঃক্ষিপ্ত রত্নরাজি পরিগ্রহ করত মুক্তকণ্ঠে নৃপনন্দিনীর অসামান্য গুণগান করিতে লাগিল। রাজপরিবার-গণ ও প্রজাপুঞ্জ এবং বৈদেশিক দর্শক সকলে সুকুমারী রাজকুমারীর অসম সাহসিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে কখন রোদন কখন আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নৃপাত্মজা পিতৃ কাননে প্রবেশিয়া প্রফুল্লমনে সযত্নে পতি প্রসাদী অঙ্গুরীয় হৃদয়াধারে ধারণ করিলেন এবং গ্রীবাবলম্বী বিলম্বিত কুসুমদাম, উরঃস্থল আলিঙ্গন করায়, স্বীয় কণ্ঠস্থ মাল্য হৃদয়স্থ পতিপদে সমর্পিত হইয়াছে; দেখিয়া তদীয় মোহিত মনে অসীম আনন্দ অনুভব হইতে লাগিল। তখন অভিসারিকাগণের ন্যায় এই পথে পদার্পণ করিলেই প্রিয়তমের সহ সাক্ষাৎ হইবে মনে করিয়া নরেন্দ্র গজেন্দ্রগঞ্জি গমনে প্রজ্জ্বলিত চিতানল প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

এখানে অন্তিম ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মরাজ, বিধিলিপি সফলা করিয়া সত্য-ধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত গৃহীত রাজকুমারের জীবন পুনঃ প্রদান করিলেন। নারিকেল ফল গর্ভে জীবন সঞ্চারের ন্যায় অলক্ষিতে মহা শ্মশানশায়ী গতাসু যুবরাজের দেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারিত হইল। তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের

ন্যায় কুমার, নয়ন উন্মীলন করত ধরা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সবিস্ময়ে সাধক সমীপে করপুটে কহিতে লাগিলেন; মহাভাগ! দিবাভাগে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় এক অদ্ভুত পূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন সন্দর্শন করিলাম। যেন, অন্তক কর্ত্তৃক অবাহিত ও আকৃষ্ট হইয়া তদীয় ভয়াবহ ভবনে এক অপূর্ব্ব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলাম তদনন্তর ধর্ম্মরাজ সহ একাসনে অধ্যাসীন হইয়া উভয়ে অনাময় ও স্বাগত সম্ভাষণ হইতেছিল; ইত্যবসরে প্রবোধ অবোধের ন্যায় আমাকে জাগরিত করিল। পূর্ণানন্দ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন; বৎস! যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ উহা নিতান্ত অলিক স্বপ্ন নহে। ধর্ম্মরাজ, বিধিলিপি সফলা করিবার নিমিত্ত আমার নিকট পুনঃ প্রদানের অঙ্গীকারে তোমার জীবন গ্রহণ করত নিজ নিকেতনে গমন করিয়াছিলেন। মহামায়া, দৈববলে কাল কবলীকৃত তোমার সেই অদেহীপ্রাণ পুনঃ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে ত্বৎ প্রদত্ত দৈব দীপশিখা নির্ব্বাপিত হওয়ায়, পতিপ্রাণা রাজবালা ত্বদীয় বিরহ সন্তাপ শান্তির নিমিত্ত চিতানলে প্রাণাহুতি প্রদানে উদ্যক্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবক প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ অনল প্রবেশ কালমধ্যে বসন্তপুর প্রান্তবর্ত্তি শ্মশানক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দয়িতার পতনোন্মুখ প্রাণ রক্ষা করও।

যুবরাজ, জনক স্বরূপ জীবনদাতা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া তদীয় চরণারবিন্দ অভিবাদনপূর্ব্বক অবিলম্বে স্ব-বাহন বিমানচারী বাজিরাজ পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তখন শিখিবাহন কুমার সদৃশ রাজ কুমার কার্ম্মুক-

মুক্ত শরের ন্যায় বায়ুবেগে গগণবর্ত্মে গমন করিতে লাগিলেন। নিমেষার্দ্ধ মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর শশ্মান ক্ষেত্রের উপরি ভাগে উপনীত হইয়া প্রজ্জ্বলিত পাবকে প্রবেশোন্মুখ পত্নীর প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, রাম! ঐ দেখ যুবরাজ, উচ্চৈঃস্বরে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে গগণমণ্ডল হইতে অবনী মণ্ডলে অবতরণ করিতেছেন। এই আনুপূর্ব্বিক অখ্যায়িকা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে দিবাবসান প্রায় হইল, আহারাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, আর জ্বালাতন করিও না; চল এখন ঐ সমীপবর্ত্তি নিবসথে যাইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগ করত প্রাণ রক্ষা করি। রামানন্দ, পরমানন্দে কহিল; আপনি অগ্রগামী হউন, আজ্ঞাধীন আপনার অনুগমন করিতেছে। সর্ব্বজ্ঞ রামানন্দ সহ নিকটবর্ত্তি নগর প্রান্তে উপনীত হইয়া এক পর্ণাচ্ছাদিত পথিকাবাসে রন্ধনাদন সমাপন করিলেন। বিশ্রাম হেতু এক বনস্পতি মূলে উপবেশন করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। একে বার্দ্ধক্য প্রভাবে গতি শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে তাহাতে প্রশ্নকারী বাহকের প্রত্যুত্তর দানে গমন সময় সমূহ নষ্ট হইতে লাগিল। কতদিনে সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারানসী ধামে উত্তীর্ণ হইব! কবেই বা এই নৃসংশ অনর্থক বাদীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব! এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ইত্যবসরে রামানন্দ কহিল; সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়! রামের আহ্বান শ্রবণ মাত্রেই ব্রাহ্মণের মুখ শুষ্ক হইল। সর্ব্বজ্ঞ, অতি বিনীতভাবে কহিলেন; রাম! অতিশয় পথশ্রান্তি হইহইয়াছে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করও। ঐ দেখ পান্থগণ, কেহ বৃক্ষমূলে, কেহ পান্থশালায় নিদ্রা যাইতেছে, ক্ষণকাল পরেই

জাগরিত হইয়া সমীপবর্ত্তি শ্বাপদ সমাকীর্ণ ভয়াবহ বর্ত্মে যুগপৎ একত্রিত হইয়া সকলে প্রয়াণ করিবে। আমাদিগের ঐ বন্ধু-দল সহ গমন করিতে হইবে। রাম, সক্রোধে, তবে আপনি উঁহাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইবেন, আমি একটু নিদ্রা যাই। রামের ঔদাস্য বাক্যে সশঙ্কিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সাদর সম্ভাষণে কহিলেন; রাম! সকল কথাতেই রাগ কর কেন? কি জিজ্ঞাস্য আছে বল, না হয়. অনিদ্রা অনাহারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে করিতেই নিরন্তর গমন করিব। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া, স্বগত এখন পথে এসেছে প্রকাশ্যে তবে শ্রবণ করুন্।

চতুর্থ প্রশ্নোত্তর।

সৌর জগৎ বিবরণ।

উভয়ে কথোপকথন।

হে সর্ব্বজ্ঞ! সৌর জগৎ, এই প্রবাদ আবহমান শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু অনভিজ্ঞতা বশতঃ তৎ কারণ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না; আপনি তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তরে পরি-কীর্ত্তন করিয়া আমার কুতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করুন?

সর্ব্বজ্ঞ। হে সংশয়াত্মক বাহক! তোমার প্রস্তাবিত এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়, সাধারণের বোধের নিমিত্ত পূর্ব্বতন সাংখ্য শাস্ত্র প্রভৃতি এবং অধুনাতন দেশীয় ও বিদেশীয় জ্যোতির্জ্ঞ মহানুভবগণের প্রকটিত স্থূলকায় গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পাঠ ও শিক্ষা করিতে পাঠকগণের বহু আয়াস এবং দীর্ঘকালের অপেক্ষা করে; অত-এব গমনকালে তৎ সমুদয়ের কোন ক্রমেই বর্ণনা হইতে পারে না। যদি, বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিবার অভিলাষ হয়, কাশীধামে উত্তীর্ণ হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সবিস্তরে পরিকীর্ত্তন করিব। অধুনা উহার সার সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে কহি-তেছি, যাহা শ্রবণ মাত্র জগৎ রচয়িতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল সকল ও সৌর জগৎ কহিবার কারণ অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। যথা, অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর অদেহি নির্গুণ গগণ-রূপী করুণাময় বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বর, স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনাহেতু প্রথমতঃ অব্যক্তগুণা পরমা-প্রকৃতির গর্ভ হইতে এক মাত্র গুণ, শব্দাত্মক আদিভূত আকা-শের সৃষ্টি করিলেন। তাহা হইতে শব্দ ও স্পর্শ দ্বিগুণ বিশিষ্ট দ্বিতীয় ভূত, সমীরণ সমুদ্ভূত হইল। সেই জগৎপ্রাণ হইতে শব্দ স্পর্শ ও রূপত্রিগুণযুক্ত তৃতীয় ভূত, নির্ধুমাগ্নির উদ্ভব হয়। ঐ বৈশ্বানর হইতে শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস চতু-ষ্টয় গুণ সংযুক্ত চতুর্থ ভূত, জলের উৎপত্তি। তজ্জীবন হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণাসক্ত পঞ্চম ভূত, মৃত্তিকা সমুৎপন্ন হয়। তদনন্তর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন পঞ্চীকৃত অণুপুঞ্জের সমষ্টিতে ভূআদি গ্রহ ও উপগ্রহ

সকল রচিত ও কালক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট ও প্রবাহমান বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত ও আবর্ত্তিত হইয়া, যথাক্রমে স্বকীয় কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে উপগ্রহ সকল, অবলম্বিত গ্রহকে পরিক্রম করিতেছে এবং গ্রহ সমূহ নিজ নিজ উপগ্রহসহ অসীম নভোমণ্ডলস্থ কক্ষা মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যাভিধেয় এক বৃহৎ অনল পিণ্ডের আকর্ষণে ও আবর্ত্তনে পর্য্যায়ক্রমে উহাকে প্রদক্ষিণ করায় ইহাকে সৌর জগৎ কহে।

রামানন্দ। তবে এই মহতী মেদিনী মণ্ডল কি কোন আধারে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে না?

সর্ব্বজ্ঞ। সূর্য্য মণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডল এবং বিশাল নক্ষত্র পুঞ্জ প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহগণকে যখন অনাধারে অবস্থিতি করত নিরন্তর নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যাইতেছে, তখন কি বিশ্বস্রষ্টা কেবল ধরণীমণ্ডলকেই শূন্যে সংস্থাপন করিতে অক্ষম হইলেন! যদি পৃথিবীর আধার কল্পনা করা যায়, তবে তাহার আধারেরও আবশ্যক; এইরূপে কি আধারের আধার ক্রমান্বয়ে কল্পনা করিতে হইবে, কিম্বা কোন আধার শূন্যে আছে কহিতে হইবে; যদি প্রথমাধার শূন্যে সিদ্ধান্ত হয়, তবে পৃথিবীও সূর্য্যের ও অপরাপর গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত গ্রহগণের ন্যায় শূন্যে অবস্থিতি করত গগণবক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাতে সংশয় কি।

রামানন্দ। তবে পরিবর্ত্তনশীল দিবা রাত্রি কিরূপে নিত্য সংঘটন হইতেছে?

সর্ব্বজ্ঞ। ধ্বান্ত হর প্রখর রশ্মির মধ্যবর্ত্তী কিরণাকর প্রভাকরাভিমুখীন অবনী মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ কিরণজালে নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশিত ও অপরার্দ্ধ ভাগ স্বীয় ছায়ায় নিরন্তর অন্ধকারাবৃত হইবার সম্ভব ছিল, কিন্তু ভ্রাম্যমান ভুমণ্ডলের তিন প্রকার গতিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এক আহ্নিক আবর্ত্তন, দ্বিতীয় বার্ষিক পরিক্রম, তৃতীয় আয়নিক পার্শ্ব পরিবর্ত্তন গতি। প্রাগুক্ত আহ্নিক গতি দ্বারা চতুর্ব্বিংশতি হোরায় কল্পিত আলে ভূমণ্ডল এক একবার আবর্ত্তন করায় নিত্য উহার সমস্ত ভাগই যথাক্রমে প্রকাশিত ও অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে; এ নিমিত্ত ধরণীর সব্যাপসব্য অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ উভয় পার্শ্ব বা কেন্দ্র ভিন্ন অন্য সমস্ত ভূভাগেই ঐ সময়ের মধ্যে এক এক অহোরাত্র সুসম্পন্ন হইতেছে।

রামানন্দ। যদি ভূমণ্ডলের আহ্নিক গতি দ্বারা দিবা রাত্রি নিষ্পন্ন হইল, তবে এক দেশ গত গতিহীন দিনমণির নিত্যগতি প্রত্যক্ষ হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। গমনশীল আবরণাবৃত জল যানারূঢ় জনগণের লক্ষিত বাতায়ন পথে, সুদূর পুলিন প্ররূঢ় প্রকাণ্ড পাদপের যদ্রূপ প্রথমতঃ উদয় ও উহার অলিক গমন দ্বারা যথাক্রমে অস্ত দৃষ্ট হয়; ভ্রাম্যমান ধরামণ্ডল হইতে আমাদিগের নেত্র পথে গ্রহগণেরও উদয়াস্ত সেইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

রামানন্দ। তবে অবনীমণ্ডলের আহ্নিক আবর্ত্তন ক্রমে গ্রহগণ, এক একবার অস্তমিত হইয়া কতকাল অদৃশ্য থাকে।

সর্ব্বজ্ঞ। তিন শত ষষ্টি ক্রমে বা অংশে বিভক্ত মভো-

মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ একশত অশীতি অংশ, পৃথিবীর অন্তরাল প্রযুক্ত একদেশ গত ধরাবাসি-গণের এককালে কোন ক্রমেই সমস্ত নভোমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল ভূমণ্ডলের আবর্ত্তন ক্রমে পূর্ব্বভাগে নবতিক্রম দূরে গ্রহগণ, উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে নবতি ক্রমান্তরে অস্তমিত হয়, একারণ গ্রহ প্রভৃতি নক্ষত্র সমূহের নিত্য চতুঃপ্রহর উদয় ও চতুঃপ্রহর অস্ত হইয়া থাকে, এই সাধারণ নিয়ম কিন্তু জ্যোতিস্কগণ দ্রষ্টার ঋজু বা তির্য্যাগভাবে যখন অবস্থিতি করে তৎকালে কথিত কালের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

রামানন্দ। আপনি যেদিকের কথা কহিলেন ঐ অনবয়ব অদৃশ্য দিকসকল কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল?

সর্ব্বজ্ঞ। জ্যোতির্জ্ঞগণ, ভ্রাম্যমান ভূমণ্ডলের সম্মুখবর্ত্তি দিক্কেই পূর্ব্বদিক্ কহেন, ও তৎ পশ্চাদ্দেশকেই পশ্চিম এবং উহার দক্ষিণভাগকে দক্ষিণ ও সব্য পার্শ্বকে উত্তর, তদ্ভিন্ন ঐদিক্ সমূহের মধ্যবর্ত্তি স্থান সকল উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অগ্নি, বায়ু, নৈঋত, ঈশান ও নভোমণ্ডলকে ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন স্থানকে অধঃঅভিধানে সমস্ত দিগ্‌ভাগ ও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

রামানন্দ। দিগ্নির্দ্দেশকগণ অনিন্দ্রিয় জড়পদার্থ ধরামণ্ডলের অনির্দ্দিষ্ট সম্মুখ পশ্চাৎ কিরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ। আবর্ত্তনশীল মণ্ডলাকার বস্তুর ভ্রমণাভিমুখকেই যেরূপ উহার সম্মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ ভূমণ্ডলের আবর্ত্তন অনুসারে জ্যোতিষ্ক-গণকে যেদিকে প্রথম উদয় হইতে দেখা যায়, তদভিমুখেই যে পৃথিবী ভ্রমণ

করিতেছে ইহাতে সংশয় কি, সুতরাং সেই দিককেই ধর-ণীর সম্মুখ অর্থাৎ পূর্ব্ব এবং তদনুসারে অপরাপর দিক সক-লের কল্পিত সংজ্ঞা প্রদত্তা হইয়াছে।

রামানন্দ। অস্মদাধার বসুন্ধরা যদি, নিরন্তর স্বীয় কক্ষে সঞ্চালিত হইতেছে, তবে উহা আমাদিগের উপলব্ধি না হই-বার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। বাহিত বৃহত্তরণির অভ্যন্তরবর্ত্তি আরোহী-গণের যেরূপ স্বীয় আধার নৌকা সঞ্চালন অনুভব হয় না, তদ্রূপ ক্ষিতিমণ্ডলের গতিও আমাদিগের উপলব্ধি হয় না।

রামানন্দ। যদ্যপি, সর্ব্বাধার ধরিত্রী, নিরবচ্ছিন্ন পরি-চালিতও আবর্ত্তিত হইতেছে; তবে আধেয় সমূহ আধার চ্যুত ও নিপতিত না হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। আবর্ত্তিত আকর্ষক অয়স্কান্ত মণি বিনির্ম্মিত বৃহদ্বর্তুলাকারে আকর্ষিত সূক্ষ্ম অয়সখণ্ড যেরূপ পরিভ্রষ্ট হয় না এবং পরিচালিত রথচক্র, স্ব সংশ্লিষ্ট পিপীলিকাগণকে যদ্রূপ পরিবর্জ্জনে কিম্বা তাহাদিগের যদৃচ্ছা গমনে বাধা দিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মধ্যাকর্ষণ শক্তি-সম্পনা সর্ব্বাধার ধরণীও স্বকীয় আধেয়কে বিশ্লেষ কিম্বা স্বপৃষ্ঠস্থ গন্তুগণের গতি-রোধ করিতে পারে না। অতএব নিদ্রিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আপনার কি, নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে? জিজ্ঞাসুর এই প্রশ্ন যেরূপ অসঙ্গত, সেইরূপ যে ভূভাগে সংলগ্ন হওয়াকেই পতিত হওয়া কহে, সেই ভূপৃষ্ঠস্থ পদার্থের পুনঃ পতন হইবার আশঙ্কাও অসংযুক্ত। আরও দেখ, বাষ্পীয় যন্ত্র-ব্যোমযান এবং খেচরগণ, স্ববলে ক্ষিতিতল হইতে যত দূরবর্ত্তি হউক

না কেনও যখন সেই বলের বিরামেই বসুন্ধরা, স্বীয়, মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা তাহাকে স্বপৃষ্ঠে প্রপাতিত করে, তখন ভূপৃষ্ঠে আকৃষ্ট বস্তু, কিরূপে অন্তরীক্ষে নিপতিত হইবে? বিশেষতঃ পতন স্থানকে অধঃভিধানে যাহা নির্দ্দেশ করা যায়, উহা কল্পিত সংজ্ঞা মাত্র, কেবল শ্রোতার অপ্রত্যক্ষ কোন স্থানের বিবরণ বর্ণনকালে তদীয় বোধগম্য হইবার নিমিত্ত অবনীর অভ্যন্তরকে অধঃ ও ভূপার্শ্বস্থ আকাশভাগকে ঊর্দ্ধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক নিরাকার গগণমণ্ডলে ঊর্দ্ধাধঃ কিরূপে সম্ভবে! অপিচ ভূমণ্ডলের পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তানুসারে যথাক্রমে এক অহোরাত্র মধ্যে সমস্ত নভোমণ্ডলই একবার ঊর্দ্ধ ও একবার অধঃ সজ্ঞাবাচ্য হইতেছে। অধিকন্তু এককালেই কেহ যে ভাগকে ঊর্দ্ধ জ্ঞান করিতেছে, কেহ সেই দেশকেই অধঃ কহিতেছে; যে হেতু অস্মদাবাসের সম সূত্রপাতে অর্থাৎ ইহার বিপরীত ভূপৃষ্ঠে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারাও আমাদিগের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া আপন মস্তকোপরি অন্তরীক্ষকে ঊর্দ্ধ ও এই ভূভাগকে অধঃ অনুভব করিতেছে। সুতরাং মণ্ডলাকার ভূমণ্ডলের উভয় পৃষ্ঠবাসি-গণ; এককালে স্বীয় স্বীয় আধার ভূভাগকে অধঃ ও শীর্ষোপরি অন্তরীক্ষকেই ঊর্দ্ধ জ্ঞান করায়, অত্রস্থ জনগণের যেকালে যে প্রদেশকে ঊর্দ্ধ অনুভব হইতেছে, তৎকালেই বিপরীত ভূপৃষ্ঠবাসি-গণ, সেই ভাগকেই অধঃ জ্ঞান করিতেছে।

অপিচ আবর্ত্তমান ভূমণ্ডলের আবর্ত্তনে পূর্ব্ব পশ্চিমদিক ও পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা শ্রবণ মাত্র

অত্যাশ্চর্য্য ও অসঙ্গত বোধ করিবে, কিন্তু একবার স্থির ভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইবে; দেখ সুদূরবর্ত্তি অতি বৃহৎ অনলরাশি সূর্য্যমণ্ডল, ভূমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিলে যে অহোরাত্র সম্পন্ন হইবার সম্ভব, সপ্রকাশ রবি-রশ্মির অন্তর্বর্ত্তি ধরামণ্ডলের আবর্ত্তনেও ঐরূপ দিবা রাত্রি নিষ্পন্ন হইবার অসম্ভব নহে। এখন বিবেচনা কর দেখি, সিক্কাবাব প্রস্তুত করিতে হইলে অনল রাশির উপরিভাগে লৌহ শলাকাবদ্ধ পিশিতখণ্ড যথাক্রমে আবর্ত্তন করা উপযুক্ত কিম্বা আমমাংসের চতুর্দ্দিকে পর্য্যায়ক্রমে অনল পরিক্রম করা কর্ত্তব্য? যদি, অনল পরিক্রম করা সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিতে উচিত না হয়, তবে অগাধ বুদ্ধিবিশিষ্ট বিশ্বস্রষ্টা ধরাতল সপ্রকাশ ও উত্তপ্ত করিবার নিমিত্ত অর্ব্বাচীনের ন্যায় কি জন্য অনলরাশি সূর্য্যমণ্ডলকে ভূপরিক্রমী করিবেন। এতাবতা আবর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠ হইতে, এক দেশস্থিত সূর্য্যের অবস্থান প্রদেশ উদয়কালে, একবার পূর্ব্বদিগ্ বিবাচ্য হয়; যথাক্রমে ভূমণ্ডলের আবর্ত্তনে, দিবাকরের অস্তকালে পুনর্ব্বার সেই প্রদেশই পশ্চিম সংজ্ঞা প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। এমতে, যদি কালক্রমে অনিশ্চিত দিগ্ভাগের পরিবর্ত্তন ও ঊর্দ্ধাধের অভাব হইল, তবে কোন পদার্থের অধঃ পতন কিরূপে সম্ভবে! কেবল পরমাণুর আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া পদার্থ সকল গ্রহ কিম্বা উপগ্রহে সম্মিলিত হয়।

দেখ এক লঘুভারোত্তোলনে যে শক্তি প্রকাশের আবশ্যক, সেই উচিত বলে আকর্ষণ করায় এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু ভারোত্তোলনে উচিত বল অপেক্ষা অধিক বলে আক

র্ষণ করায়, জন্তুগণের বল প্রকাশের ব্যভিচার দোষে ঐ গুরু-ভার অগ্রে ও লঘু দ্রব্য পশ্চাতে উত্তোলকের ঈপ্সিত স্থানে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। কিন্তু অভ্রান্ত পার্থিব পরমাণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেরূপ নহে, যে হেতু অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত এক পক্ষ ও একাঙ্গুলি পরিমাণ এক উপল খণ্ড এক স্থান হইতে এককালে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, উহা তুল্য ভার না হইলেও সমকালে ধরা পৃষ্ঠে নিপতিত হইবার সম্ভব, তবে যে পক্ষ হইতে প্রস্তরাংশ অগ্রে অবনী তলে নিপতিত হয়, ঐ অগ্র পশ্চাৎ পতনের কারণ কেবল বায়ু প্রতিবন্ধকতা মাত্র, কারণ অঙ্গুলি প্রমাণ স্থান স্থিত বায়ু ভেদ করিয়া শিলাখণ্ডের আগমনে যে কালের আশ্যক হয়, অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত গগণব্যাপী সমীরণ বিদারণ করিয়া পক্ষের গমনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের যে আবশ্যক হইবে, ইহাতে সংশয় কি? কিন্তু গতিরোধক মারুতশূন্য প্রদেশে অর্থাৎ পবন নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাতীকৃত স্থানে ঐ দ্বি পদার্থ এককালে নিঃক্ষিপ্ত হইলে, পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উভয় পদার্থই এককালে ধরা হৃদয় আলিঙ্গন করে; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, কোন পদার্থই আপনা হইতে পতিত হয় না। যদি উহার পতন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বস্তু বিশেষে পতন কালেরও তারতম্য হইত। অতএব কোন বস্তুর পতন হয় না, কেবল মধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বস্তু সকল ধরাতলে মিলিত হওয়াকেই পতন কহে।

রামানন্দ। ভাল, মহাশয়! পদার্থ যদি পতনশক্তি রহিত হইল এবং পৃথগবয়বের পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এককালে একস্থান

হইতে নির্ব্বাত স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইলে যদি উভয় বস্তুই সম-কালে ভূপৃষ্ঠে মিলিত হয়, তবে একাবয়ব বা বিভিন্নাবয়ব দ্বি বস্তুর মধ্যে কাহারও লঘু কাহারও গুরুভার হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। পদার্থ সমূহের লঘুত্ব ও গুরুত্বের কারণ কেবল তদ্গর্ভস্থ পরমাণু সংখ্যা দ্বারা হইয়া থাকে। যে হেতু এক চতুরস্র দারুপট্টকে বিরলভাবাপন্ন যত পরমাণু থাকে, ঐ অব-য়বের এক লৌহ ফলকে অবিরল ভাবে অধিক পরমাণু থাকায় উহা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়, এবং পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু আকর্ষিত হওয়ায় অধিক-পরমাণু যুক্ত বস্তুতে অধিক আকর্ষণ থাকে, এই নিমিত্ত কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি হইতে ধাতু দ্রব্যের গুরুভার অনুভব হইয়া থাকে। মধ্যা-কর্ষণে পদার্থের পরমাণু সকল আকৃষ্ট না হইলে বাস্তবিক কোনও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উত্তোলনে ন্যূনাধিক বলের সহায়-তার আবশ্যক হইত। কারণ যে, ব্যক্তি একমোনের অধিক ভার চালনা করিতে পারে না, সেই ব্যক্তির দ্বারা শতমোন বা তদধিক গুরুভার নৌকা প্রভৃতি ভাসমান বৃহদ্বস্তু সমূহ যেরূপ অনায়াসেই পরিচালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তু যদি, মধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট না হইত তাহা হইলে ঐরূপ এক জনের সামান্য বলে উহা যত বৃহৎ হউক না কেন অনায়াসেই পরিচালিত হইতে পারিত। এবং পৃথিবীর আকর্ষণে বাধা না পাইলে অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত কোনও বস্তু বসুধাবদব পুনশ্চুম্বনে কখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। অনন্তর যদি, মধ্যাকর্ষণ, পদার্থের লঘু গুরুত্বের কারণ না হইত তবে কোনও দ্রব্যই শ্লথ পরমাণু জলের উপরিভাগে ভাসমান না

হইয়া অদৃঢ় বারি অংশ বিদারণ করত ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইত; অথবা পদার্থের ভাসমান হওয়াই যদি স্বভাব সিদ্ধ গুণ হইত তাহা হইলে সমস্ত বস্তুই বারিপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিত। যখন দেখা যাইতেছে, জল-পরমাণু সকল, পার্থিব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরমাণু বিশিষ্ট বস্তুর নিম্নে প্রবেশ করায় কেবল তদপেক্ষা অগুরু পদার্থই ভাসমান হইয়া থাকে; এবং কোনও দৃঢ় অর্থাৎ জলাংশ হইতে অধিক পরমাণু সংযুক্ত পদার্থ, তোয়াপেক্ষা অধিক আকর্ষণে আকর্ষিত হওয়ায়; উহা ভাসমান না হইয়া শ্লথাত্মক জীবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আকর্ষণই যে লঘু ও গুরুত্বের কারণ, তাহা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে। আরও দেখ, পার্থিব সমস্ত পদার্থ হইতে বায়ু অংশ অতি লঘু, এজন্য বস্তু সমূহ মধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্লথ পরমাণু অনিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; কেবল অনল শিখা ও ধূমপুঞ্জে অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরমাণু থাকায় উহা বায়ুপরি ভাসমান হয়। অতএব পদার্থ সমূহের গর্ভস্থ পরমাণু সংখ্যানুসারে যথাযোগ্য আকর্ষণ দ্বারা বস্তু সকল ভূপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে, একারণ ভূমণ্ডলের আবর্ত্তনে কাহারও পতনাশঙ্কা সম্ভাবনীয় নহে।

রামানন্দ। আপনি যে, কহিলেন; মণ্ডলাকার ভূমণ্ডল, তাহা কিরূপে উপলব্ধি হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ। ধরাতল যদি সমতল হইত, তবে দূরবর্ত্তি অত্যুচ্চ ভূধরগণের আমূলাগ্র এককালে গমনশীল দ্রষ্টার নেত্র গোচর হইতে কোন বাধা থাকিত না। অপিচ আবর্ত্তমান

ধরণীর যদি অন্য প্রকার আকার হইত তবে চন্দ্রমণ্ডল সংলগ্ন আকাশগামী ভূচ্ছায়া সমস্ত রাত্রি একাকার হইবার সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ প্রদোষ হইতে প্রত্যুষাবধি যখন চন্দ্র-গ্রহণ হউক না কেন ভূচ্ছায়া, এক মণ্ডলাকার ভিন্ন অন্য আকার কখনই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে ইউরো-পীয় কোন প্রশংসিত ও অসম সাহসিক এক নাবিক উত্তুঙ্গ তরঙ্গ সঙ্কুল অসীম সাগরসীমা নির্ণয় করণে দিগ্‌নিরূপণ যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে করিতে চতুর্মাসাধিক ষড় বর্ষে অনুদ্দিষ্ট প্রথম পরিত্যক্ত সাগর পুলিনে অকস্মাৎ উপনীত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব ভূমণ্ডল মণ্ডলাকার না হইলে ঋজুভাবে একাভিমুখে গমন দ্বারা উহার সমস্ত পরিধি পরিক্রম করিয়া নাবিক কখনই স্ব-স্থানে পুনরাগমন করিতে সমর্থ হইতেন না। অথবা পৃথিবীর যদি অন্য কোন আকার হইত তবে বহুদর্শী পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ অজ্ঞের ন্যায় কখনই অলীক সঞ্জ্ঞা ভূ-মণ্ডলাভিধান প্রদান করিতেন না।

রামানন্দ। যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণে পৃথিবী বর্ত্তুলাকার সাব্যস্ত হইল এবং উহার আহ্নিক গতি দ্বারা স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন করায় এক এক অহোরাত্র নিষ্পাদিত হইতেছে, তবে উহার নিষ্প্রয়োজন সূর্য্য পরিক্রম জন্য বার্ষিক গতি হইবার প্রয়োজন কি ?

সর্ব্বজ্ঞ। অভ্রান্ত জগৎ স্রষ্টা নিষ্কারণ কোন কার্য্য করেন না, যে হেতু অয়স্কান্ত মণি নির্ম্মিত এক দণ্ডে বদ্ধ, রজ্জুরচিত ফিঙ্গা যন্ত্রের অন্তর্বর্ত্তী অনাবর্ত্তিত লৌহ বর্ত্তুল যে

রূপ ঐ আকর্ষক দণ্ডে সংলগ্ন হয় এবং উহার আবর্ত্তনকালে আবর্ত্তকের বলে যেমন স্বতন্ত্র হইয়া মধ্যবর্ত্তি শলাকা পরিক্রমে অসমর্থ হয় না, তদ্রূপ গ্রহাবর্ত্তক ঐশ্বরিক বলে গ্রহ সমূহ প্রভাকরকে প্রদক্ষিণ করায়, বিশাল বিগ্রহ সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহগণ তন্মণ্ডলে সংযোজিত হয় না।

রামানন্দ। মহাশয়! যে ফিঙ্গা যন্ত্রের দৃষ্টান্ত দর্শাইলেন, যদি ঐ রূপ গ্রহগণের গতি হয়, তবে ভ্রাম্যমান ফিঙ্গা য[illegible] মধ্যবর্ত্তি আবর্ত্তক অঙ্গুলির ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলের কিঞ্চিদাবর্ত্তনের আবশ্যক হয় কি না?

সর্ব্বজ্ঞ। ইহাতে সংশয় কি? বহুদর্শী পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লক্ষে উহাকে ছায়াভিধানে রূপক ছলে সূর্য্য সিমন্তিনী কহিয়া থাকেন; তেজোময় অনল রাশির সহবর্ত্তী ঐ স্বভাবজ কলঙ্ক না থাকিলে উহার গতি নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইত। এক্ষণে ঐ কলঙ্ক রেখার আবর্ত্তন দৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য মণ্ডলও গ্রহগণের ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে স্বকীয় অক্ষে আবর্ত্তন করিতে করিতে চতুর্দ্দশ হোরাধিক পঞ্চবিংশতি দিবসে রাশিচক্রের মধ্যবর্ত্তি এক ক্ষুদ্র কক্ষে পর্য্যায়ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

রামানন্দ। আপনি বারম্বার গ্রহসমূহ কহিতেছেন, অতএব সূর্য্য পরিক্রমী কয় গ্রহ, এবং কেকিরূপ ব্যবধানে থাকিয়া কতকালে এক একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে?

সর্ব্বজ্ঞ। গ্রহ কক্ষার মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট প্রথম গ্রহ বুধ,-৩৬৮৪১৪৬৮ ক্রোশান্তরে থাকিয়া ৮৭ দিবস ২৩ হোরায়; দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র, ৬৮৮৯১৪৮৬ ক্রোশান্তরে

থাকিয়া ২২৪ দিবস ১৭ হোরায়; তৃতীয় গ্রহ ভূমণ্ডল, ৯৫১৭৩১২৭ ক্রোশান্তরে ৩৬৫ দিবস ৬ হোরা ৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ডে; চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল, ১৪৫০১৪১৪৮ ক্রোশান্তরে ৬৮৬ দিবস ২৩ হোরায়; পঞ্চম গ্রহ বেষ্টা, ২২৫০০০০০০ ক্রোশান্তরে ১১৬১ দিবসে; ষষ্ঠগ্রহ যুনো, ২৫২০০০০০০ ক্রোশান্তরে ১৫৮০ দিবসে; সপ্তম গ্রহ শিরীশ, ২৬৩১৫৩৩৪৫ ক্রোশান্তরে ১৫৮১ দিবসে; অষ্টম গ্রহ পলাস, ২৬৫০০০০০০ ক্রোশান্তরে ১৭০৩ দিবসে, নবম গ্রহ বৃহস্পতি, ৪৯৪৯৯০০-৭৬ ক্রোশান্তরে ৪৩৩২ দিবস ১৪ হোরায়; দশম গ্রহ শনি, ৯০৭৮৫৬১৩০ ক্রোশান্তরে ১০৭৫৯ দিবস ২ হোরায় এবং একাদশ গ্রহ উরান, ১৮২৬৭৬৬৬ ক্রোশান্তরে ৩০৬৩৭ দিবস ৪ হোরায় নক্ষত্র মালার অন্তর্বর্ত্তি কল্পিত রাশিচক্রে স্ব স্ব উপগ্রহ সহ স্বীয় স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করত মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডলকে এক একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

রামানন্দ। আপনি যে কল্পিত রাশিচক্রের কথা কহিলেন উহা কি প্রকারে কল্পিত হইল?

সর্ব্বজ্ঞ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর এই ক্ষুদ্র সৌর জগতের সীমা নিরাকরণ হেতু অসীম নভোমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডল হইতে সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ বৃন্দ ক্রোশান্তরে মণ্ডলাকার প্রাকার স্বরূপ অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। জ্যোতির্জ্ঞেরা ঐ একএক নক্ষত্রের অন্তর্গত স্থানকে চতুষ্পাদে বিভক্ত করিয়া পাদাধিক দ্বিনক্ষত্রে অর্থাৎ ঐ প্রত্যেক নবপাদ-বর্ত্তি স্থানকে মেষাদি কল্পিত সংজ্ঞায় দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়াছেন। গ্রহগণ, ভ্রমণ করিতে

করিতে কোন্ সময় কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে উহা ওপলব্ধি করিবার নিমিত্ত গ্রহগণকে তৎকালে সেই সেই রাশিগত কহেন। এবং গ্রহগণের নিরূপিত গতি অনুসারে দিনপঞ্জিকা প্রভৃতি ও জন্ম পঞ্জিকার সমস্ত গণনা পরিগণিত হইয়া থাকে।

রামানন্দ। ভাল মহাশয়! অসীম নভোমণ্ডলে যখন এককালে একাবয়বের সহস্র সহস্র নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তখন এই সৌর জগতের প্রাকার স্বরূপ আপনি যে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করিতেছেন; তাহার কি রূপে উপলব্ধি হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ। দৃশ্য ও অদৃশ্য নক্ষত্রগণ, স্ব স্ব লঘু বা গুরু গতি দ্বারা গগণ-বর্ত্মে পর্য্যায়ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, কেবল ঐ অচল সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের গতি কোন কালেই লক্ষিত হয় না; অধিকন্তু উহাদিগের অলিক আকার যাহা কল্পনা করিয়াছেন; যথাক্রমে কহিতেছি অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর।

১ম। অশ্বিনী, ইহা, তিনটি নক্ষত্রে বিরচিত; এই নক্ষত্র গুলির অবস্থানের ভবি অশ্বের মস্তকের ন্যায়, এই নিমিত্ত ইহার নাম অশ্বিনী। এবং ইহার অন্তর্গত স্থানকে মেষরাশি কহেন।

২য়। ভরণীও তিনটি নক্ষত্র, ত্রিকোণাকারে ঐ তিন নক্ষত্রে এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে; ইহাও মেষ রাশি ভুক্ত।

৩য়। কৃত্তিকা ছয়টি নহত্রে বিরচিত, ইহার আকার

খড়ুয়া ঘরের মত। কৃত্তিকার অন্তর্গত স্থানের চারিভাগের এক ভাগ মাত্র মেষরাশিও তিনভাগ বৃষরাশি ভুক্ত।

৪র্থ। রোহিণী, পাঁচটি নক্ষত্রে বিরচিত শকটাকার এবং বৃষরাশির অন্তর্গত।

৫ম। মৃগশিরা, ইহাও ৩টি নক্ষত্র মাত্র, ইহার আকার মৃগ মস্তকের ন্যায় এই নক্ষত্রের অন্তর্গত স্থানের প্রথমার্দ্ধ বৃষ-রাশিও পরার্দ্ধ মিথুন রাশিভুক্ত।

৬ষ্ঠ। আর্দ্রা একটি নক্ষত্র মাত্র রত্নাকার ইহার অন্ত-র্গত স্থানকে মিথুন রাশি কহেন।

৭ম। পুনর্ব্বসু ৬টি নক্ষত্র মাত্র গৃহাকার এবং ইহার প্রথম তিন ভাগ মিথুন রাশি ও অবশিষ্ট এক ভাগ কর্কট রাশির অন্তর্গত।

৮ম। পুষ্যা ২টি নক্ষত্র ইহার আকার চক্রাকার এবং কর্কট রাশির অন্তর্গত।

৯ম। অশ্লেষা, ৫টি নক্ষত্র কুলাল চক্রাকার, ইহাও কর্কট রাশি ভুক্ত।

১০ম। মঘাও ৫টি নক্ষত্র মাত্র বাড়ীর মত আকার এবং সিংহ রাশি ভুক্ত।

১১শ। পূর্ব্বফল্গুনী, ২টি নক্ষত্র খট্টাকার ইহাও সিংহ রাশি ভুক্ত।

১২শ। উত্তরফল্গুনীও ২টি নক্ষত্র শয্যাকার ইহার প্রথম পাদ মাত্র স্থান সিংহ রাশিও শেষ ত্রিপাদ কন্যারাশিভুক্ত।

১৩শ। হস্তা, ৫টি নক্ষত্রে বিরচিত হস্তাকার কন্যারাশির অন্তর্গত।

১৪শ। চিত্রা, কেবল ১টি নক্ষত্র মাত্র জ্যোতি যুক্ত মুক্তাকার ইহার প্রথমার্দ্ধ কন্যা ও পরার্দ্ধ তুলা রাশিভুক্ত।

১৫শ। স্বাতি, ১টি নক্ষত্র প্রবলাকার ইহাও তুলারাশির অন্তর্গত।

১৬ষ। বিশাখা, ৬টি নক্ষত্র কুসুম রচিত মালার ন্যায় উহার প্রথম ত্রিপাদ তুলা ও অবশিষ্ট এক পাদ বৃশ্চিক রাশির অন্তর্গত।

১৭শ। অনুরাধা, ৭টি নক্ষত্র ইহার আকার জল ধারার ন্যায় এবং বৃশ্চিক রাশি ভুক্ত।

১৮শ। জ্যেষ্ঠা, ৩টি নক্ষত্র কর্ণ কুণ্ডলাকৃতি, ইহাও বৃশ্চিক রাশি ভুক্ত।

১৯শ। মূলা, ১১টি নক্ষত্র, ইহার আকার সিংহের লাঙ্গু-লের মত এই নক্ষত্র ধনুরাশি ভুক্ত।

২০শ। পূর্ব্বাষাঢ়া, ৪টি নক্ষত্র এবং হস্তি দন্তাকার ইহাও ধনু রাশি ভুক্ত।

২১শ। উত্তরাষাঢ়া, ৪টি নক্ষত্র শয্যাকার, ইহার প্রথম পাদ মাত্র ধনু ও শেষ ত্রিপাদ মকর রাশির অন্তর্গত।

২২শ। শ্রবণা, ৩টি নক্ষত্র শূলাকার ইহাও মকর রাশি ভুক্ত।

২৩শ। ধনিষ্ঠা, ৫টি নক্ষত্র ঢক্কাকার ইহার প্রথমার্দ্ধ মকর ও পরার্দ্ধ কুম্ভ রাশির অন্তর্গত।

২৪শ। শতভিষা, ১০০ শত নক্ষত্র মণ্ডলাকার ইহাও কুম্ভ রাশি ভুক্ত।

২৫শ। পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২টি নক্ষত্র সাং ঘণ্টাকার

ইহার প্রথম ত্রিপাদ কুম্ভ ও অবশিষ্ট পাদৈক মীন রাশির অন্তর্গত।

২৬শ। উত্তরভাদ্রপদও দুইটি নক্ষত্র ইহার আকার দ্বি মস্তক বিশিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় এবং মীন রাশি ভুক্ত।

২৭শ। রেবতী, ৩২টি নক্ষত্রে বিরচিত মৃদঙ্গাকার ইহাও মীনরাশি ভুক্ত। কথিত রাশিগণের মধ্যে শেষ রাশিদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তি নক্ষত্রগণের অবস্থানের স্থান গত বৈলক্ষণ্যের বিশেষ বৃত্তান্ত তোমার বুঝিবার অসুবিধার নিমিত্ত উল্লেখ করা হইল না।

ঐ কল্পিত আকার বিশিষ্ট নক্ষত্র মণ্ডলের পরিধি প্রায় অষ্টাশীতি অর্ব্বুদ ক্রোশ এবং উহার ব্যাস প্রায় ঊনত্রিংশৎ-বৃন্দ ক্রোশ হইবে। গ্রহগণ ঐ বৃহৎ রাশিচক্রের মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে।

রামানন্দ। তবে একদেশ গত রাশিচক্রের মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যের কি নিমিত্ত সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে সঞ্চার কথিত হয়?

সর্ব্বজ্ঞ। গ্রহগণ, যৎকালে এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন করে, তৎকালে তত্তৎ গ্রহবাসি-গণ, তদ্বিপরীত রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথিবী যখন কন্যা হইতে তুলায় গমন করে; তৎকালে অস্মাদাদির বোধে সূর্য্যের মীন হইতে মেষে সঞ্চার অনুভব হয়।

রামানন্দ। আপনার এই সকল তুষ্টিজনক বাক্যে আমার শ্রবণ স্পৃহা ক্রমেই বলবতী হইতেছে; অতএব এক্ষণে সূর্য্য এবং বিশাল বিগ্রহ গ্রহগণের পরিমাণ পরিকীর্ত্তন করুন?

সর্ব্বজ্ঞ। সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস ৮৮৩২৪৬ ক্রোশ, বুধের ৩২২৪ ক্রোশ শুক্রের ৭৬৮৭ ক্রোশ, পৃথিবীর ৭৯১২ ক্রোশ মঙ্গলের ১৪২৫ ক্রোশ সিরীশের ১০২৪ ক্রোশ পলাসের ২০৯৯ ক্রোশ; যুনোর ১৪২৫ ক্রোশ বেষ্টার ১২৩৩ ক্রোশ বৃহস্পতির ৮৯১৭০ ক্রোশ শনির ৭৯০৪২ ক্রোশ এবং উরানের ৩৫১১২ ক্রোশ ব্যাস নির্ণয় করিয়াছেন।

রামানন্দ। ঐ সমস্ত বিশাল বিগ্রহ গ্রহগণ, কতকালে স্বীয় স্বীয় অক্ষে এক একবার আবর্ত্তন করে?

সর্ব্বজ্ঞ। যে সকল গ্রহগণের উপরিভাগে কলঙ্করেখা দৃষ্ট হয়, ঐ লক্ষিত চিহ্নের আবর্ত্তন অনুসারে উহাদিগের অক্ষাবর্ত্তনকাল নিরূপিত হইয়াছে। যথা সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের সমীপবর্ত্তি প্রথম গ্রহ বুধ ১৪ দিন ২৪ হোরা ৫ পলে, দ্বিতীয় শুক্র ২৩ হোরা ২১ পলে, তৃতীয় পৃথিবী ২৩ হোরা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে, চতুর্থ মঙ্গল ২৪ হোরা ৪০ পলে, পঞ্চম বৃহস্পতি ৯ হোরা ৫৬ পলে, ষষ্ঠ শনি ১০ হোরা ১৬ পলে, এবং গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তি রবি ২৫ দিবস ১৪ হোরায়, নিরন্তর পূর্ব্বাভিমুখে আপন আপন অক্ষে আবর্ত্তিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যে, কতিপয় গ্রহে কোনও অঙ্ক লক্ষ্য হয় না এপর্য্যন্ত তাহাদিগের অক্ষ ভ্রমণ কালও নিরূপিত হয় নাই। অধুনাতন ইউরোপীয় শিল্পকারগণের নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট যন্ত্রের ন্যায় এতদ্দেশীয় পূর্ব্ব জ্যোতিজ্ঞদিগের সূক্ষ্ম দর্শন দূরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকায় বোধ হয় তাঁহারা নূতন আবিষ্কৃত গ্রহ সকল, পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রহগণ সহ সঙ্কলিত করিয়া আঙ্কত করিতে পারেন নাই।

রামানন্দ। এই সমস্ত গ্রহগণের দূরতানুসারে অনুভব হইতেছে উহাদিগের সূর্য্য পরিক্রমী কক্ষা সকল অবশ্যই অতি বৃহৎ হইবে অতএব প্রতি হোরায় কোন গ্রহ কত দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন।

সর্ব্বজ্ঞ। বুধ ১০৯৬৯৯ ক্রোশ শুক্র ৮০২৯৫ ক্রোশ, পৃথিবী ৬৮২১৭ ক্রোশ মঙ্গল ৫৫২৮৭ ক্রোশ; সিরীষ ১০১৭ ৪০ ক্রোশ বৃস্পতি ২৯০৮৩ ক্রোশ শনি ২২১০১ ক্রোশ উরাণ ১৪৭৯৭ ক্রোশ করিয়া প্রত্যেক হোরায় গমন করে।

রামানন্দ। পৃথিবী, সর্ব্বাবয়বে কিয়ৎ ক্রোশ পরিমিতা হইবে?

সর্ব্বজ্ঞ। পৃথিবীর পরিধি ২৪৯১২ ক্রোশ এবং উহার সমস্ত উপরিভাগে ১৯৯৫১৫২৯৫ বর্গ ক্রোশ পরিমিত স্থান হইবে, তন্মধ্যে পাদত্রয় সমুদ্র সলিল দ্বারা পরিপূর্ণ ও যৎকিঞ্চিৎ অদৃশ্য ভূমিরও গণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদিগের উপলব্ধি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পাদৈক মাত্র স্থলভাগ, যাহা অংশ চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে; তদ্বিশেষ ইউরোপ খণ্ডে ৪৪৫৬০৬৫ ক্রোশ আসিয়া খণ্ডে ১০৭৬৮৮২৩ ক্রোশ আফরিকা খণ্ডে ৯৬৫৪৮০৭ ক্রোশ.এবং আমেরিকা খণ্ডে ১৪১১০৮৭৪ চতুরস্রবর্গ ক্রোশ নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যাহা, নববর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঐ স্বল্পমাত্র স্থলভাগমধ্যে চাতুর্ব্বিধ জীব, অবস্থান করিতেছে।

রামানন্দ। অস্মদাদি স্থলচর প্রাণিগণের আবাস কি, পৃথিবীর মধ্যস্থলে?

সর্ব্বজ্ঞ। না, পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত

করিলে কথিত মহাদ্বীপ সমূহ উত্তরাংশেই দৃষ্ট হয়, এবং দক্ষিণভাগ কেবল মহাসাগর সলিলে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে।

রামানন্দ। যদ্যপি নিরূপিত চতুর্ব্বিংশতি হোরায় পৃথিবীর একবার আহ্নিক আবর্ত্তন দ্বারা এক এক অহোরাত্র নিষ্পন্ন হইতেছে, তবে সময়ে সময়ে দিবারাত্রের হ্রাস বৃদ্ধিও শীত গ্রীষ্ম প্রাবৃট প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। গণনা সুবিধার নিমিত্ত জ্যোতির্জ্ঞগণের কল্পিত নভোমণ্ডলীয় বিষুব রেখাস্থিত সূর্য্য মণ্ডল সহ যৎকালে মেদিনী মণ্ডলের মধ্য স্থানীয় আরোপিত বিষুবাঙ্কের সমসূত্র পাত হয়, তৎকালে পৃথিবীর উভয় পার্শ্ব সূর্য্যাভিমুখে সমভাবে অবস্থিতি করে, একারণ ঐ সময় সূর্য্য সম্মুখবর্ত্তি ভূ-ভাগ যাদৃশ আলোকিত হয়, ধরণীর অপর পৃষ্ঠ স্বকীয় ছায়ায় তাদৃশ সমাচ্ছন্ন থাকে। এ কারণ তত্তৎকালে উত্তর দক্ষিণ উভয় কেন্দ্র ব্যতীত সকল প্রদেশই দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। ফলতঃ বৈশাখীয় মহাবিষুব ও কার্ত্তিকীয় জল বিষুব সংক্রান্তি সঞ্চার কালে অর্থাৎ বর্ষ মধ্যে বারদ্বয় ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন নারঙ্গ বন্ধুরা মণ্ডলের উত্তর দক্ষিণ উভয় পার্শ্বের মধ্যে যখন যে অংশ সূর্য্য প্রতি যত নত্র হয়, তখন তৎপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ ভাগে রবিরশ্মি সংলগ্ন হওয়ায়, সেই সেই কালে ঐ সমস্ত ভূ-ভাগে নিশার হ্রাস ও দিবার বৃদ্ধি হয়। যদ্রূপ বৈশাখের প্রথম দিবস হইতে পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র ক্রমে ক্রমে সূর্য্যাভিমুখে যত অবনত হয়, নাড়ী মণ্ডলের উত্তর ভাগে যথাক্রমে

অপেক্ষাকৃত দিবাভাগেরও পরিমাণ তত বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পৃথিবীর উত্তর প্রদেশীয় জনগণের মনে সূর্য্য সমীপাগত হইতেছেন অনুভব হয়; এইরূপে ক্রমান্বয়ে মাসত্রয় অবধি পৃথিবীর উত্তরাংশের নম্রতার শেষ শ্রাবণীয় অর্থাৎ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পৃথিবীর উত্তর প্রাশস্ত্যে যথাক্রমে দিনমান, অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তদনন্তর পৃথিবীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বিপরীত গতিক্রমে উত্তরকেন্দ্র সূর্য্য হইতে যত অন্তরিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাবৎ ঋজু হইতে থাকে, তাবৎকাল অপেক্ষাকৃত দিনমানেরও বর্দ্ধিত অংশ হ্রাস হইয়া জল বিষুব অর্থাৎ কার্ত্তিকীয় সংক্রান্তি সঞ্চার কালে পুনর্ব্বার ধরামণ্ডল, ঋজুভাবে বিষুব রেখায় সমসূত্র পাতে আহ্নিক আবর্ত্তন করে; একারণ তৎকালে মেদিনীর মধ্য প্রাশস্ত্যে অহোরাত্রের ন্যূনাধিক্য থাকে না। তদুত্তর কার্ত্তিকীয় প্রথম দিবসাবধি পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্যাভিমুখে যত অবনত হইতে থাকে, কথিত কারণে তদ্দেশে অপেক্ষাকৃত দিনমানের আধিক্য ও রাত্রিমানের খর্ব্বতা হইতে থাকে; এবং তৎকালে পৃথিবীর উত্তরভাগ অপেক্ষাকৃত সূর্য্য হইতে যত অন্তরিত হয়, তদ্দেশে পৃথিবী স্বকীয় ছায়ায় নিজ অর্দ্ধাংশের অধিক অন্ধকারাবৃত করে, একারণ ভূমণ্ডলের আহ্নিক আবর্ত্তন, যদ্দ্বারা দিবারাত্র নিষ্পন্ন হইতেছে, ঐ আবৃর্ত্তি কালে ঐ সমস্ত ভূভাগ দ্বাদশ হোরার অধিককাল অন্ধকারে ভ্রমণ করায়, তৎকালে তদ্দেশে দিনমানাপেক্ষা রাত্রিমানেরআধিক্য হইতে থাকে। এইরূপে দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্য প্রতি অবনমনের শেষভাগ উত্তরায়ণ অর্থাৎ মাঘী সংক্রান্তি পর্য্যন্ত

পৃথিবীর মধ্যস্থানীয় নাড়ী মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগে দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হয়। তৎপরে মাঘের প্রথম দিনাবধি দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্য হইতে যত অন্তরিত হইতে থাকে, তদ্দেশে দিনমানেরও অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত অংশ হ্রাস হইয়া মহাবিষুব অর্থাৎ বৈশাখীয় সংক্রান্তি সঞ্চারকালে পুনর্ব্বার পৃথিবীর ঋজুতানুসারে উভয় কেন্দ্র ভিন্ন সর্ব্ব স্থানে দিবা ও রাত্রিমানের বিভিন্নতা থাকে না।

সূর্য্যাভিমুখে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্রের অবনতির শেষভাগ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতে ভূমণ্ডলের দোদুল্যমান গতিক্রমে সূর্য্যের উত্তরাংশে আগমন এবং উত্তর কেন্দ্র রবি প্রতি নম্রতার শেষভাগ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হইতে পৃথিবীর দোলায়মান বিপরীত গতি অনুসারে সূর্য্যের দক্ষিণভাগে প্রত্যাগমন অনুভব হয়, এইরূপে ধরণীর এক একবার সূর্য্য পরিক্রম কাল মধ্যে উভয় অয়ন সম্পন্ন হওয়ায় ঐ কাল মধ্যে কেন্দ্রদ্বয়ে এক এক অহোরাত্র মাত্র হইয়া থাকে। যেহেতু বিষুব রেখায় সূর্য্যের অবস্থিতি অথবা পৃথিবীর উভয় কেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি সমভাবে অবস্থানকালে উহার উভয় কেন্দ্র সূর্য্য হইতে সমদূরবর্ত্তী হওয়ায় এক কেন্দ্রে প্রত্যূষ ও অপর কেন্দ্রে প্রদোষ হইয়া থাকে। তৎকালে উত্তরায়ণ হইলে পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি যত নত হইতে থাকে, তৎকেন্দ্রে পূর্ব্বাহ্নীয় দিবা, যথাক্রমে তত বৃদ্ধি হইয়া দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি কালে মধ্যাহ্ন হয়, তদুত্তর শ্রাবণের প্রথম দিনাবধি ঐ কেন্দ্র সূর্য্য হইতে যত অন্তরিত হইতে থাকে যথাক্রমে অপরাহ্ন হইয়া সন্ধ্যাসান্তে পুনর্ব্বার বিভাকর, বিষুব রেখা গত হইলে

উত্তর কেন্দ্র হইতে রবি যত অন্তরে থাকায় তথায় সায়হ্ন হয়, সমব্যবধান প্রযুক্ত তদ্বিপরীত দক্ষিণ কেন্দ্রে নিশাবসান হইতে থাকে। তদুত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি যত অবনত হইতে থাকে কথিত কেন্দ্রে যথাক্রমে পূর্ব্বাহ্নীয় দিবা বৃদ্ধি হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকালে তথায় মধ্যাহ্ন হয়, তৎপরে মাঘীয় প্রথম দিনাবধি পৃথিবীর পর্য্যাবর্ত্তন গতিক্রমে দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্য হইতে যত অন্তরিত হইতে থাকে; পর্য্যায়ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া দ্বিতীয় ষণ্মাসে ধরামণ্ডল ঋজু হইলে সেই কেন্দ্রে সায়াহ্ন হয়। এইরূপে উত্তর কেন্দ্রে-বাসীদেব-গণের ও দক্ষিণ কেন্দ্র নিবাসী দনুজদিগের মানবীয় এক সম্বৎসর কাল মধ্যে এক এক অহোরাত্র মাত্র হইয়া থাকে।

কিন্তু এক্ষণে কথিত মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তি সঞ্চার কালের বিংশতি দিবসাগ্রে দিবা ও রাত্রি মানের সমতা হইতেছে। যেহেতু জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনার সুবিধার নিমিত্ত পৃথিবীকে যেরূপ ৩৬০ অংশে বিভাগ করিয়াছেন, তদ্রূপ নক্ষত্রে বা রাশিচক্রের মধ্যবর্ত্তী শূন্যোদর. নভোমণ্ডলও ৩৬০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে; এজন্য প্রত্যেক রাশিগত স্থানও ত্রিংশৎ অংশে বিভক্ত হয়। ঐ নক্ষত্র চক্রের অন্তর্গত মেষ রাশির প্রথম ও মীনের শেষ ভাগে উত্তর দক্ষিণ এক কল্পিত রেখাকে বিষুব রেখা কহে, ঐ বিষুব রেখা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ হইতে অংশান্তরে পরিচালিত হওয়ায় ক্রমে মেষরাশির পশ্চিমে ২৭ অংশ ও পূর্ব্বে ২৭ অংশ সমষ্টিতে এই ৫৪ অংশ মাত্র যথাক্রমে দোদুল্যমান হইয়া থাকে, একারণ ঐ রেখা পূর্ব্ব দিকে যত অংশে গমন করে; কথিত জলবিষুব

ও মহাবিষুব সংক্রান্তির তত দিন পরে এবং পশ্চিম দিকে যত অংশে গমন করে উহার তত দিন পূর্ব্বে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়, অর্থাৎ ঐ ৫৪ অংশের মধ্যে যথাক্রমে পৃথিবী যখন যে অংশে সূর্য্যের সমসূত্রপাতে ঋজু হয়, তৎকালে উহার উপরিস্থ গগণে বিষুব রেখার কল্পনা হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ রেখা অশ্বিনী নক্ষত্রের ২০ অংশ পশ্চিমে গমন করায়, অথবা উহার বিংশতি অংশান্তরে সূর্য্যাভিমুখে পৃথিবীর উভয় কেন্দ্র সমভাবে আবর্ত্তন করায়, বিষুব সংক্রান্তির বিংশতি দিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্রের ১১শ দিবসে ও আশ্বিনের ১১শ দিবসে দিবা ও রাত্রিমান সমান হইতেছে এবং পৌষের ১১শ দিনে উত্তরায়ণ ও আষাঢ়ের ১১শ দিনে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইতেছে। এতাবতা ১৩৭৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখীয় ও কার্ত্তিকীয় সংক্রান্তিতে অহোরাত্রমান সমান হইত এবং মাঘীয় ও শ্রাবণীয় সংক্রান্তিতে অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। এইরূপে বিষুব রেখা মেষ রাশির প্রথম হইতে অনুলোম ক্রমে সপ্তবিংশতি অংশাবধি ও মীনের শেষাংশ হইতে বিলোম ক্রমে সপ্ত বিংশতি অংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দোদুল্যমান হওয়ায় সময়ে সময়ে অয়ন পরিবর্ত্তের কালও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অয়ন পরিবর্ত্তন গতি দ্বারা ষড় ঋতুর উদয়াস্ত হইয়া থাকে, যৎকালে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্যাভিমুখে নত্র হয়, তৎকালে নাড়ী মণ্ডলের উত্তরাংশে রবি রশ্মি সমূহ বক্রভাবে সংলগ্ন হওয়ায় কিরণ জালের তীক্ষ্ণতার খর্ব্বতা হেতু সেই অপ্রখরকর নিকর তুহিনাংশ বিনাশে অক্ষম হয়।

সুতরাং তত্তৎকালে ঐ সমস্ত ভূভাগে হিমাংশের প্রবলতা প্রযুক্ত সেই সেই দেশে শীতঋতুর উদয় কথিত হয়। প্রত্যুত তৎকালে দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্য প্রতি নত্র হওয়ায় ঐ প্রাশস্ত্যে প্রভাকরের ঋজুভাবাপন্ন প্রখরকর নিকরে নীহার কণা সমূহ যত পরিশুষ্ক হয়, আতপতাপের ততই আধিক্য প্রযুক্ত তদ্দেশে গ্রীষ্ম ঋতুর উদ্ভব হইয়া থাকে। অপিচ যখন যে, দেশের উপরিভাগে সূর্য্য অবস্থিতি করেন, তখন সাগর সমুত্থিত ইতরেতর পৃথক্ কৃত বাষ্পীয় অণু সমূহ, অপেক্ষাকৃত লঘুত্ব হেতু বায়ু পরিভাসমান হইয়া রবির আকর্ষণে তদ্দেশাভিমুখে গমন করে ; ঐ অদৃশ্য বাষ্পীয় পরমাণু পুঞ্জের উপর্য্যুপরি অবস্থান কালে লক্ষিত হওয়ায় উহা ঘন সংজ্ঞা প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। এবং ঐ বাষ্পীয় অণু সমূহ পরস্পর সম্মিলিত হইলে পবন পরমাণুর অপেক্ষা গুরুত্ব হেতু পৃথিবীর আকর্ষণে সমীরণ বিদারণ করত বারিধারা রূপে উহা নিপতিত হয় ; তৎকালে সেই সেই প্রদেশে গ্রীষ্মের বিরাম ও বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে পৃথিবীর অয়ন সাধক গতি দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে ঋতুগণের উদয় অস্ত হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বকালেই সূর্য্যরশ্মি সরলভাবে সংলগ্ন হওয়ায় সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি ভূমণ্ডলের মধ্যপ্রদেশে শীত ঋতুর প্রবল পরাক্রম কখনই প্রকাশিত হয় না।

রামানন্দ। মহাশয়! যে সমস্ত উপগ্রহের কথা কহিয়াছেন, সে কিরূপ ?

সর্ব্বজ্ঞ। গ্রহগণকে পরিক্রম করিতে করিতে তৎসহ যাহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ কহা

যায়। তদ্বিশেষ পৃথিবীর এক মাত্র উপগ্রহ আছে; যাহা চন্দ্র সংজ্ঞা প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। ঐ উপগ্রহ পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে ২৪০০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করে; কিন্তু উহার পৃথিবী পরিক্রম কক্ষা অণ্ডাকার অর্থাৎ বাদামী এ জন্য আপন কক্ষা ভ্রমণ কালে সময়ে সময়ে অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অস্মদাদির বোধে চন্দ্র মণ্ডল কখন অর্দ্ধ হস্তের অনধিক, কখন এক হস্তের অধিক অনুভব হয়; বাস্তবিক, উহার ব্যাস ২১৮৩॥ ক্রোশ এবং আপন কক্ষা ভ্রমণ কালে প্রত্যেক হোরায় ২২৯০ ক্রোশ গমন করিয়া ২৯ দিবস ১২ হোরা ৪৪ পল ৩ বিপলে পৃথিবীকে এক একবার পরিক্রম করে। ঐ রূপ বৃহস্পতির চারি উপগ্রহ আছে, উহার নিকবর্ত্তী প্রথম চন্দ্র এক দিন অষ্টাদশ হোরা অষ্ট বিংশতি পলে, দ্বিতীয় চন্দ্র তিন দিবস ত্রয়োদশ হোরা অষ্টাদশ পলে, তৃতীয় চন্দ্র সাত দিন চতুর্থ হোরায় এবং চতুর্থ চন্দ্র ১৬ দিন ১৮ পলে ঐ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শনির সাত উপগ্রহ আছে, উহার নিকটবর্ত্তী প্রথম চন্দ্র ২২ হোরা ৩৭ পলে, দ্বিতীয় চন্দ্র ১ দিন ৮ হোরা ৫৩ পলে, তৃতীয় চন্দ্র ২ দিন ২১ হোরা ১৮ পলে, চতুর্থ চন্দ্র ২ দিন ১৭ হোরা ৪৪ পলে, পঞ্চম চন্দ্র ৪ দিন ১২ হোরা ২৫ পলে, ষষ্ঠ চন্দ্র ১৫ দিন ২২ হোরা ৩৫ পলে এবং সপ্তম চন্দ্র ৭৯ দিন ৭ হোরা ৪৭ পলে, ঐ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। প্রভাকর কিরণে প্রভান্বিত মরকত মণি সদৃশ শনি গ্রহ, স্বীয় কক্ষা ভ্রমণকালে সূর্য্য সম্মুখবর্ত্তী উহার অর্দ্ধভাগে সংলগ্নিত রবি রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় ঐ ভাগ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত এক

এক দোহারা তেজময় অঙ্গুরীয়াকার রেখা দ্বারা বেষ্টিত দেখা যায় এবং উহার পর্য্যাবর্ত্তন গতিক্রমে যথাক্রমে অপর ভাগও ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপে প্রতীয়মান হয়; এই রূপে উপ-গ্রহগণ সহ শনি, সূর্য্যকে ত্রিংশৎ বৎসরে এক একবার প্রদ-ক্ষিণ করিয়া থাকে।

উরানের ৬ উপগ্রহ আছে, প্রথম চন্দ্র ৫ দিন ২১ হোরা ২৫ পলে, দ্বিতীয় চন্দ্র ৮ দিন ১৭ হোরা ১ পলে, তৃতীয় চন্দ্র ১০ দিন ২৩ হোরা ৪ পলে, চতুর্থ চন্দ্র ১৩ দিন ১১ হোরা ৫ পলে, পঞ্চম চন্দ্র ৩৮ দিন ১ হোরা ৪৯ পলে এবং ষষ্ঠ চন্দ্র ১০৭ দিন ১৬ হোরা ৪০ পলে, ঐ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে; এইরূপে চন্দ্রগণ, স্ব স্ব অবলম্বিত গ্রহগণকে পরি-ক্রম করায় জ্যোতির্জ্ঞগণ, উহাদিগকে উপগ্রহাভিধান প্রদান করিয়াছেন।

রামানন্দ। উপগ্রগণ, নিরূপিত গতিক্রমে গ্রহদিগকে যদি, প্রদক্ষিণ করে, তবে কি কারণ চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয়?

সর্ব্বজ্ঞ। চন্দ্রমণ্ডলের হ্রাস বৃদ্ধি কোন কালেই হয় না। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রও নিস্তেজ, সূর্য্য সন্মুখবর্ত্তি গ্রহ বা উপগ্রহগণের অর্দ্ধ মণ্ডল কিরণজালে উজ্জ্বলিত হয়; একারণ সুধাকর, স্বীয় কক্ষা ভ্রমণকালে স্থান বিশেষে পৃথিবী হইতে উহার দীপ্তিময় অংশের ন্যূনাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডল যৎকালে, সূর্য্যমণ্ডল ও ধরামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হয়, তৎকালে কেবল উহার স্বকীয় ছায়ায় অন্ধকারাবৃত অর্দ্ধমণ্ডল ধরাভি-মুখে অবস্থিতি করে, বিশেষতঃ অমাবস্যার অন্তে ও শুক্ল প্রতিপদের প্রথমে সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাতে মধ্যস্থলে

প্রবেশ করায় সূর্য্য সহ চন্দ্রের এককালে উদয়াস্ত হওয়াতে উহার কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎপরে শীতকর স্বীয় কক্ষার ত্রিংশৎ অংশের একাংশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের ও দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়ার এই-রূপে নিজকক্ষার অর্দ্ধভাগ পঞ্চদশাংশ পর্য্যন্ত গমন করিলে পূর্ণি-মার চন্দ্র কথিত হয়, এবং ঐ ভ্রমণকালে সূর্য্য হইতে চন্দ্র স্বীয় কক্ষার দ্বিঅংশ দূরে গমন করিলে পূর্ব্বাহ্ণীয় দিবা চতুর্থ দণ্ডের সময় চন্দ্রের উদয় ও রাত্রি চতুর্থ দণ্ডে অস্তমিত হইতে দৃষ্ট হয়। চন্দ্র এইরূপে স্বীয় কক্ষার অর্দ্ধ মণ্ডলের যত অংশ সূর্য্যের পূর্ব্বভাগে গমন করে, যথাক্রমে দুই দুই দণ্ড অন্তে উদয়াস্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্য হইতে যত অন্তর্বর্ত্তী হয়, প্রভাকরাভি-মুখীন্ চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমভাগ হইতে উহার দীপ্তিময় অর্দ্ধ মণ্ডলের অধিকাংশ যথাক্রমে ভূমণ্ডল হইতে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তদনন্তর নিশাপতি, পর্য্যায়ক্রমে গমন করিতে করিতে যৎকালে অষ্টমী অর্থাৎ নিজ কক্ষার অষ্টমাংশের মধ্যভাগে পৃথিবীর পার্শ্ববর্ত্তী সমান স্থানে উপনীত হয়, তৎ-কালে উহার দীপ্তিময় অর্দ্ধমণ্ডলের অর্দ্ধ ভাগ ও তিমিরাবৃত অর্দ্ধ মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ এইরূপে তুল্যাংশে বিভক্ত, চন্দ্র মণ্ড-লের অর্দ্ধভাগ লক্ষিত হয়। এবং যথাক্রমে সূর্য্যের বিপরীত দিকে পৃথিবীর অধঃদেশে যত দূরে গমন করে, চন্দ্রের দীপ্তিময় ভাগের অর্দ্ধাংশের অধিক দৃষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে চন্দ্র, পৃথিবী পরিক্রম গতিক্রমে স্বীয় কক্ষার পঞ্চদশাংশের অন্তে এবং ষোড়শাংশের প্রথমে অর্থাৎ উভয় অংশের সন্ধিস্থানে

মধ্যবর্ত্তি ধরামণ্ডল সহ সূর্য্যের সমসূত্রপাত-স্থলগামী হইলে, চন্দ্রের স্বকীয় ছায়ায় সমাচ্ছন্ন সমুদয় অর্দ্ধভাগ উহার পশ্চাদ্ভাগে থাকে এবং দীপ্তিময় অপরার্দ্ধভাগ সম্পূর্ণ মণ্ডলাকারে অস্মদাদির নেত্র গোচর হওয়ায় উহা পূর্ণেন্দু-সংজ্ঞা প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে।

তদনন্তর পৃথিবী পরিক্রমী অপরার্দ্ধ কক্ষার ষোড়শাংশে চন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ কথিত হয়; তৎকালে সূর্য্যের পশ্চিম ভাগে চন্দ্র একাংশ সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় সূর্য্য সম্মুখবর্ত্তি চন্দ্র মণ্ডলের পূর্ব্বভাগ দীপ্তিময় ও পশ্চাৎভাগের কিয়দংশ তমসাচ্ছন্ন দৃষ্ট হয়, এবং পৃথিবীর আবর্ত্তনে অস্মদাদির আবাস স্থলে যৎকালে সায়াহ্ন হয়, তাহার পূর্ব্বভাগে গগণের নবতি অংশাধিক দূরে চন্দ্র গমন করায়, রাত্রি দুই দণ্ডের সময় উহার উদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে; এইরূপে যত অংশ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, যথাক্রমে রাত্রি দুই দণ্ড অন্তে উদয় হইতে থাকে, যৎকালে অষ্টমী অর্থাৎ ত্রয়োবিংশাংশের মধ্যভাগে পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্বে সমান স্থানে উপনীত হয়, তৎকালে উহার সূর্য্য সম্মুখবর্ত্তী দীপ্তিময় ভাগের অর্দ্ধাংশ ও ছায়াবৃত অপরার্দ্ধ ভাগের অর্দ্ধাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরে সূর্য্যাভিমুখে যত গমন করে উহার দীপ্তিময় অংশের অধিকাংশ ভাগ যথাক্রমে অদৃশ্য হইতে থাকে এবং অমাবস্যার শেষভাগে (অর্থাৎ) অপরার্দ্ধ কক্ষার পঞ্চদশাংশের অন্তে ঊনত্রিংশৎ দিবস দ্বাদশ হোরা চতুশ্চত্বারিংশৎ পলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যের সমসূত্রপাত স্থলে পুনরাগত হইলে, উহার তিমিরাচ্ছন্ন সম্পূর্ণ অর্দ্ধমণ্ডল

ধরাভিমুখে অবস্থিতি করে; এ কারণ সেই সেই কালে চন্দ্র মণ্ডলের দীপ্তিময় ভাগের কিঞ্চিৎ মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত চন্দ্র কক্ষার স্থান বিশেষে উহার দীপ্তিময় অংশের হ্রাস বৃদ্ধি অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হয় এবং পূর্ব্বোক্ত অপরাপর গ্রহ সমূহের উপগ্রহগণেরও ভ্রমণ কালে ঐ রূপে নিজ নিজ কক্ষার স্থান বিশেষে উহার দীপ্তিময় অংশের হ্রাস বৃদ্ধি সেই সেই গ্রহবাসীগণেরও নেত্র গোচর হইয়া থাকে।

সূর্য্যের এক উদয়াবধি অপর উদয় পর্য্যন্ত যেরূপ এক সাবন দিন কহা যায়, সেইরূপ ত্রিংশদংশে বিভক্ত চন্দ্র কক্ষার এক এক অংশে চন্দ্রের গমনে এক এক তিথি কথিত হয়, কার্য্য বিশেষে ঐ কালকে এক এক চান্দ্র দিন বলিয়া গণনা করা যায়। ঐরূপ ত্রিংশৎ তিথিতে এক এক চান্দ্র মাস হয়; ঐ চান্দ্র মাস তিন প্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস হয়, তাহাকে মুখ্যচান্দ্র, ও কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস হয়, তাহাকে গৌণচান্দ্র, এবং উভয় পক্ষীয় যে কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পূর্ব্ব তিথি পর্য্যন্ত গণনা করিলে তাহাকে চান্দ্র মাস কহা যায়।

রামানন্দ। চন্দ্রমার গতিক্রমে যে, বিশুদ্ধ চান্দ্র মাস পরিগণিত হয়, কি কারণ সময়ে সময়ে সেই এক এক চান্দ্র মাস, মলমাসাভিধানে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে?

সর্ব্বজ্ঞ। সূর্য্য পরিক্রমী পৃথিবীর মণ্ডলীকৃত কক্ষা ৩৬০ ক্রমে বিভক্ত হয়, একারণ প্রতি দিবস স্বীয় কক্ষায় পৃথিবী এক এক ক্রম গমন করায়, ত্রিংশত দিবসে এক রাশি

হইতে. রাশ্যন্তরে গমন করে, তৎকালে অস্মাদাদির বোধে তদ্বিপরীত রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি অনুভব হয়। কিন্তু উত্তরায়ণের শেষার্দ্ধ ও দক্ষিণায়নের প্রথমার্দ্ধ, যৎকালে পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র সূর্য্যের প্রতি নম্র, তৎকালে উত্তর প্রাশস্ত্য বাসিগণ, ত্রিংশৎ দিবসের অধিককাল সূর্য্যকে এক রাশিতে অবস্থিতি করিতে দেখে; এজন্য এক মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে দ্বিতীয় মহাবিষুব সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ৩৬০ সাবন দিবসের অধিক প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চ দিবস কালে রবির দ্বাদশ রাশি ভ্রমণাত্মক এক সৌর সম্বৎসর পরিগণিত হয়; এবং উনত্রিংশৎ দিবস বার হোরা চৌয়াল্লিশ পল তিন বিপলে চন্দ্র পৃথিবীকে এক একবার প্রদক্ষিণ করায় ঐ কাল মধ্যে এক এক চান্দ্র মাস হইয়া থাকে। এবং দ্বাদশ অমাবস্থায় অর্থাৎ দ্বাদশ চান্দ্র মাসে তিনশত চৌয়ান্ন দিবস আট হোরা আটচল্লিশ পল ছত্রিশ বিপল হয়, সুতরাং প্রতি সৌর বৎসরে দ্বাদশ অমাবস্থার অধিক প্রায় দ্বাদশাংশ, চন্দ্র, নিজ কক্ষায় গমন করে; এ প্রযুক্ত. সার্দ্ধ দুই বৎসরে ত্রিংশৎ বারের অধিক একবার চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করায়, ঐ অতিরিক্ত চান্দ্র মাস মলমাসাভিধানে চান্দ্র মাসোক্ত কার্য্য কালে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। নতুবা বেদোক্ত বাৎসরিক কার্য্য সমূহ সার্দ্ধ দ্বিবৎসরান্তে এক এক মাস অগ্রে হইতে হইতে, যবনদিগের মহরম প্রভৃতি পর্ব্বের ন্যায় সকল মাসেই দুর্গোৎসবাদি চান্দ্র মাসোক্ত সমস্ত কার্য্যই করিতে হইত।

রামানন্দ। কথিত গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্র; স্বকীয় অক্ষে আবর্ত্তন করে কি না?

সর্ব্বজ্ঞ। পৃথিবীর উপরিভাগে উর্দ্ধাধঃভাবে চন্দ্রের আল থাকায় উহার এক দেশ গত কলঙ্কাঙ্ক ধরাভিমুখে নিরন্তর অবস্থিতি করে, ঐ অঙ্কের আবর্ত্তন দ্বারা অনুভব হইতেছে, আবর্ত্তনশীল গ্রহগণের ন্যায় ঐ উপগ্রহও ভূমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্বকীয় অক্ষে আবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং সম্যক চন্দ্র মণ্ডলে উভয়পক্ষে যথাক্রমে এক অহোরাত্র হইয়া থাকে।

রামানন্দ। চন্দ্রমণ্ডলে যে, কলঙ্কাঙ্ক দৃষ্ট হয়; উহার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। চন্দ্রমণ্ডলের গভীর গহ্বরিত স্থান যেখানে রবিরশ্মি প্রবিষ্ট হইতে পারে না, ঐধ্বান্তময় প্রদেশ কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত অনুভব হয়।

রামানন্দ। আমি মনে করিয়াছিলাম গ্রহগণ, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং চন্দ্র কেবল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, এক্ষণে শুনিতেছি চন্দ্র, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সূর্য্যকেও পরিক্রম করিয়া থাকে, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বীয় স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ কালে চন্দ্র হইতে পৃথিবী যদি, অতি আশুগামিনী হইল, তবে কি নিমিত্ত চন্দ্রকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া ধরণী অগ্রবর্ত্তিনী না হয়?

সর্ব্বজ্ঞ। তুমি কি কখন দেখ নাই, ফিঙ্গা আবর্ত্তকের এক স্থানে অবস্থান বা স্থানান্তরে গমনানুসারে যেরূপ ফিঙ্গা যন্ত্রের মধ্যগত লোষ্ট্র খণ্ড, আবর্ত্তকের সহ এক স্থানে বা স্থানান্তরে গমন করিতে করিতে আবর্ত্তন করিয়া থাকে; তদ্রূপ পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ফিঙ্গা বদ্ধ লোষ্ট্র-

খণ্ডের ন্যায় চন্দ্র পৃথিবীর গতি অনুসারে গমন করিতে করিতে ধরামণ্ডল সহ এক এক সম্বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

রামানন্দ। ভাল মহাশয়! চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। চন্দ্র, পূর্ব্বাভিমুখে স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করিতে করিতে অমবস্যার শেষ ও শুক্ল প্রতিপদের প্রথম, সূর্য্য-মণ্ডল ও ধরামণ্ডলের সম সূত্রপাতের মধ্যস্থলে উপনীত হইলে, যেরূপ পবন পরিচালিত মেঘ দ্বারা সূর্য্য আবৃত হয়, তদ্রূপ গমনশীল চন্দ্র কর্ত্তৃক যথাক্রমে সূর্য্য সমাচ্ছাদিত হই-লেই তৎকালে সূর্য্য গ্রহণ কহা যায়; এবং চন্দ্রের গতি অনুসারে পূর্ণিমার শেষ ভাগে ও কৃষ্ণ প্রতিপদের প্রারম্ভে পৃথিবী ও সূর্য্যের সম সূত্রপাতস্থলে, ভূ-মণ্ডলের আকাশগামী ছায়ারূপ রাহুদরে, রোহিণীপতি, প্রবেশ করিলেই চন্দ্রগ্রহণ কথিত হয়।

রামানন্দ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অন্তে কথিত কারণে যদি গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে প্রতি পক্ষান্তে গ্রহণ দৃষ্ট না হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে উরগ গমনের ন্যায় চন্দ্র কখন উহার দক্ষিণ কখন উত্তর পার্শ্ব হইয়া ভ্রমণ করে, এ প্রযুক্ত যৎকালে সূর্য্য, পৃথিবীর বিষুবাঙ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে, তৎকালীয় অমাবস্যার অন্তে চন্দ্র, পৃথিবীর উত্তর অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া যদি গমন করে, তাহা হইলে উহার দ্বারা পৃথিবীর উত্তর প্রাশস্ত্য-বাসী অস্মদাদির দর্শনে

সূর্য্য সন্দর্শনের কোন প্রতিবন্ধক কখনই জন্মাইতে পারে না; যদি তৎকালে পৃথিবীর মধ্যভাগের উপর হইয়া চন্দ্র গমন করে, তবেই এতদ্দেশ হইতে সম্যকপ্রকারে সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইবার সম্ভব। যে হেতু এক দেশ গত কাদম্বিনী, যেমন প্রকাশমান প্রভাকরকে এককালে সমস্ত ধরাবাসিগণের নেত্র পথাতিক্রান্ত করিতে পারে না, সেই রূপ বিশাল বিগ্রহ বিধুন্তু এককালে ভূ-মণ্ডলস্থ সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি অবরোধ করিতে না পারায় কোন কালেই এক কালে সর্ব্বস্থান হইতে সূর্য্য গ্রহণ সন্দর্শন হয় না। এবং পৃথিবীর নাড়ী মণ্ডলের উত্তর ভাগে সূর্য্যের অবস্থান কালে ভূচ্ছায়া কিঞ্চিদ্বক্র ভাবে দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হইয়া থাকে, অথবা সূর্য্যের অবস্থানানুসারে যখন যে স্থানে ছায়া নিপতিত হয়, তৎকালীন পূর্ণিমার অন্তে চন্দ্র, স্বকীয় গতিক্রমে ঋজুভাবে যদি ঐ ভূ—চ্ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে, তবেই চন্দ্র গ্রহণ হয়। এতদুভয় ঘটনা ব্যতীত চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ সংঘটন হইবার সম্ভাবনা নাই; একারণ প্রতিপক্ষান্তে গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। আরও দেখ সূর্য্যের পশ্চিম পার্শ্ব হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চন্দ্র গমন করায় সূর্য্যের পশ্চিমভাগ হইতেই প্রথম গ্রহণারম্ভ হয়, সেই সাধারণ নিয়ম তদ্ভিন্ন কখন কখন চন্দ্র, সূর্য্যের দক্ষিণ বা উত্তর পার্শ্ব হইয়া গমন করে, এ কারণ তৎকালে রবিমণ্ডলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিম বা কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিমেও গ্রহণ আরম্ভ হইতে দৃষ্ট হই থাকে। কিন্তু কথিত কারণে গ্রহণ সংঘটন হওয়ায় অস ঙ্গত সূর্য্যমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে কখনই প্রথম গ্রহণ আরম্ভ হই

বার সম্ভাবনা নাই। এবং পূর্ব্বাভিমুখে চন্দ্র গমন করিতে করিতে ভূ–চ্ছায়া মধ্যে প্রবেশ করে, একারণ প্রথমেই উহার সম্মুখ ([illegible]) পূর্ব্বভাগ হইতে অদৃশ্য হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন অঋজু পথগামী চন্দ্র যখন ভূ–চ্ছায়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ বা উত্তর পার্শ্ব হইয়া গমন করে তৎকালে উহার অখণ্ড মণ্ডলের পূর্ব্ব উত্তর বা পূর্ব্ব দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম গ্রহণ দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে কখনই গ্রহণ আরম্ভ হয় না।

রামানন্দ। জ্যোতির্জ্ঞগণের বহু আয়াসকৃত স্থিরসিদ্ধান্ত সমূহ আপনি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করায় মদীয় ভ্রমাত্মক মনের সম্যক সন্দেহ এককালে দূরীভূত হইল, এক্ষণে সাগর সমীপবর্ত্তি নদীগণের নিত্য হ্রাস বৃদ্ধির কারণ পরিকীর্ত্তিত হইলে কথনাতীত সন্তোষলাভে সমর্থ হইতে পারি।

সর্ব্বজ্ঞ। গ্রহপতি ও গ্রহ এবং উপগ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণে পরস্পর আকৃষ্ট হেতু পৃথিবীর অদূরবর্ত্তি চন্দ্রমণ্ডলের আকর্ষণে তরলিত সিন্ধু সলিল পার্থিব আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া শশাঙ্কের সম সূত্রপাত স্থলে কিঞ্চিৎ স্ফীত ভাবে নিরন্তর অবাস্থিতি করে, এ কারণ তন্নিকটবর্ত্তিনী নদী মধ্যে ঐ উন্নত বারি অতিবেগে প্রবেশ করায় তৎকালে উহার অপেক্ষাকৃত জল বৃদ্ধি ও প্রবাহ বিপরীত বর্ত্মগামী হয়। এপ্রযুক্ত পৃথিবীর আবর্ত্তনানুসারে যখন যে অংশ চন্দ্রের সম সূত্রপাতস্থলে উপস্থিত হয়, তত্তৎকালে সেই সেই দেশীয় সাগর সন্নিহিত নদী মধ্যে জলের বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং পৃথিবীর আবর্ত্তন ক্রমে সেই স্থান হইতে চন্দ্র যত দূরবর্ত্তী হয় যথাক্রমে

জলের বর্দ্ধিত অংশ হ্রাস হইতে থাকে। যেমন উলুবেড়িয়ার ঋজু দক্ষিণ সাগরে শুক্লাষ্টমীতে সন্ধ্যার সময় চন্দ্রের সমসূত্রপাত জন্য ঐ উন্নত বারি তন্নিকটবর্ত্তিনী নদী গর্ভে প্রবেশ করায় সন্ধ্যার সময় যদি তথায় জোয়ারারম্ভ হয়, তবে ত্রিংশদংশে বিভক্ত স্বীয় কক্ষার একাংশ দূরে চন্দ্রের গমন নিমিত্ত পর দিবস কথিত স্থান, উহার সমসূত্রপাত স্থলে উপস্থিত হইতে এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইয়া থাকে, এইরূপে প্রতিদিবস দুই দুই দণ্ড অন্তে সর্ব্বত্র জোয়ার ও ভাটা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত জলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রামানন্দ। সুধাংশুর আকর্ষণই যদি জোয়ারের কারণ হইল; এবং দেখা যাইতেছে আবর্ত্তমান ভূমণ্ডলের এক ভাগ একবারের অধিক কখনই প্রতিদিন চন্দ্রের সমসূত্রপাতবর্ত্তী হয় না, তবে একস্থানে নিত্য দুইবার জোয়ার হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। চন্দ্র সম্মুখবর্ত্তি অর্দ্ধ-ভূ-ভাগীয় জল রাশি যখন উহার আকর্ষণে স্ফীত হয়, তৎকালে তদ্বিপরীত ভূ-পৃষ্ঠস্থ উচ্ছ্বসিত সাগর সলিল মধ্যবর্ত্তি ধরাতল কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্তে চন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে না পারায়, স্বীয় বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তদ্বিপরীত ভাগে গমন করে; এ জন্য উভয় ভূ-পৃষ্ঠে এককালে সাগর সলিল স্ফীত হওয়ায় পৃথিবীর আবর্ত্তন ক্রমে নিত্য দুইবার জোয়ার হইয়া থাকে।

রামানন্দ। নিত্য জল বৃদ্ধির কারণ যাহা কহিলেন, ইহা যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু কখন কখন যাহাকে কোটালে জোয়ার কহে। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপরিমিত সজলপ্রবাহ বৃদ্ধি হইবার কারণ কি?

সর্ব্বজ্ঞ। অমাবস্যার কিয়ৎপূর্ব্ব ও পরে এক দেশগত চন্দ্র সূর্য্য, উভয়ের আকর্ষণে সাগর সলিল কিঞ্চিদধিক স্ফীত হওয়ায় সমীপবর্ত্তিনী নদী গর্ভে ঐ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উন্নতোদক অতি বেগে প্রবেশ করে, এ কারণ নিরূপিত ভাটার অবসর কাল মধ্যে ঐ সমধিক প্রবিষ্ট সলিল সমস্ত নিঃসরণ না হইতে হইতেই পৃথিবীর আবর্ত্তন [illegible] দধিক দ্বাদশ হোরার মধ্যে ঐ স্থান তদ্বিপরীত [illegible] হইলে, চন্দ্রের অনভিমুখীন উচ্ছ্বসিত সাগর প্র[illegible] প্রবাহিনীর প্রখর প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রব[illegible]হিত হইতে থাকে। তৎকালে উভয় বেগে প[illegible] হইয়া সাগর মুখে কোন কোন স্থানে অপেক্ষা[illegible]শৎ হস্তাধিক জল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ [illegible] সচল অচলের ন্যায় দ্রুতবেগে নদীবেগ নিরাকরণ [illegible] বল পরাক্রান্ত পারাবার প্রবাহ প্রবাহিত হয়। এ কারণ সেই সমধিক জল-বিকারকে সাধারণে "কোটালে জোয়ার কহে"। এতদ্ভিন্ন পূর্ণিমার ও কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ কাল পর্য্যন্ত রবিশশীর মধ্যবর্ত্তিনী ধরণীর উভয় পৃষ্ঠ হইতে উভয়ের তুল্যাকর্ষণে তটিনীগণের ঐ রূপ সজল প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উভয় পক্ষীয় সপ্তমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত সূর্য্যের পার্শ্ব ভাগে শশাঙ্কের অবস্থান হেতু পরস্পরের বিপরীতাকর্ষণে সিন্ধু সলিল, অনধিক স্ফীত হওয়ায় অপ্রবল প্রবাহ প্রযুক্ত পয়স্বিনী গর্ভে অপেক্ষাকৃত যৎকিঞ্চিৎ পয়ঃ-পরিবর্দ্ধিত হয়; এ কারণ তৎকালে মরা কোটাল কহে।

রামানন্দ। হে বিবিধ গুণজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়! আপনার

কৃতানুগ্রহে আমার সন্দেহ সমূহ দূরীভূত হওয়ায় স্বকরস্থ আমলকের ন্যায় এই বিশাল সৌরজগৎ, বিজ্ঞান বিলোচনে বিলোকিত হইতেছে, অধিকন্তু সূর্য্য এবং একাদশ গ্রহ ও অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণে শ্রবণ [illegible] রিতৃপ্ত হইল; অধুনা সংখ্যাতীত অবিরল [illegible] নক্ষত্র পুঞ্জ দৃষ্ট হইয়া থাকে ঐ অতিরিক্ত [illegible] দয় হইবার কারণ কি? প্রকাশ করিয়া [illegible] অন্তঃকরণকে পরম পরিতুষ্ট করুন্।

[illegible] খিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সীমাশূন্য গগণোদরে [illegible] সদৃশ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, [illegible] পরস্পর অতি দূরবর্ত্তী হইলেও বিরল [illegible] সমীপবর্ত্তি দ্রষ্টার যেরূপ অবিরল অনু- [illegible] লাকর সদৃশ গগণমণ্ডলে শত শত সূর্য্য, সহস্র সহস্র গ্রহ, কোটি কোটি উপগ্রহগণ, বিবিধ বর্ণে বিকসিত রাজীবরাজির ন্যায় অবিরল ভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। উহাদিগের সহ এতৎ সৌরজগতের কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে গমনশীল সর্ব্বজ্ঞ অনুগামী রামানন্দের প্রশ্নোত্তর করিতে করিতে অচিরকালমধ্যে চিরাভিলষিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীপুরী প্রাপ্ত হইলেন।

সম্পূর্ণ।